বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-১৩ ॥ ২৮ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১৫ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ২৯ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

দুটি পিএসসি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার: উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

স্টাফ রিপোর্টার : নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা ও অনিয়ম বন্ধে দুটি পিএসসি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার- এমন তথ্য জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। রোববার (২৭ এপ্রিল) বিকেলে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানান তিনি। ফেসবুক পোস্টে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া লেখেন, 'পিএসসি নিয়ে সর্বশেষ ক্যাবিনেট মিটিংয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের মামলায় খালাস আমীর খসরু

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় ভাইরাল এক ফোনালাপের জেরে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলায় খালাস পেয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তার সঙ্গে খালাস পেয়েছেন মামলার আরও চার আসামি।

বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারত্ব আরও গভীর করতে আগ্রহী পাকিস্তান: প্রতিরক্ষামন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন খাতে অংশীদারত্ব আরও গভীর করতে পাকিস্তান আগ্রহী বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহাম্মদ আসিফ। বাংলাদেশের ৫৪তম জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান।

রোম থেকে দেশের পথে প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : কাতার সফর ও ভ্যাটিকান সিটিতে পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে দেশের পথে রওয়ানা হয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। স্থানীয় সময় রোববার (২৭ এপ্রিল) ইতালির রোম বিমানবন্দর থেকে একটি ফ্লাইটে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার নিশ্চিত করেছেন এ তথ্য। এর আগে, শনিবার (২৬ এপ্রিল) ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার স্কয়ারে পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেন প্রধান উপদেষ্টা। কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত আর্থানা সম্মেলনে যোগ দিতে গত ২১ এপ্রিল ঢাকা ছাড়েন তিনি। সেখানে চার দিনের সফর শেষে দেশে ফেরার কথা থাকলেও পোপ ফ্রান্সিসের আকস্মিক মৃত্যুতে কাতার থেকেই ভ্যাটিকান সিটির উদ্দেশে উড়াল দেন ড. ইউনূস। শনিবার (২৬ এপ্রিল) ভ্যাটিক্যান সিটির সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। দুই ঘণ্টাব্যাপী এ আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বের ১৩০টিরও বেশি দেশের নেতারা যোগ দিয়েছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে এবং প্রার্থনা শেষে জাতিসংঘ

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে যোগদান শেষে রোববার দেশের উদ্দেশ্যে রোম ত্যাগ করেন। -পিআইডি

পাকিস্তানে ব্যাপক গোলাগুলি সেনা সদস্যসহ নিহত ১৭

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর তিনটি আলাদা অভিযানে সশস্ত্র গোষ্ঠীর কমপক্ষে ১৫ সদস্য ও দেশটির সেনাবাহিনীর দুই সদস্য নিহত হয়েছেন। এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির সামরিক বাহিনীর গণমাধ্যম শাখা আইএসপিআর বলে গতকাল রবিবার এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে জিও নিউজ। ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনসের (আইএসপিআর) জারি করা এক বিবৃতি অনুসারে, 'সন্ত্রাসীদের' উপস্থিতির খবর পেয়ে কারাক জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী একটি গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সৈন্যরা কার্যকরভাবে সন্ত্রাসীদের অবস্থান লক্ষ্য করে আক্রমণ করে এবং আটজনকে হত্যা করে।' উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলায় পরিচালিত আরেকটি অভিযানে, নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে চার 'সন্ত্রাসী' নিহত হন। তবে, উভয় পক্ষের তীব্র গুলি বিনিময়ের সময়, দুই সৈন্য- ল্যান্স নায়েক উসমান মোহমান্দ এবং সিপাহী ইমরান খান বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হন বলেও জানানো হয়। এছাড়া দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের গোমাল জামের সাধারণ এলাকায় আরেকটি সংঘর্ষে নিরাপত্তা বাহিনী সফলভাবে আরও তিনজন 'সন্ত্রাসীকে' সফলভাবে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হন। আইএসপিআর আরও জানিয়েছে, এ সময় ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে অসংখ্য হামলা চালিয়েছিল তারা। এদিকে, এসব এলাকায় যাতে আর কোনো সন্ত্রাসী লুকিয়ে থাকতে না পারে সেজন্য এলাকায় স্যানিটাইজেশন অভিযানও পরিচালিত হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

জাপান সফরে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আগামী মে মাসে জাপান সফরে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি নিক্কেই ফোরামের সম্মেলনে যোগ দেবেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জাপানের টোকিওতে আগামী ২৯ থেকে ৩০ মে নিক্কেই ফোরামের সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নিক্কেই ফোরামের সম্মেলনে যোগ দিলেও প্রধান উপদেষ্টা জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। এ ছাড়া সম্মেলনের সাইড লাইনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এবারের নিক্কেই ফোরাম সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ছাড়াও লাওসের প্রেসিডেন্ট, পালাওয়ের প্রেসিডেন্ট, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী, সিঙ্গাপুরের উপ-প্রধানমন্ত্রী,

২-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় ইতিহাসে শেরে বাংলা ফজলুল হক ছিলেন এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী: তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদানের জন্য ইতিহাসের পাতায় এ. কে. ফজলুল হকের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল রোববার এক বাণীতে তিনি এ মন্তব্য করেন। তারেক রহমান বলেন, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে শেরে বাংলা ফজলুল হক ছিলেন এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী। স্বাধীনতার চেতনা ও গণতান্ত্রিকবোধ সৃষ্টিতে তার অসামান্য অবদানের কথা এদেশের মানুষের মন থেকে কোনদিনই বিস্মৃত হবে না। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা আগামী প্রজন্মের রাজনীতিবিদদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। দেশ এবং জাতির কল্যাণে অবদানের জন্য ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা

থাকবে। জাতীয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকীতে তার অক্ষয়-অমলিন স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, শেরে বাংলা ছিলেন উপমহাদেশের এক অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। তিনি দেশের গণমানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, কৃষিসহ দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে প্রভূত অবদান রাখেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ঋণ সালিশী বোর্ড গঠনের মাধ্যমে বাংলার শোষিত ও নির্যাতিত কৃষককুলকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গীয় চাকরি নিয়োগবিধি, প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনি আইন, দোকান কর্মচারী আইন প্রণয়ন করেন, যা এ অঞ্চলের অবহেলিত কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্যোন্নয়নে যুগান্তকারী অবদান রেখেছে। আমি মহান নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। অপর এক

২-এর পাতায় দেখুন

দায়িত্ব ছাড়ার আগে পছন্দের ব্যক্তিদের বদলি-পদায়নে কুয়েট উপাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গত ২৫ এপ্রিল রাতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ মাছুদকে অব্যাহত দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত শনিবার বিকেল পর্যন্ত তিনি বাসভবনেই অবস্থান করছিলেন। এদিকে এর আগ পর্যন্ত উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালনে অনড় অবস্থানে ছিলেন অধ্যাপক মাছুদ। কিন্তু সরকারের কঠোর অবস্থান বুঝতে পেরে নিজের পছন্দের ১১ কর্মচারী ও ৪ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন দপ্তরে বদলি ও পদায়ন করেন। এছাড়া ফজলুল হক হলের প্রভোস্টকে বাদ দিয়ে নতুন প্রভোস্ট নিয়োগ, কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সেলের প্রধানকে বাদ দিয়ে নতুন প্রধান নিয়োগ এবং মেকানিক্যাল বিভাগের প্রধানকে

২-এর পাতায় দেখুন

ভারতকে হুমকি পাক মন্ত্রীর

আমাদের ১৩০টি পারমাণবিক অস্ত্র তাক করে রাখা আছে ভারতের দিকেই

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের পারদ ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। এই উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তানের মন্ত্রী হানিফ আব্বাসি প্রকাশ্যে ভারতকে পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি দিয়েছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন যে, পাকিস্তানের অস্ত্রাগার-ঘোরি, শাহীন এবং গজনভিতে মিসাইলসহ ১৩০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড- শুধুমাত্র ভারতের জন্য তৈরি রাখা হয়েছে। আব্বাসি বলেন, 'যদি ভারত সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করে পাকিস্তানের পানি সরবরাহ বন্ধ করার সাহস দেখায়, তাহলে তাদের পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত'। মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র শক্তি প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং সেগুলো দেশের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু উস্কানি দিলে সেই অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তান হামলা

২-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানের এক সিদ্ধান্তে ক্ষতির মুখে ভারত!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলাকে ঘিরে তলানিতে নেমেছে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক। পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আর হুমকি-ধামকিতে ক্রমেই

ভারতীয়দের রক্ত ফুঁটছে কড়া হুঁশিয়ারি মোদির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের 'রক্ত ফুটছে' বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) সংঘটিত এই হামলায় জড়িত প্রত্যেককে কঠিনতম শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে উল্লেখ করে কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। রোববার (২৭ এপ্রিল) এক

২-এর পাতায় দেখুন

দেশে লোডশেডিং হচ্ছে ও হবে
— বিদ্যুৎ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : লোডশেডিং করার বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই উল্লেখ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, লোডশেডিং হচ্ছে এবং হবে। তিনি বলেছেন, চলতি গ্রীষ্ম মৌসুমে লোডশেডিং সহনীয় পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করা হবে। শহর এবং গ্রামে সমানভাবে লোডশেডিং করা হবে। সোমবার (২৭ এপ্রিল) সচিবালয়ে খুলনা অঞ্চলের বিদ্যুৎ বিপর্যয় নিয়ে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা জানান। লোডশেডিং নিয়ে অনেকে ভুল তথ্য দেয় জানিয়ে জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন, আমি অস্বীকার করছি না লোডশেডিং করা হচ্ছে। লোডশেডিং হচ্ছে এবং হবে। এনএলডিসি (ন্যাশনাল লোড ডেসপাস সেন্টার) ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলো থেকে লোডশেডিংয়ের প্রকৃত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তারা কতটুকু বিদ্যুৎ

২-এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত উপদেষ্টামন্ডলীর সভায় বক্তৃতা করেন। এসময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান উপস্থিত ছিলেন ।- পিআইডি

মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন মালয়েশিয়ায় যেতে না পারার দায় রিক্রুটিং এজেন্সির

স্টাফ রিপোর্টার : দেশ থেকে ১৭ হাজার ৭৭৭ শ্রমিকের মালোয়েশিয়ায় যেতে না পারার দায় রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ওপর বর্তায় মর্মে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়। রোববার (২৭ এপ্রিল) বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের হাইকোর্ট বেঞ্চে এ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন রিটকারী আইনজীবী তানভীর আহমেদ করেছেন। তবে প্রতিবেদনে শাস্তির সুপারিশ করলেও এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, তা উল্লেখ করা হয়নি। পরে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা শ্রমিকদের টাকা ফেরত দেওয়া এবং তাদের যাওয়ার বিষয়ে অগ্রগতি ২৭ আগস্টের মধ্যে জানাতে বলেছেন

ভারত-পাকিস্তানে কোনো সংঘাত চাই না: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা চাই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারা চলমান সমস্যার সমাধান করুক। রোববার (২৭ এপ্রিল) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এ কথা বলেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আমাদের অবস্থান খুব স্পষ্ট। আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি চাই। আমরা জানি যে,

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিন সংঘাতময় সম্পর্ক চলছে। আমরা চাই না এখানে কোনো সংঘাত সৃষ্টি হোক, যা এই অঞ্চলের মানুষের জন্য বিপদের কারণ হয়। তৌহিদ হোসেন বলেন, ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা চাই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারা এই সমস্যার সমাধান করুক। আমরা দেখেছি, দু-একটা দেশ থেকে ইতোমধ্যেই মধ্যস্থতারও প্রস্তাব এসেছে। এখন আলাপ-আলোচনা হোক, মধ্যস্থতা হোক, যেভাবেই হোক এই সঙ্কটের সমাধান হোক। বাংলাদেশ এই সঙ্কটের সমাধান করতে আগ্রহী কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা মধ্যস্থতার প্রস্তাব পেলে ভেবে দেখবো, তবে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে আগ্রহী নয়। সম্প্রতি কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় ২৬ পর্যটক নিহত হন। এ ঘটনার জন্য পাকিস্তানের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছে ভারত। তবে তা প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তান। এর জেরে উভয় দেশই বাণিজ্য স্থগিত, চুক্তি বাতিলসহ পরস্পরের বিরুদ্ধে পাল্টাপাল্টি নানা পদক্ষেপ নিয়েছে।

জুলাই গণহত্যা

হাসিনাসহ ৪০৮ জনের বিরুদ্ধে আরেক মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় জড়িত থাকা এবং এতে প্ররোচনার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ ৪০৮ জনকে আসামি করে একটি মামলা করা হয়েছে। মামলার আসামিদের মধ্যে চিহ্নিত পুলিশ কর্মকর্তা ও মিডিয়ার কতিপয় কর্মকর্তারও নাম রয়েছে। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের আগ মুহূর্তে মিরপুরে মাহফুজুল আলম শ্রাবণ নামে ২১ বছর বয়সী এক তরুণকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় তার ভাই

২-এর পাতায় দেখুন

চালু হচ্ছে পরিত্যক্ত ৭ বিমানবন্দর সবার আগে বগুড়া

স্টাফ রিপোর্টার : পর্যটন খাতের সম্ভাবনা ও যাত্রী বাড়ানোর পাশাপাশি সড়ক ও রেলপথে চাপ কমানো এবং অর্থনীতি চাঙা করতে কয়েকটি পরিত্যক্ত বিমানবন্দর আবার চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। এর মধ্যে বগুড়া বিমানবন্দরের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি লালমনিরহাট ও শমসেরনগর বিমানবন্দর চালুর বিষয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করেছে কারিগরি বিশেষজ্ঞ দল। এ বিষয়ে বেবিচকের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া বলেন, পরিত্যক্ত বিমানবন্দরগুলো পর্যায়ক্রমে সচল করা হবে। তবে অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি যেটার আগে শেষ হবে, সেটা আগে সচল হবে। সেই হিসেবে সবার আগে চালু হবে বগুড়া বিমানবন্দর।

লালমনিরহাট বিমানবন্দর চালুর জন্য বিমানবাহিনীর সঙ্গে বেবিচক একটি চুক্তি সই করবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এরপর অপারেশনে যাওয়া যাবে। তবে বাণিজ্যিকভাবে চালু করতে কিছু রিনোভেশন (সংস্কার) করতে হবে। রানওয়ে ১০ হাজার ফিট করতে হবে। আমরা শমসেরনগর বিমানবন্দরসহ কয়েকটি বিমানবন্দর চালু করতে কাজ করছি।' বর্তমানে দেশে সাতটি বিমানবন্দর পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এগুলো হলো- বগুড়া, লালমনিরহাট, শমসেরনগর, ঈশ্বরদী, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা ও তেজগাঁও বিমানবন্দর। সবার আগে চলতি বছর জুলাই মাসেই বগুড়া বিমানবন্দর চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া লালমনিরহাট বিমানবন্দর ও মৌলভীবাজারের শমসেরনগর বিমানবন্দর চালু করার জন্য বেবিচকের চার সদস্যের একটি টিম সরেজমিন

২-এর পাতায় দেখুন

ইরানে রাসায়নিক বিস্ফোরণে নিহত বেড়ে ২৫ আহত ৮ শতাধিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় নগরী বন্দর আব্বাসে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণে সৃষ্ট আগুন এখন পর্যন্ত নেভাতে সক্ষম হননি দমকলকর্মীরা। এদিকে এ ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সবশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ জনে। আর আহত হয়েছেন ৮০০ জনেরও বেশি মানুষ। রোববার (২৭ এপ্রিল) দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, শনিবার (২৬ এপ্রিল) ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ১ হাজার কিলোমিটার দক্ষিণে বন্দর

২-এর পাতায় দেখুন

৮৮৩২ রাজনৈতিক মামলার তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করা রাজনৈতিক মামলার তালিকা কয়েকদিনের মধ্যেই স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন মন্ত্রণালয়ের পাবলিক রিলেশন্স অফিসার ড. মো. রেজাউল করিম। রবিবার (২৭ এপ্রিল) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এই তথ্য জানান। ড. মো. রেজাউল করিম জানান, ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সময়ের মধ্যে সারা দেশে দায়ের করা রাজনৈতিকভাবে হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের জন্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ করা মামলার তালিকা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়। এদিন সচিবালয়ে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির ১২তম সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরও ৫১৭টি মামলা প্রত্যাহার করার সুপারিশ করা হয়। এ নিয়ে গত চার মাসে মোট ৮ হাজার ৮৩২টি রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে এই কমিটি। সভায় জানানো হয়, এসব মামলার প্রতিটিতে গড়ে কমপক্ষে ৫০ জনকে আসামি করা হয়েছিল। সেই হিসেবে বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় পাঁচ লাখ নেতা-কর্মী এসব মামলার আসামি ছিলেন। বর্তমানে আইন

২-এর পাতায় দেখুন

১৬ জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ, আট বিভাগে কমবেশি বৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ১৬ জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বইছে। গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে রাজশাহীতে ৩৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেশজুড়ে গরমের মধ্যেই ছয় বিভাগে কিছু কিছু জায়গায় এবং দুই বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের ১০ জায়গায় বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে আজ সকাল ৬টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে নীলফামারীর ডিমলায় ৮৬ মিলিমিটার।রবিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী পাঁচ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এসব

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ ২৮ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১৫ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে রেললাইনে মৃত্যুর ঘটনা

স্টাফ রিপোর্টার : আশঙ্কাজনক হারে দেশের রেললাইনে মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে। রেললাইন থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৮৫টি লাশ মিলছে। ২০২৪ সালে সারা দেশে রেললাইন থেকে এক হাজার ১৭টি লাশ রেলওয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে। তার মধ্যে ৭৯৪ জন পুরুষ এবং ২২৩ জন নারী। আর সব লাশ উদ্ধারের ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে ৯৯৮টি। তবে তা থেকে তদন্ত শেষে ৬টি মামলা খুনের মামলায় রূপান্তরিত হয়। রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, রেললাইনে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে রেললাইনে বসে থাকা ও চলতে থাকা অবস্থায় চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়ে। এর সংখ্যা ৫০৪ জন। আর অসতর্কভাবে লেভেলক্রসিং পার হওয়ার সময় ২৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে। রেলপথের অনেক লেভেলক্রসিংই অরক্ষিত থাকাও রেললাইনে মৃত্যুর অন্যতম কারণ। তাছাড়া গত বছর ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে ২৩ জন, ইয়ারফোন লাগিয়ে রেললাইনে চলাচল করতে থাকা অবস্থায় ও অন্যান্য কারণে ট্রেনের শব্দ শুনতে না পাওয়ায় ৭৬ জন এবং স্বাভাবিক, অসুস্থতাজনিত, বার্ধক্যজনিত, আত্মহত্যা ও মানসিক প্রতিবন্ধিতার কারণে ১৪২ জনের মৃত্যু হয়। আর চলতি বছরের প্রথম দুই মাসেও (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) রেললাইন থেকে ১৬৮টি লাশ উদ্ধার করা হয়। সূত্র জানায়, রেললাইনে মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে- ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ, সেলফি তুলতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কা লাগা বা কাটা পড়া, চলন্ত ট্রেনে ওঠানামা করতে গিয়ে ভারসাম্য হারানো, কানে হেডফোন বা ইয়ারফোন লাগিয়ে রেললাইন দিয়ে হাঁটা, ট্রেনের দরজার হাতলে ঝুলে যাতায়াত, রেললাইনে বসে থাকা, অসতর্কভাবে রেললাইন পার হওয়া এবং দুই বগির সংযোগস্থল বাফারে বসা। তাছাড়া প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে অনেক সময় সুযোগ বুঝে অপরাধীরাও রেললাইনে লাশ ফেলে যায়। অনেক ক্ষেত্রে ওসব লাশ দেখে দুর্ঘটনা না হত্যা বোঝা যায় না। ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু বলে ধরে নিলে দুর্ঘটনার তদন্ত হবে, হত্যাকাণ্ডের নয়। তাতে অপরাধী পার পেয়ে যাবে। তবে হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ হলে তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে রেললাইন থেকে পাঁচ হাজার ৩৬২ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। তার মধ্যে ৮১ জন হত্যাকাণ্ডের শিকার বলে তদন্তে বেরিয়ে এসেছে। পরে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হয়। সূত্র আরো জানায়, সারা দেশে রেলপথের অরক্ষিত ও অননুমোদিত অনেক লেভেলক্রসিং রয়েছে। তার মধ্যে কোনোটিতে নেই গেটম্যান ও সিগন্যাল বার। প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে পার হচ্ছে মানুষ। যদিও রেললাইন দিয়ে কেউ রাস্তা বানালে সেটা যে প্রতিষ্ঠানই হোক, তাদের দায়িত্ব রেল বিভাগ থেকে অনুমতি নেয়া। সেভাবে রেল বিভাগ লোকবলসহ অন্যান্য বিষয় দেখে অনুমোদন করাবে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রেলওয়ের লেভেলক্রসিং অরক্ষিত। এখানে নিরাপত্তার কথা ভাবা হয়নি। এসব বিষয়ে রেলওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক তোফায়েল আহমেদ মিয়া জানান, রেললাইন থেকে লাশ উদ্ধারের পর প্রথমে আলামত বিশ্লেষণ করে কী কারণে মৃত্যু হয়েছে, সেটা জানার চেষ্টা করা হয়। একই সঙ্গে পর্যায়ক্রমে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। রেলওয়ে পুলিশসমপ্রতি মাদকদ্রব্য উদ্ধারেও সাফল্য অর্জন করছে।

নারায়ণগঞ্জ সাত খুনের আসামিদের রায় কার্যকরের দাবিতে আইনজীবীদের মানববন্ধন

নারায়ণগঞ্জের প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের চাঞ্চল্যকর সাত খুনের আসামিদের ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকরের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন আইনজীবী ও নিহতদের স্বজনরা। গতকাল রোববার সকালে নারায়ণগঞ্জ আদালতপাড়ায় এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এসময় সংহতি জানিয়ে নিহতের স্বজন ও ছাত্রজনতা মানববন্ধনে অংশ নেন। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেন, আওয়ামী লীগের তৎকালীন এমপি নারায়ণগঞ্জের গডফাডার শামীম ওসমান ও দোসর নূর হোসেন এই সাত খুন করিয়েছেন। তারা বাংলাদেশের একটি প্রশিক্ষিত বাহিনীকে টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে প্রকাশ্যে দিবালোকে চন্দন কুমার ও নজরুল ইসলামসহ সাতজনকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। সেটা নারায়ণগঞ্জবাসী অবলোকন করেছে। তিনি আরও বলেন, তাদের গুম করার পর উদ্ধারের দাবিতে আমরা আন্দোলন করেছিলাম তখন আমাদের দোষারোপ করেছিলো ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার। তাদের মরদেহ যখন উদ্ধার করা হয়েছিল তখন বীভৎস চিত্র দেখে নারায়ণগঞ্জসহ সারা বিশ্বের মানুষ কেঁদেছিলো। কিন্তু সরকার শামীম ওসমানের নেতৃত্বে এটাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছিলো। সাখাওয়াত হোসেন খান বলেন, আসামিরা প্রভাবশালী হওয়ায় রায় কার্যকর করতে বিলম্ব করছিলো ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার। সেই হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। আমরা এই রায় দ্রুত কার্যকর দেখতে চাই। এসময় অ্যাডভোকেট আবু আল ইউসুফ খান টিপু, আইনজীবী

৭-এর পাতায় দেখুন

‘মার্জিন রুলস’ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপারিশ হস্তান্তর

স্টাফ রিপোর্টার : ‘মার্জিন রুলস’ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপারিশ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। রোববার (২৭ এপ্রিল) বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের কাছে মার্জিন রুলস, ১৯৯৯ এর যুগোপযোগীকরণ বিষয়ে চূড়ান্ত সুপারিশ জমা দেয় পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স। এ সময় বিএসইসি কমিশনার মো. আলী আকবর ও ফারজানা লালারুখ উপস্থিত ছিলেন। টাস্কফোর্সের সদস্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিএসই বিভাগের অধ্যাপক মো. মোস্তফা আকবর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আল-আমিন উপস্থিত ছিলেন। বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ বলেন, বিএসইসি ও পুঁজিবাজার সংজ্ঞায় টাস্কফোর্স দেশের পুঁজিবাজারের সংস্কারের বিষয়ে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে সঙ্গে নিয়ে সবার পরামর্শ ও মতামতের আলোকে সংস্কারের জন্য কাজ করছে। পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের চূড়ান্ত সুপারিশের দ্রুত বাস্তবায়নে বিএসইসি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেবে। মার্জিন রুলস, ১৯৯৯ এর যুগোপযোগীকরণ সংক্রান্ত পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের চূড়ান্ত সুপারিশের কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পুঁজিবাজারের মার্জিন ঋণ সংক্রান্ত জটিলতার স্থায়ী সমাধান হবে। গত বছরের ৭ অক্টোবর বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং পুঁজিবাজারে আন্তর্জাতিক মানের সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স গঠন করে বিএসইসি।

পরবর্তীতে টাস্কফোর্সের পরামর্শে এবং তাদের কাজের সহযোগিতার জন্য পুঁজিবাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ‘পুঁজিবাজার সংস্কার ফোকাস গ্রুপ’ গঠন করা হয়। গত ১০ ফেব্রুয়ারি পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স কমিশনের কাছে মার্জিন রুলস, ১৯৯৯ এর যুগোপযোগীকরণের বিষয়ে খসড়া সুপারিশ জমা দিয়েছিল। পরে ওই খসড়া সুপারিশের ওপর সংশ্লিষ্ট সবার মতামত আহ্বান করা হয়। সেইসব মতামত বিবেচনায় নিয়েই পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপারিশ প্রস্তুত করেছে। সোমবার (২৮ এপ্রিল) বিএসইসির মাল্টিপারপাস হলে চূড়ান্ত সুপারিশের বিষয়ে একটি প্রেস কনফারেন্স আয়োজিত হবে। প্রেস কনফারেন্সে পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সদস্যরা উল্লেখিত চূড়ান্ত সুপারিশের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

এস আলমের আরও ৫৬৩ একর জমি জব্দের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে থাকা ৫৬৩ দশমিক ৫৭ একর জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদন সূত্রে জানা যায়, এসব জমির দলিল মূল্য এক হাজার এক কোটি ৭৬ লাখ ৮০ হাজার টাকা। রোববার (২৭ এপ্রিল) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। আবেদনে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ নিয়ে তা আত্মসাতপূর্বক নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে-বিদেশে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা তাদের স্বার্থ

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একদিনে নিহত আরও ৪০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা অব্যাহত রয়েছে। সেখানে একদিনে নতুন করে আরও কমপক্ষে ৪০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। গাজার বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে দখলদার বাহিনী। গাজার সিভিল ডিফেন্স সংস্থাটি মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বার্তা সংস্থা সিনহুয়াকে বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী গাজার বিভিন্ন এলাকায় বেশকিছু বেসামরিক আবাসিক বাড়ি, জনসমাগমের স্থান ও তাবু লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। বাসাল বলেন, ইসরায়েলের এসব হামলায় গাজা শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণে দুটি বাড়িতে ১৩ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় উত্তর গাজার বেইত হানুনে তিনজন নিহত হয়েছেন। মধ্য গাজার আল-জাওয়াইদা শহরের একটি বাড়িতে হামলায় দুজন নিহত হয়েছেন। গাজার দেইল আল বালাহ শহরের একটি ক্যাফেতে হামলায় ৪ জন, মাঘাজি শরণার্থী শিবিরের উত্তরে ফিলিস্তিনি জনসমাগমস্থলে ইসরায়েলি হামলায় আরও ৫ জন নিহত হয়েছেন। মধ্য গাজার আল জাওয়াইদা, খান ইউনিসের আল মাওয়াশিতে ইসরায়েলি গোলাবর্ষণে আরও ৭ জন নিহত হয়েছেন বলে জানান সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র বাসাল। ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে চলতি বছরের ১৮ মার্চ থেকে গাজা উপত্যকায় ভয়াবহ হামলা শুরু করে। এতে অন্তত ২ হাজার ১১১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হন। আহত হন আরও ৫ হাজার ৪৮৩ জন। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের শনিবারের দেওয়া তথ্যমতে, ২০২৩ সালের ৭

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকার বায়ুদূষণ রোধে হাইকোর্টের রুল

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার বায়ুদূষণ রোধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না- তা জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে পরিবেশ সচিব, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত এক রিটের শুনানি শেষে বিচারপতি কাজী জিনাত হক ও বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকার সমন্বয়ে গঠিত একটি হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল রবিবার এই আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে রিটকারী আইনজীবী মো. মনির উদ্দিন শুনানি করেন। ঢাকার বায়ুদূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর চিঠি দেন রিটকারী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মনির উদ্দিন। ওই চিঠিতে বলা হয়, গত নয় বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বাতাসের মান খারাপ ছিল গত ১৪ ডিসেম্বর, ওই সময়ে বায়ুর গড় মান ছিল ২৮৮। অর্থাৎ বায়ুমান সূচক ০-৫০

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে নির্বাচনে প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা চায় জামায়াত: তাহের

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা চায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এ জন্য বড় অর্থের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা চেয়েছে জামায়াত। রোববার (২৭ এপ্রিল) রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান দলটির নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের। আগামী নির্বাচন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আপনাদের অবস্থান জানতে চেয়েছে কি না, জানতে চাইলে কী জানিয়েছেন- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে প্রধান উপদেষ্টা যে টাইমলাইন দিয়েছেন তার ওপরই আস্থা রাখবে জামায়াত। সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, আগামী নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে দেশে নির্বাচন পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক দল পাঠানোর কথা জানিয়েছি। তাহের বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের আলোচনা

৭-এর পাতায় দেখুন

বাহাত্তরের সংবিধানের আলোকে দেশ পরিচালিত হয়নি: সাকি

স্টাফ রিপোর্টার : গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী জাতীয় ঐক্যের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, সেই পথেই দেশ পরিচালিত হয়নি। বরং রাষ্ট্র ধীরে ধীরে একটি লুটেরা ও কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার মধ্যে বন্দি হয়ে পড়েছে। রোববার জাতীয় সংসদের এলডি হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে সংলাপে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি। সাকির নেতৃত্বে দলটির ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল সংলাপে যোগ দেয়। তিনি বলেন, “জনগণই একটি রিপাবলিকের কেন্দ্রবিন্দু, তাদের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা থাকা উচিত। কিন্তু রাষ্ট্র যখন সেই জনগণকে বাদ দিয়ে চলে, তখন ক্ষমতা চলে যায় এক শ্রেণির শাসকের হাতে, যারা অধিপতির মতো আচরণ করতে শুরু করে। সেখান থেকেই জন্ম নেয় কর্তৃত্ববাদ, ফ্যাসিবাদ এবং স্বৈরশাসন।” জোনায়েদ সাকি আরও অভিযোগ করেন, “১৯৭২ সাল থেকে রাষ্ট্র গঠনের নিয়ন্ত্রণ চলে

৭-এর পাতায় দেখুন

দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই সনদ তৈরি হবে
— আলী রীয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই সনদ তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি ড. আলী রীয়াজ। রোববার (২৭ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সংসদ ভবনের এলডি হলে গণসংহতি আন্দোলনের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ কথা জানান। বৈঠকের শুরুতে আলী রীয়াজ বলেন, পুঞ্জিভূত সংকট উত্তরণে সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন দিয়েছে। যে ঐক্যের মাধ্যমে ফ্যাদিবাদের পতন ঘটেছে, সেই ঐক্য বজায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, পরবর্তী প্রজন্ম এবং নতুন বাংলাদেশের জন্য এই প্রচেষ্টা। এতে রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এই আশাবাদ। তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছেন, লড়াই করেছেন, যারা আহত-নিহত

৭-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্বে কমিশনের সাথে ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি’র আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। -পিআইডি

আইন উপদেষ্টার বাসায় পড়ে থাকা ড্রোনে ধ্বংসাত্মক ডিভাইস পাওয়া যায়নি

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের বাসভবনে পড়ে থাকা ড্রোনটিতে ধ্বংসাত্মক কোনো ডিভাইস পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্টরা তদন্ত করে দেখেছেন চীনের তৈরি ড্রোনটিকে কোনো ধরনের হামলা করার জন্যও ব্যবহার করা হয়নি। রোববার (২৭ এপ্রিল) দুপুরে তদন্ত সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা যায়। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, শনিবার (২৬ এপ্রিল) সকাল পোনে ৯ টায় রাজধানীর রমনায় অবস্থিত আইন উপদেষ্টার বাসভবনের মূল বিল্ডিংয়ের পশ্চিম দিকে ১৫০ গজ সামনে ঘাসের ওপর একটি ড্রোন বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। সকালে প্রথমে বাগানের মালি সালমা হক বাগান ঝাড়ু দেওয়ার সময় ড্রোনটি দেখতে পেয়ে আইন উপদেষ্টার পার্সোনাল

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএনজি আমদানি বাজার আরও অস্থির করবে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম, এবং ফিলিপাইনস বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের এলএনজি আমদানি করতে চাইছে, যা উচ্চ খরচ এবং নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি তৈরি করছে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, এই কৌশল সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অস্থিতিশীল জ্বালানি বাজার আরও অস্থির করে তুলবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকাশ বাধাগ্রস্ত করবে। রোববার (২৭ এপ্রিল) এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন, সৌর প্যানেল আমদানির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্কের কারণে (কিছু শুল্ক ৩,৫২১ শতাংশে পৌঁছেছে) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত নতুন চাপের মুখে পড়েছে। একই সময়ে, বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম, এবং ফিলিপাইনস যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহকারীদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি চুক্তি স্বাক্ষর করছে। জানুয়ারিতে বাংলাদেশ লুজিয়ানাভিত্তিক আর্জেন্ট এলএনজি’র সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। এপ্রিলে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে লেখা এক চিঠিতে এলএনজি আমদানির মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, বাংলাদেশ এরইমধ্যে এলএনজি আমদানির ব্যয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। নতুন করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএনজি আমদানি দেশটিকে নতুন সংকটে ফেলবে। এছাড়া একই ধরনের চুক্তি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকেও বাংলাদেশের মতো চ্যালেঞ্জে ফেলবে। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড

৭-এর পাতায় দেখুন

ঝটিকা মিছিলবিরোধী অভিযান
রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৭ সদস্য গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের ৭ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। গ্রেফতাররা হলেন- কাফরুল থানার কৃষিবিষয়ক কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি শেখ হাবিবুর রহমান, তুরাগ থানার জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ফরহাদ হাসান, ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক গোলাম মাওলা, যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দ ইমরানুর রশীদ, যশোর জেলার ঝিকরগাছা পৌর যুবলীগের সাবেক সভাপতি ও পৌর কাউন্সিলর এবং প্যানেল মেয়র মো. আমিরুল ইসলাম (রাজা), যশোর জেলার ঝিকরগাছা পৌর যুবলীগের সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী রফিকুল ইসলামের সহযোগী জাফিরুল হক ও নারায়ণগঞ্জ জেলা যুবলীগের সদস্য এবং সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের আস্থাভাজন মো. আজিম (বাচা)। ডিবির বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শনিবার দুপুর আনুমানিক ২টা ৪৫ মিনিটের দিকে রাজধানীর পোস্তগোলা এলাকা থেকে শেখ হাবিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে ডিবির একটি দল। অন্যদিকে ডিবি-উত্তরা বিভাগের একটি আভিযানিক দল রাজধানীর তুরাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাত সাড়ে ৮টার দিকে মো. ফরহাদ হাসানকে গ্রেফতার করে। তিনি বলেন, ডিবি-মিরপুর বিভাগের একটি দল রাজধানীর পান্থপথ এলাকা থেকে রাত সাড়ে ৯টার দিকে গোলাম মাওলা, সৈয়দ ইমরানুর রশীদ, মো. আমিরুল ইসলাম (রাজা) ও জাফিরুল হককে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে, ডিবি-লালবাগ বিভাগের একটি দল রাত পৌনে ১১টার দিকে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী

৭-এর পাতায় দেখুন

আ.লীগের আরেক সাবেক এমপি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের টিকিটে এমপি হওয়া মো. জাফর আলম গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। রোববার (২৭ এপ্রিল) বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সদস্যরা। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেন। গ্রেপ্তার হওয়া মো. জাফর আলম চকরিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে ২০১৮ সালে নৌকা প্রতীকে প্রথম বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর থেকেই তিনি নানা বিতর্কের জন্ম দেন। এসব কারণে ২০২৪ সালের নির্বাচনে তিনি দলের মনোনয়ন দৌড়ে পিছিয়ে পড়েন। পরে অবশ্য

৭-এর পাতায় দেখুন

হজযাত্রীদের সেবায় বিশেষ অ্যাপ উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র হজ পালন নির্বিঘ্ন ও সহজতর করতে চলতি বছর হজযাত্রীদের সেবায় আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ চালু করতে যাচ্ছে সরকার। অ্যাপটির নাম রাখা হয়েছে ‘লাব্বাইক’। আজ সোমবার (২৮ এপ্রিল) বিকেল ৪টায় নিজ বাসভবন যমুনায় নতুন এ সেবাটির উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এদিন হজ প্রি-পেইড কার্ড ও মোবাইল ফোনে রোমিং সুবিধাও চালু করা হবে হজযাত্রীদের জন্য। রোববার (২৭ এপ্রিল) ধর্ম মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে এ তথ্য। মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মামুন আল ফারুক গণমাধ্যমকে জানান, পবিত্র হজ পালনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন হজযাত্রীরা। এ সমস্যা নিরসন ও বাংলাদেশিদের জন্য হজের অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ করার জন্য ‘লাব্বাইক’ অ্যাপের পাশাপাশি প্রিপেইড কার্ড চালু এবং রোমিং সুবিধা চালুর পদক্ষেপ নিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সূত্রমতে, কোনো হজযাত্রী হারিয়ে গেলে বা গুরুতর অসুস্থ হলে কিংবা বিপদে পড়লে জরুরি মুহূর্তে এই ‘লাব্বাইক’ অ্যাপ থেকে এসওএস (সেভ আওয়ার সোলস) বাটনে ক্লিক করলে তাকে উদ্ধারে বা সহায়তা করতে পৌঁছে যাবে সাপোর্ট টিম। অ্যাপটি ব্যবহার করে লোকেশন ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে

৭-এর পাতায় দেখুন

ডা. জাহাঙ্গীর কবির ও তাসনিম জারাকে পাঠানো নোটিশ প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়ানোর অভিযোগে ডা. জাহাঙ্গীর কবির ও তাসনিম জারাকে পাঠানো নোটিশ প্রত্যাহার করা হয়। গতকাল রোববার নোটিশ দাতাদের আইনজীবী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লব বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গত ২৪ এপ্রিল ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, লাইকিসহ সব অনলাইন মাধ্যমে অশ্লীল ও পর্নোগ্রাফিক ভিডিও, বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা অবিলম্বে বন্ধ করতে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়। নোটিশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়ানোর অভিযোগে ডা. তাসনিম জারা ও জাহাঙ্গীর কবিরসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। ডা. তাসনিম জারার বিরুদ্ধে নোটিশে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন সংশ্লিষ্ট

৭-এর পাতায় দেখুন

নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন বাতিলের দাবি খেলাফত মজলিসের

স্টাফ রিপোর্টার : খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রদত্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে অবিলম্বে কমিশন বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে। বৈঠকে খেলাফত মজলিস নেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তার ১০টির মতো প্রস্তাবনা সরাসরি কুরআনের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।’ গতকাল রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। খেলাফত মজলিসে নেতারা বলেন, ‘সেখানে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাতিলের প্রস্তাব করা হয়। মুসলিম পারিবারিক আইন সংস্কার করে সকল ধর্মের জন্য অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণে নারী-পুরুষের কথিত সমান অধিকার থাকবে। স্ত্রী-স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করতে পারবে। যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব প্রস্তাবনা অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যকর করারও প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে।’ তারা বলেন, ‘আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। দেশের স্বার্থে, ইসলামের স্বার্থে এবং নারীদের স্বার্থে এই কমিশন বাতিল করতে হবে। কারণ দেশের মানুষের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই কমিশন দাঁড়িয়েছে। তারা পরিবার ও সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরির অপচেষ্টা করছে। পাশ্চাত্য জীবন দর্শনে প্রভাবিত কমিশনের এসব সদস্যরা বাংলাদেশের নারীদের সর্বসাধারণের আদৌ প্রতিনিধিত্ব করেন না। এরা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়। তাদের প্রস্তাবনাসমূহ মেনে নিলে তা হবে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের অস্তিত্বের ওপর একটি সুপরিকল্পিত আঘাত। আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানাই।’ তারা আরো বলেন, ‘সম্প্রতি ভারতে ওয়াক্‌ফ আইন সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিমদের সম্পত্তি উচ্ছেদ ও বাজেয়াপ্ত করছে বিজেপি সরকার। কাশ্মিরের সন্ত্রাসী হামলার জের

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

৮৮৩২ রাজনৈতিক মামলার তালিকা

মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর অনুবিভাগে (সলিসিটর অনুবিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গন, ঢাকা) বা solicitor.lawjusticediv.gov.bd ই-মেইলে সরাসরি আবেদন করেও মামলা প্রত্যাহার করা যাচ্ছে। মামলার এজাহার ও অভিযোগপত্রের 'সার্টিফাইড কপি' সংগ্রহে সমস্যা হলে মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্তের সঙ্গে এজাহার ও অভিযোগপত্রের 'সার্টিফাইড ফটোকপি'ও দাখিল করা যাবে বলে কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়।

ইরানে রাসায়নিক বিস্ফোরণে নিহত

আব্বাসের কাছে শহীদ রাজাই বন্দরে শক্তিশালী এই বিস্ফোরণটি ঘটে। ইরানের সংকট ব্যবস্থাপনা সংস্থার মুখপাত্র হোসেইন জাফারি বিস্ফোরণের জন্য শহীদ রাজয়ি বন্দরে কনটেইনারে রাসায়নিকের দুর্বল সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। জাফারি জানান, এর আগেও সংকট ব্যবস্থাপনার মহাপরিচালক এই বন্দর সফরকালে সতর্কতা জারি করেছিলেন এবং বিপদের আশঙ্কার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অবশ্য, ইরান সরকারের একজন মুখপাত্র জানান, রাসায়নিক পদার্থ থেকে বিস্ফোরণ হয়ে থাকতে পারে, তবে এখনও নির্দিষ্ট কারণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। বার্তাসংস্থা ইরনার তথ্য অনুযায়ী, ইরানের সবচেয়ে বড় এবং উন্নত কনটেইনার বন্দর হিসেবে স্বীকৃত শহীদ রাজয়ি বন্দরটি। দক্ষিণাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ নগরী বন্দর আব্বাস শহরের ২৩ কিলোমিটার পশ্চিমে ও হরমুজ প্রণালির উত্তরে অবস্থিত এই কনটেইনার বন্দর। বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ তেল পরিবহণ করা হয় এ প্রণালি দিয়ে। এদিকে, ভয়াবহ এ বিস্ফোরণের ঘটনায় তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান। একইসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছেন তিনি। এছাড়া, এ ঘটনায় আজ রোববার (২৭ এপ্রিল) সব বিদ্যালয় ও অফিস বন্ধ আছে বন্দর আব্বাসে। বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা পরও ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভিতে সম্প্রচারিত ফুটেজে বন্দরের ওপর বিশাল কালো ও কমলা ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে। এছাড়া একটি অফিস ভবন দেখা গেছে যার দরজা উড়ে গেছে এবং কাগজপত্র ও ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বিস্ফোরণে কয়েক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে অবস্থিত ভবনের জানালাগুলো ভেঙে পড়ে এবং প্রায় ২৬ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত কিশ দ্বীপেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।
উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে একের পর এক প্রাণঘাতী ঘটনা ঘটেছে ইরানের জ্বালানি এবং শিল্প অবকাঠামোতে। এগুলোর বেশিরভাগই শনিবারের বিস্ফোরণের মতো এবং এর জন্য অবহেলাকে দায়ী করা হয়েছে।

১৬ জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি

তথ্য জানা গেছে। পূর্বাভাসে আবহাওয়ার সংক্ষিপ্তসারে বলা হয়েছে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। রবিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। তাপপ্রবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাজশাহী বিভাগ (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ জেলা) এবং টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মৌলভীবাজার, খুলনা, যশোর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। সোমবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসময়ে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসময়ে সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। বুধবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসময় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়, এই সময়ের শেষের দিকে তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

চালু হচ্ছে পরিত্যক্ত ৭ বিমানবন্দর

পরিদর্শন করেছে। তারা বিমানবন্দর দুটি চালু করার বিষয়ে বেবিচক চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবেদন জমা দেবেন। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে বেবিচক কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া অন্য বিমানবন্দরগুলো পরিদর্শন করে দেওয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, বগুড়া বিমানবন্দর আগামী জুলাই মাসে চালু করতে সব ধরনের আয়োজন চলছে। তবে বাণিজ্যিকভাবে শুরু হতে ১ থেকে দেড় বছর সময় লাগতে পারে। এর আগে লালমনিরহাট বিমানবন্দর চালু করার জন্য বেবিচক চেয়ারম্যানকে চিঠি দেন লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসক। এর প্রেক্ষিতে পরিদর্শক দল পাঠানো হয় উত্তরের জেলাটিতে। গত ১ এপ্রিল বেবিচক চেয়ারম্যানকে দেওয়া জেলা প্রশাসক এইচএম রকিব হায়দারের চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশের উত্তর জনপদের প্রান্তিক জেলা লালমনিরহাটে ব্রিটিশ শাসনকালে তৎকালীন ভারতবর্ষের নির্মিত বিমানবন্দরগুলোর অন্যতম বৃহত্তম বিমানবন্দরটি অবস্থিত। প্রাপ্ত তথ্যমতে, ১৯৩১ সালে নির্মিত ৪ কিলোমিটার রানওয়েবিশিষ্ট এই বিমানবন্দরটি দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমানবন্দর হিসেবে পরিচিত। একটি বিমানবন্দরের উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো যেমন চার কিলোমিটার রানওয়ে, বিশাল টারমাক, হ্যাঙ্গার, ট্যাক্সিওয়ে ইত্যাদি- এসব অবকাঠামো সংবলিত লালমনিরহাট বিমানবন্দরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বিমানবন্দর সংস্কার করা হলেই এটি ব্যবহারোপযোগী হয়ে উঠবে। এ বিমানবন্দর চালু করতে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সবশেষ এই বিমানবন্দরটি ব্যবহৃত হয়েছে। যা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলসহ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্য (সেভেন সিস্টার্স), নেপাল ও ভুটানে যোগাযোগের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন সময়ে বিমানবন্দরটি চালুর দাবি ওঠে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে। চিঠিতে আরও বলা হয়, লালমনিরহাট জেলা বাংলাদেশের প্রান্তিক ও ভারতের সীমান্তবর্তী হওয়ায় এ জেলাসহ পার্শ্ববর্তী কুড়িগ্রাম, রংপুর জেলার কিছু অংশ, গাইবান্ধা জেলা ও নীলফামারী জেলার কিছু অংশের যোগাযোগব্যবস্থা বেশ অনুন্নত। এ কারণে এ অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার সর্বোচ্চ। শিক্ষার হার, বিদেশে কর্মরত প্রবাসীর সংখ্যা, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্প কারখানার সংখ্যার বিবেচনায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এ এলাকা অনেক পিছিয়ে। কুড়িগ্রামের সোনাহাট স্থলবন্দর ও লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দর চালু হলেও যোগাযোগব্যবস্থার কারণে এখানে আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের ব্যাপক সম্ভাবনা কাজে লাগানো যায়নি। সম্প্রতি কুড়িগ্রামে ভুটানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইপিজেড স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিত্যক্ত এ বিমানবন্দর চালু হলে উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে দরিদ্র জেলা লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামসহ উত্তরাঞ্চল হয়ে উঠবে আকর্ষণীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ও পর্যটনকেন্দ্র। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র তৈরি হবে। জানা গেছে, ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা জাপান, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার ও ইন্দোনেশিয়াতে দখল করার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বড় দুটি বিমানবন্দর নির্মাণ করেছিল, তার একটি হয়, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে শমসেরনগর বিমানবন্দর। সেই সময় বিমানবন্দরটির নামকরণ করা হয় 'দিলজান বন্দর'। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'শমসেরনগর বিমানবন্দর'। অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকা বিমানবন্দরে ১৯৭৫ সালে বিমান বাহিনীর একটি ইউনিট খোলা হয়। সেখানে বিমান বাহিনীর তত্ত্বাবধানে একটি প্রশিক্ষণ স্কুল চালু করা হয়। সেই থেকে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান ও হেলিকপ্টার ওঠানামা করে থাকে। ৬০০০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৭৫ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট এ বিমানবন্দরের বড় একটি অংশ পতিত থাকায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন মেয়াদে স্থানীয়দের কাছে ইজারা দিয়ে থাকে। পার্শ্ববর্তী সিলেট এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এখন যাত্রীর চাপ বেড়ে গেছে। ফলে বিমানবন্দরটি চালু হলে এ অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবে। মৌলভীবাজার জেলাসহ আশপাশের কয়েকটি জেলার মানুষ উপকৃত হবেন। প্রবাসী ও পর্যটকদের যোগাযোগ সহজ হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'চিকেন'স নেক'-এর কাছাকাছি হওয়ায় লালমনিরহাট বিমানবন্দর চালু হলে ভারতের আপত্তি থাকতে পারে। এ জন্যই হয়তো বিগত সরকার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। বর্তমান সরকার উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা আঞ্চলিক সুবিধা নিতে পারবো। উপরন্তু বাংলাদেশ ভূ-রাজনীতিতে এগিয়ে থাকবে। বিমানের সাবেক পরিচালনা পর্ষদ সদস্য ও অ্যাভিয়েশন বিশেষজ্ঞ কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, আমাদের দেখতে হবে এই বিমানবন্দরটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বিমানবন্দরটি ব্যবহারে আঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়বে। চালু হলে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী চারটি দেশ চীন, ভারত, নেপাল ও ভুটানের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে আঞ্চলিক হাব হিসেবে গড়ে উঠবে এই বিমানবন্দর।

হাসিনাসহ ৪০৮ জনের বিরুদ্ধে

মোস্তাফিজুর রহমান বাপ্পী ঢাকার সিএমএম আদালতে এ মামলা করেন। এজাহারে অভিযুক্তদের চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে সবার সম্পৃক্ততা ও সুনির্দিষ্ট অপরাধের ধরন উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রাবণের বাবার নাম মোশার-রফ হোসেন। তার গ্রামের বাড়ি নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার দোগাছী এলাকায়। তিনি মিরপুরে বসবাস করতেন। গত ৫ আগস্ট দুপুরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দিলে আসামিরা তাকে মিরপুর থানার সামনে গুলি করে হত্যা করে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। মামলা সূত্রে জানা যায়, শ্রাবণের শরীরে একাধিক গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। পরে স্বজনরা ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে দাফন করেন। শ্রাবণের প্রাণ হারানোর নয় মাসের মাথায় গত ২০ এপ্রিল তার ভাই আদালতে বাদী হয়ে মামলাটি করেন। রোববার (২৭ এপ্রিল) একটি সূত্র এই মামলার তথ্য জানায়। মিরপুর থানায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ২০ এপ্রিল আদালতের নির্দেশে মিরপুর থানা মামলাটি নথিভুক্ত করে। বর্তমানে মামলাটি মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজ্জাদ রোমন তদন্ত করছেন। তবে শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় মামলার অগ্রগতির বিষয়ে তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয় নি। মিরপুর থানায় মামলা দায়েরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাজিব হোসেন। মামলার কাগজে দেখা যায়, মামলার আসামি সংখ্যা ৪০৮ জন। যাদের মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত হাসিনা সরকারের মন্ত্রী, এমপি, উপদেষ্টা এবং শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ নেতাদের জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে হুকুমের আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-নাসহ তার সরকারের মন্ত্রী আসাদুজ্জমান খান কামাল, সালমান রহমান, হাসান মাহমুদ, নসরুল হামিদ বিপুকে মামলার আসামি করা হয়েছে।
এছাড়া সাবেক তিন আইজপি, স্বরাষ্ট্র সচিব, ঢাকার সাবেক পুলিশ কমিশনারসহ শতাধিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরাসরি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। জাবেদ পাটোয়ারী, বেনজির আহমেদ, একেএম শহীদুল হোক, হাবিবুর রহমান, আসাদুজ্জমান মিয়া, বিপ্লব কুমার, হারুনুর রশিদ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর, মেয়র, দুদক চেয়ারম্যান, দুর্নীতিবাজ আমলা, চিহ্নিত ব্যবসায়ী, ব্যাংক মালিকের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনের হত্যাকাণ্ড ভিন্নখাতে নিয়ে যাওয়া জন্য আর্থিক সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলায় আসামি হিসেবে আরও রয়েছেন রউফ তালুকদার, কামাল আব্দুন নাসের, নজরুল ইসলাম মজুমদার, এন আই খান, ফজলে নুর তাপস, নুর আলী, আহমেদ আকবর সোবহান, চৌধুরী নাফিস শরাফত, এস আলম প্রমুখ। মামলাটিতে চিহ্নিত সাংবাদিক ও মিডিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কমকর্তাদের বিরুদ্ধে বিগত সরকারের হত্যাকাণ্ডসহ বিভি-ন্ন অপরাধ ধামাচাপা দেয়ার মাধ্যমে গণহত্যার সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত সাংবাদিকদের মধ্যে রয়েছেন মোজাম্মেল বাবু, শ্যামল দত্ত, নাঈমুল ইসলাম খান, মোর্শেদ আলম, ফারজানা রূপা,সাবান মাহমুদ, আরিফ হাসান, মাসুদ ভাট্টি, মোরশেদ আলম,ইকরাম মঈন চৌধুরী প্রমুখ। চার শতাধিক আসামির তালিকায় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের মধ্যে আসাদুজ্জমান নুর ও এশিয়াটিক গ্রুপের গ্রুপের ব্যাবস্থপনা পরিচালক ও অভিনেতা ইরেশ যাকেরকে আসামি করা হয়েছে। মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে মিরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাজিব হোসেন বলেন, এই মামলাটি আদালতের নির্দেশে মির-পুর থানা নথিভুক্ত করেছে। মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা ওসি নিজেই। তবে তিনি বর্তমানে অসুস্থ রয়েছেন। মামলার অগ্রগতির বিষয়ে আমি বিস্তারিত বলতে পারছি না। ওসি স্যার থানায় আসলে কথা বলতে পারবেন।

মালয়েশিয়ায় যেতে না পারার দায়

আদালত। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ২০২২ সালের আগস্টে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের পথ উন্মুক্ত হয়। ২০২৪ সালের ৩১ মে পর্যন্ত ১০১টি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে দেশটিতে পাড়ি দেন পৌনে পাঁচ লাখ কর্মী। তবে টিকিট জটিলতায় প্রায় সাড়ে ১৭ হাজারেরও বেশি শ্রমিক যেতে পারেননি।

দেশে লোডশেডিং

পাচ্ছে আর তাদের চাহিদা কত, একটা হিসাব করলেই লোডশেডিং হচ্ছে কি না পাওয়া যাবে। আমি অনেক জায়গায় গিয়ে দেখেছি যে লোডশেডিং নিয়ে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন কারণে আপনার বাড়িতে বিদ্যুৎ না-ও থাকতে পারে। ট্রান্সমিটার নষ্ট থাকতে পারে। গত সরকারের আমলে নিম্নমানের পণ্য কিনেছে, এজন্য এগুলো বেশি হচ্ছে। 'আমি অস্বীকার করছি না লোডশেডিং হচ্ছে। লোডশেডিং হচ্ছে এবং হবে।'শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি লোডশেডিং হচ্ছে- এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে উপদেষ্টা বলেন, শহর এবং গ্রামে আলাদা করে লোডশেডিং করা হবে না। আমরা পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছি, লোডশেডিং সমানভাবে করতে হবে। ফাওজুল কবির খান বলেন, আমরা এখন সাড়ে ১৬ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি। চাহিদা তো আরও বাড়বে। মূলত তাপমাত্রার ওপর এটি নির্ভর করছে। তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে চাহিদা ১৮ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত যেতে পারে। 'আমরা তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো এখন পুরোদমে চালাচ্ছি না, যখন চাহিদা বাড়বে তখন সেগুলো আরও চালানো হবে'- বলেন উপদেষ্টা। বিদ্যুৎ উপদেষ্টা আরও বলেন, লোডশেডিং আমরা সহনীয় পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করবো। আর শহর এবং গ্রাম এলাকায় লোডশেডিং সমানভাবে বণ্টনের চেষ্টা করবো। বিষয়টি আমি আজকে থেকে ব্যক্তিগতভাবে মনিটর করবো। শহর এবং গ্রামাঞ্চলে কী পরিমাণ লোডশেডিং হচ্ছে, সে তথ্য তাকে জানানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন উপদেষ্টা। খুলনা অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের বিষয়ে তিনি বলেন, পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ যেটা দেখেছে সেটা হলো, আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ ডাবল লাইনে একটা ফল্ট হয়েছে। দুটি তার একত্র হয়ে যাওয়ার ফলে কিন্তু এই জিনিসটা হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ জেনারেশন ইউনিটগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণে দুই হাজার ২৭৭ মেগাওয়াটের সাতটি বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় বলেও জানান বিদ্যুৎ উপদেষ্টা।
এরই মধ্যে সবগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহে এখন আর কোনো সমস্যা নেই বলেও জানিয়েছেন ফাওজুল কবির খান। তিনি বলেন, এর আগে বিপর্যয়ের সময় গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে আমরা জানতে চাইবো। সেগুলো বাস্তবায়ন হয়েছে কি না বা না হলে কেন হয়নি এ বিষয়গুলোও কমিটি দেখবে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার জন্য সরকার ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম চালু করতে যাচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, যার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়েছে। এখন আমরা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থ সহায়তায় দুটি স্থানে এটা করছি। একটি ঈশ্বরদীতে ৩০ মেগাওয়াট আরেকটি ভুলতায় ৯০ মেগাওয়াট। বিদ্যুতের স্ট্যাবিলিটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা ফাওজুল করিম আরও বলেন, আজকে মেট্রোরেলের জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে। সেটার প্রধান করা হয়েছে অধ্যাপক শামসুল হক সাহেবকে। ওখানেও ইলেকট্রিক্যাল ইয়ে ছিল। ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির ফল্টের জন্য এটি হয়নি। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো, জিনিসটি মেরামত করতে পাঁচ মিনিট লেগেছে, কিন্তু লোক সেখানে যেতে দেড় ঘন্টা লেগেছে। তিনি বলেন, সেজন্য আমরা একটা ব্যবস্থা নিচ্ছি। ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে সাড়া দিতে হবে। এজন্য লাইনের জায়গাটিকে আমরা ছয়টি ভাগে ভাগ করেছি।

ভারতীয়দের রক্ত ফুঁটছে

প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি। ভারতীয়দের প্রত্যেকেই নিহতদের পরিবারের যন্ত্রণায় শোকাহত উল্লেখ করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান নরেন্দ্র মোদি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, পেহেলগামের এই হামলা সন্ত্রাসের মদতদাতাদের হতাশা এবং কাপুরুষতার বহিঃপ্রকাশ। কাশ্মীরে শান্তি ফিরছিল, স্কুল-কলেজ ছিল সরব, উন্নয়নকাজ চলছিল দ্রুত গতিতে, গণতন্ত্র শক্তিশালী হচ্ছিল, পর্যটক সংখ্যা ছিল রেকর্ড পর্যায়ে, মানুষের আয় বাড়ছিল এবং তরুণদের জন্য নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছিল। দেশের ও কাশ্মীরের শত্রুরা এই অগ্রগতি মেনে নিতে পারেনি। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি রাজ্য, প্রতিটি ভাষাভাষী মানুষের হৃদয়ে এই হামলার যন্ত্রণা গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। হামলার ছবিগুলো দেখে প্রত্যেক ভারতীয়ের রক্ত ফুঁটছে। মোদি আরও বলেন, এই হামলার পেছনে যারা রয়েছে তাদের কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ১৪০ কোটি ভারতীয়ের ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই ঐক্যের ওপর ভর করেই আমরা চূড়ান্তভাবে সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করব। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা প্রতিটি সন্ত্রাসী ও তাদের মদতদাতাদের খুঁজে বের করব এবং এমন শাস্তি দেব, যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। সময় এসেছে সন্ত্রাসের আশ্রয়স্থল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার। ১৪০ কোটি মানুষের দৃঢ় সংকল্প সন্ত্রাসের মদতদাতাদের চূর্ণ করে দেবে। প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৫ জন পর্যটক ও একজন কাশ্মীরি বাসিন্দা নিহত হন। সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এটিকে।

পাকিস্তানের এক সিদ্ধান্তে ক্ষতির মুখে

বাড়ছে উত্তেজনা। এরই মধ্যে সিন্ধু পানিবন্টন চুক্তি স্থগিতসহ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে নয়াদিল্লি। প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় বিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধের পাশাপাশি বেশ কিছু পাল্টা পদক্ষেপ নিয়েছে ইসলামাবাদও, যার মধ্যে অন্যতম ভারতের সঙ্গে সবরকম বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত। পাকিস্তান সরকারের এমন পদক্ষেপে বছরে প্রায় ১.১৪ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে ভারত। এমনটাই দাবি, পাকিস্তান বিজনেস ফোরাম (পিবিএফ) কর্মকর্তাদের। রোববার (২৭ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমটি বলছে, পিবিএফের প্রতিবেদনের অনুযায়ী, ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য পাকিস্তানে রপ্তানি করেছিল ভারত। একই সময়ে পাকিস্তান থেকে ভারতের আমদানি ছিল মাত্র ৪ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলার। এছাড়াও, পাকিস্তানের মাধ্যমে আফগানিস্তানে যাওয়া ভারতীয় পণ্যের পরিমাণ প্রায় ৬৪০ মিলিয়ন ডলার, যা এই বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার ফলে বিঘ্নিত হবে এবং ভারতের বাণিজ্য ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেবে। পিবিএফ সভাপতি খাওয়া মেহবুব উর রহমান বলেন, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ভারতীয় অগ্রহণযোগ্য প্ররোচনার বিরুদ্ধে দেশের একক ফ্রন্ট গঠন করা উচিত। তিনি আরও বলেন, প্রতি কয়েক বছর পর পর পাকিস্তানকে দোষারোপের পুরনো যে অভ্যাস ভারতের, তা তারা ছেড়ে দিতে পারবে না। ভারতের এ ধরনের আচরণ আমাদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। পেহেলগাম হামলা ঘিরে ভারতের অভিযোগগুলোকে 'অবিচারী মিথ্যা' বলে অভিহিত করেছেন ফোরামের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আমনা মুনাওয়ার আয়ান। একইসঙ্গে ভারতের কাশ্মীর নীতির তীব্র বিরোধিতাও করেছেন তিনি। এছাড়া, ভারতের সিন্ধু পানিচুক্তি স্থগিত করার সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ ও দক্ষিণ এশিয়ার শান্তির জন্য ক্ষতিকর' বলে মন্তব্য করেছেন পিবিএফের চিফ অর্গানাইজার আহমদ জাওয়াদ। তিনি বলেছেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সমতার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য বন্ধ রাখা উচিত। সেইসঙ্গে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ভারতকে তার আগ্রাসী আচরণ বন্ধে বাধ্য করতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে পিবিএফ।

আমাদের ১৩০টি পারমাণবিক অস্ত্র

চালাতেও প্রস্তুত। সেই প্রেক্ষিতেই মন্ত্রী হানিফ আব্বাসি সতর্ক করে দিয়েছেন, 'ওরা (ভারত) যদি পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয় তাহলে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। আমাদের কাছে যা সামরিক সরঞ্জাম আছে, মিসাইল আছে সেটা প্রকাশ্যে নেই। কেউ জানে না দেশের কোথায় কোথায় আমরা পরমাণু অস্ত্র তাক করে রেখেছি। আবারও বলছি, এই সব ব্যালিস্টিক মিসাইল, সব তোমাদের দিকে তাক করা!"পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর পাক মন্ত্রীর এই প্রতিক্রিয়া সামনে এলো। ভারত ইতিমধ্যেই ১৯৬০ সালের সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করার এবং পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সমস্ত ভিসা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানের সাথে ভারতের পানি সরবরাহ এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিত করার সিদ্ধান্তকে উপহাস করে হানিফ আব্বাসি বলেন, নয়াদিল্লি তার কর্মকাণ্ডের কঠোর পরিণতি দ্রুত বুঝতে পারবে। পাকিস্তান কর্তৃক ভারতীয় বিমান চলাচলের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করে দেয়ার ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'যদি পরিস্থিতি আরও ১০ দিন এভাবে চলতে থাকে, তাহলে ভারতের বিমান সংস্থাগুলো দেউলিয়া হয়ে যাবে।' পাক মন্ত্রীর দাবি, ভারত নিজেদের নিরাপত্তা ব্যর্থতার কথা স্বীকার করার পরিবর্তে পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার দায় পাকিস্তানের উপর চাপাচ্ছে। হানিফ আব্বাসির হুঁশিয়ারি, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য স্থগিত করার ভারতের সিদ্ধান্তের পর পাকিস্তান নিজের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ইসলামাবাদ তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া যেকোনো অর্থনৈতিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত।

দায়িত্ব ছাড়ার আগে পছন্দের

দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। গত ২৩ এপ্রিল তারিখে এসব অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। তবে কুয়েটের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, গত বৃহস্পতিবার ও গত শুক্রবার নিজ বাসভবনে অফিস করেন উপাচার্য। মূলত ওই সময়ই এসব নথিতে স্বাক্ষর করেন তিনি। তার নির্দেশেই ২৩ এপ্রিল তারিখে অফিস আদেশ জারি করা হয়। শুক্রবার রাতে এসব আদেশ সম্পর্কে জানতে পারেন সবাই। কুয়েটের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী আনিছুর রহমান ভূঞার স্বাক্ষর করা অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, সিনিয়র নিরাপত্তা গার্ড (গ্রেড-১৪) মো. আবুল হোসেনকে বিইসিএম বিভাগে, আতাউর রহমানকে মেডিকেল সেন্টারে, মনির হোসেনকে ছাত্র কল্যাণ পরিচালকের দপ্তরে, বেল্লাল হোসেনকে আর্কিটেকচার বিভাগে, অফিস সহায়ক বিপুল কান্তি ঘোষকে রেজিস্ট্রারের দপ্তরে, মো. আবদুল্লাহকে এমইর ডিনের দপ্তরে, ভিসির ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট কামাল হোসেনকে এমই বিভাগে, গার্ডেনার নূর ইসলামকে অমর একুশে হলে, অফিস সহায়ক আবদুল্লাহ আল ওমর ফারুক শুভকে এমই বিভাগে, মো. হালিমকে পিআর বিভাগে, হাসিবুল মিয়াকে সিএসই বিভাগে বদলি করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের মধ্যে ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. মনিরুজ্জামানকে এমইআরসি বিভাগে, জনসংযোগ বিভাগের সেকশন অফিসার শাহেদুজ্জামান শেখকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে, সেকশন অফিসার আজিজুর রহমানকে এমই বিভাগে, সেখ হাফিজুর রহমানকে রেজিস্ট্রারের দপ্তরে বদলি করা হয়েছে। কর্মকর্তারা জানান, মো. মনিরুজ্জামানকে বিধি বহির্ভূতভাবে পদোন্নতি দিয়ে রেজিস্ট্রারের দপ্তরে পদায়ন করা হয়। পরে তার নেতৃত্বেই গত ৮ মাসে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে ৪২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই কাজে সহযোগিতা করেন আতাউর রহমান মোড়ল ও তার ভাই ইমাদাদুল হক মোড়ল। একই তারিখে পৃথক আরেক অফিস আদেশে ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট ড. এ বি এম আওলাম হোসেনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ওই হলে প্রভোস্ট পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ইলেট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শাহজাহানকে। কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সেন্টারের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আরাফাত হোসেনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ওই পদে ইলেট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জহিরুল ইসলামকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২৪ এপ্রিল থেকে এই নিয়োগ কার্যকর হবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। আরেক আদেশে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

রোম থেকে দেশের পথে প্রধান

মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব, কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো, মন্টেনিগ্রোর প্রেসিডেন্ট ইয়াকভ মিলাতোভিচ, গ্র্যান্ড ডিউক ও গ্র্যান্ড ডাচেস অব লুক্সেমবার্গসহ বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধান উপদেষ্টা।

জাতীয় ইতিহাসে শেরে বাংলা

াণীতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, জাতীয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। এদেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ফজলুল হকের অবদানের কথা কোনদিনই ভুলবে না। শিক্ষানুরাগী এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কিংবদন্তী হিসেবেও ইতিহাসের পাতায় তার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তিনি বলেন, ঔপনেবিশিক শক্তির অমানবিক, অন্যায় ও চাপিয়ে দেয়া কঠোর শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার সংগ্রামে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। এদেশের কৃষক সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন তার একটি যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। তিনি ছিলেন বহুগুণে গুনান্বিত অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী একজন মহান ব্যক্তিত্ব। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তার অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি দেশ এবং জাতির কল্যাণে অবদানের জন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

জাপান সফরে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

ভিয়েতনামের উপ-প্রধানমন্ত্রী, মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির বিন মোহাম্মদ প্রমুখ বক্তব্য দেবেন। নিক্কেই ফোরামের সম্মেলনে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'ফিউচার অব এশিয়া'। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তারা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক বিষয় ও বিশ্বে এশিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে খোলামেলা এবং স্বাধীনভাবে তাদের মতামত উপস্থাপন করবেন। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর নিক্কেই ফোরাম আয়োজিত এই সম্মেলনকে এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ফোরাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই বছর নিক্কেই ফোরামের ৩০তম বার্ষিকী পূর্তি হচ্ছে।

কুমিল্লায় অস্ত্র মাদকসহ কিশোর গ্যাংয়ের ৯ সদস্য আটক

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লায় বিভিন্ন অস্ত্র ও মাদকসহ ৯ কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। গত শনিবার রাতভর নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গুলি, মাদক ও অবৈধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। অভিযানে কিশোর গ্যাং সদস্যদের আস্তানা গুড়িয়ে দেওয়া হয়। জানা গেছে, সেনাবাহি-নী ও র‍্যাবের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ অভিযানে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার দুর্গাপুর এলাকা থেকে অস্ত্র সরবরাহকারী মো. রুবেলকে (৩৫) গ্রেপ্তার করা হয়। রুবেল সম্প্রতি কুমিল্লা শহরে প্রকাশ্যে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করে আলোচনায় আসেন এবং কিশোর গ্যাংদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ করতেন। পরে নগরীর রেসকোর্স (পলাশী গলি) এলাকায় অপর অভিযানে মো. আকিব হোসেন (২৯), মো. সাজ্জাদ হোসেন (৪৭) ও মো. শাহাদাত হোসেনকে (২৮) আটক করা হয়। পরে অভিযানে টেবিলের নিচে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় একটি ৯ এমএম পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি, একটি রিভলভার, আট রাউন্ড রিভলভার এ্যামুনিশন, ইয়াবা, বিদেশি মদ, স্বর্ণের চেইন ল্যাপটপসহ নানা অবৈধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। আটক ব্যক্তিদের তথ্যের ভিত্তিতে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কিশোর গ্যাং সদস্য সাইফুল ইসলাম (১৯), মো. ইমরান হোসেন রতন (১৯), মো. মুজাহিদ (২১) ও মো. রাফিউল আলম শফিকে (২০) আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে আরও চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও অভিযান চলাকালে হুমায়ূন কবির (৪৫) নামে আরেকজন সন্দেহভাজন অপরাধীকে আটক করা হয়। কোতয়ালি মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহিনুল ইসলাম বলেন, আটকদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তাদের অস্ত্র ও মাদকসহ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হবে।

জয়কে অপহরণ-হত্যাচেষ্টা মামলা
শফিক রেহমানের খালাসে 'আপত্তি নেই' রাষ্ট্রপক্ষের

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যাচেষ্টা মামলায় সাত বছরের সাজার বিরুদ্ধে সাংবাদিক শফিক রেহমানের করা আপিল শুনানি শেষ হয়েছে। শুনানিতে এই মামলাকে 'হয়রানিমূলক' বর্ণনা করে শফিক রেহমানের খালাস চেয়েছেন তার আইনজীবী। খালাসের আবেদনে 'আপত্তি নেই' বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ। এ বিষয়ে রায়ের তারিখ পরে ঠিক করা হবে বলে ঢাকার চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ তারিক এজাজের আদালত জানিয়েছেন। গতকাল রোববার এই আদালতে আদালতে শফিক রেহমানের পক্ষে সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ শুনানি করেন। তিনি বলেন, হাসিনাপুত্র জয়কে কথিত অপহরণ ও হত্যাচেষ্টার মামলা এটি। ভিকটিম নিজে মামলা দায়ের করেনি। পুলিশ অতিরিক্ত ইন্টারেস্টে মামলা দায়ের করে। ৯০ বছর বয়সী লোক। তাকে এ মামলায় রিমান্ডে নেওয়া হয়। কোনো স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নাই। মামলায় ১২ জন সাক্ষী দিয়েছেন। জয়ও এ মামলায় সাক্ষ্য দিছে। যেদিন জয় এ মামলায় সাক্ষ্য দেয়, দেখলাম সাক্ষ্য শেষে বিচারক তার পিছে পিছে দৌঁড়াচ্ছেন। তাহলে দেখেন কেমন বিচার হয়েছে। এই মামলায় যায়যায়দিন সম্পাদক শফিক রেহমান ছাড়াও আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানসহ আরও চারজনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তারা হলেন-জাতীয়তাবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) সহসভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ মামুন, তার ছেলে রিজভী আহাম্মেদ ওরফে সিজার এবং যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান ভূঁইয়া। তাদের মধ্যে সম্পাদক মাহমুদুর রহমান খালাস পেয়েছেন। এই মামলাতে 'মিথ্যা ও হয়রানিমূলক' বর্ণনা করে আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ বলেন, তার (শফিক রেহমান) খালাসের প্রার্থনা করছি। রাষ্ট্রপক্ষে সংশ্লিষ্ট আদালতের অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর মোহাম্মদ খলিলুর রহমান (খলিল) বলেন, রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা। তিনি (শফিক রেহমান) একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক। খালাস দিলে আমাদের আপত্তি নেই। শুনানিতে শফিক রেহমান আদালতে উপস্থিত ছিলেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে 'অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্রের' মামলায় ২০২৩ সালের অগাস্টে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় শফিক রেহমানকে। ওই মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর ২০১৬ সালে পাঁচ মাস কারাগারেও থাকতে হয়েছিল শফিক রেহমানকে। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যে চলে যান তিনি। ছয় বছর পর যুক্তরাজ্য থেকে গত ১৮ অগাস্ট দেশে ফেরেন শফিক রেহমান। এরপর গত ২১ নভেম্বর আদালতে আত্মসমর্পণ পূর্বক আপিল দায়েরের শর্তে শফিক রেহমানের সাজা এক বছরের জন্য স্থগিত কর হয়। আইনজীবী জয়নুল আবেদীন মেসবাহ ওইদিন বলেছিলেন, আমরা আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করি এবং এ সাজার বিরুদ্ধে আপিল করে। আদালত সন্তুষ্ট হয়ে ৫ হাজার টাকা মুচলেখায় তার জামিন মঞ্জুর করেন। পাশাপাশি আপিল গ্রহণ করেন। জামিন পাওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিক শফিক রেহমান বলেন, এখানে একজন অনঅভিপ্রেত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যার নাম সজীব ওয়াজেদ জয়। আমি তার নাম উচ্চারণ করতে চাচ্ছিলাম না। তার অপহরণ মামলায় আজকে আমি এখানে। এটিকে 'তথাকথিত মামলা' আখ্যায়িত করে শফিক রেহমান বলেছিলেন, যেটা নিউ ইয়র্কে ডিসমিস করা হয়েছে। নিউ ইয়র্কে বলে দেওয়া হয়েছে এই মামলায় শফিক রেহমানের নাম যেন কোথাও না থাকে। সে মামলার সারসংক্ষেপ ও কাগজপত্র দেখতে চাইলে আমার আইনজীবীরা আপনাদের দেখাতে পারবে। আমার নাম আমেরিকাতে নাই, যেখানে ১০ হাজার মাইল দূরে মামলা হয়েছিল। তিনি বলেছিরেন, আপনাদের আমি চ্যালেঞ্জ দিতে চাই। আপনারা খুঁজে বের করুন সজীব ওয়াজেদ জয় কীভাবে এবং কেন আমেরিকা যেতে হয়েছিল তাকে? আপনারা খুঁজে বের করুন আব্দুল আওয়াল মিন্টুর বাসার সামনে মধ্যরাতে জনতা ব্যাংকের একজন স্টাফ কীভাবে পিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল। কে গাড়ি চালাচ্ছিল এবং সে কোথায় এখন এইটা আপনারা খুঁজে বের করেন তাহলে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তের ওপারে ভারতের অভ্যন্তরে ওবাইদুর রহমান (৩৬) নামে বাংলাদেশি এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। গতকাল রোববার সকালে ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার মধুপুর নামক স্থান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করেছে ভারতের পুলিশ। নিহত ওবাইদুর মহেশপুর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের হানিফ মণ্ডলের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, গত রাতে মহেশপুর উপজেলার গোপালপুর গ্রামে ৭-৮ জন অবৈধভাবে ভারতে যায়। রাত দেড়টার দিকে তারা বিএসএফের সামনে পড়ে। সেসময় বিএসএফ তাদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। তখন তারা পালিয়ে আবারও বাংলাদেশের ভেতরে চলে আসে। কিন্তু ওবাইদুর রহমানসহ দুজন আসতে পারে না। ওবাইদুর রহমানকে বিএসএফ ধরে ফেলে। বিএসএফ তাকে বস্তায় ভরে অমানুষিক নির্যাতন করে গুলি করে হত্যা করে। সকালে ভারতের অভ্যন্তরে মধুপুর নামক স্থানে একজনের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী। ওই মরদেহটি ওবাইদুর রহমানের হতে পারে বলে সূত্র জানিয়েছে। মরদেহটি ভারতের বাগদা থানার পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আরেকজনের খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে এ বিষয়ে বিজিবির পক্ষ থেকে কিছুই জানা যায়নি। মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ইয়াসমিন মনিরা জানান, ভারতের অভ্যন্তরে একজনের লাশ পড়ে আছে বলে বিজিবির মাধ্যমে জানতে পেরেছি।

২১ অগাস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা: ৪৯ আসামির খালাসের আপিল শুনানি ৪ মে

স্টাফ রিপোর্টার : বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ২১ অগাস্ট গ্রেনেড মামলায় ৪৯ আসামিকে খালাসের হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিলের আবেদন আগামী ৪ মে শুনানির জন্য আপিল বিভাগের কার্যতালিকায় আসবে। আবেদনটি গতকাল রোববার শুনানির জন্য কার্যতালিকায় থাকলেও বেঞ্চ পুনর্গঠন না হওয়ায় এদিন শুনানি হয়নি। বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারকের আপিল বেঞ্চ রাষ্ট্রপক্ষের লিভ টু আপিল শোনার জন্য আগামী রোববার ঠিক করে দিয়েছে। শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে আসামিপক্ষের অন্যতম কৌঁসুলি মো. শিশির মনির বলেন, হাই কোর্টের যে বেঞ্চ এ মামলার রায় দিয়েছিল, তার দুই বিচারকের মধ্যে বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামান এখন আপিল বিভাগের বিচারক। তিনিও এদিন আপিল বেঞ্চে ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী হাই কোর্টে রায়দানকারী বিচারপতি আপিল বেঞ্চে আপিলের শুনানি গ্রহণ করতে পারেন না। এজন্য আগামী রোবব-ার পুনর্গঠিত বেঞ্চে আপিলটি শুনানির জন্য আসবে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে ২০০৪ সালের ২১ অগাস্ট শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে ২৪ জনকে হত্যার ওই ঘটনা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আলোড়ন তোলে। সে সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। আর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা তখন বিরোধী দলীয় নেতা। মামলার অভিযোগে বলা হয়, শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২১ অগাস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ওই হামলা চালানো হয়। হামলায় অংশ নেয় হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশের (হুজি) জঙ্গিরা। তারা সহযোগিতা নেয় বিদেশি জঙ্গিদের। আর এই ষড়যন্ত্রের পেছনে ছিল তখনকার চারদলীয় জোট সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের 'ইন্ধন'। হামলায় ব্যবহৃত আর্জেস গ্রেনেড আনা হয় পাকিস্তান থেকে। ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর দণ্ডবিধি ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের করা দুই মামলার রায় দেন ঢাকার এক নম্বর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক শাহেদ নূর উদ্দিন। সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১১ পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয় সেই রায়ে। এরপর আসামিদের আপিল ও ডেথ রেফারেন্সের শুনানি করে ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর রায় দেয় বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাই কোর্ট বেঞ্চ। তাতে জজ আদালতের রায় বাতিল করে যারা আপিল করেছেন এবং যারা করেননি, সবাইকে এ মামলা থেকে খালাস দেওয়া হয়। আসামিদের সবাই খালাস পাওয়ায় অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তাদের প্রশ্ন ছিল, গ্রেনেড হামলায় নিহত ২৪ জনের পরিবার কি তাহলে সুবিচার পাবে না? সেই প্রশ্নের উত্তর আসে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত ৭৯ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়ে। সেখানে বলা হয়, ২১ অগাস্টের গ্রেনেড হামলা ছিল দেশের ইতিহাসে 'একটি জঘন্য ও মর্মান্তিক' ঘটনা, যেখানে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা আইভী রহমানও ছিলেন। নিহতদের আত্মার প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করতে এই হত্যাকাণ্ডের সঠিক ও স্বাধীন তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, যা এ পর্যন্ত এই মামলায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এই মামলাটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো উচিত, যাতে সঠিক এবং দক্ষ তদন্ত সংস্থার মাধ্যমে পুনরায় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়। আদালতের রায়ের এই পর্যবেক্ষণের আলোকে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে এই আদেশের অনুলিপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে বলা হয়। এরপর চলতি বছর ১৯ মার্চ হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। সেখানে হাই কোর্টের রায় বাতিল চাওয়া হয়।

জজ আদালতে কার কী সাজা হয়েছিল?

১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড: সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু, হানিফ এন্টারপ্রাইজের মালিক মো. হানিফ, এনএসআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক আবদুর রহিম, এনএসআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, পিন্টুর ভাই হরকাতুল জিহাদ নেতা মাওলানা তাজউদ্দিন, আব্দুল মালেক ওরফে গোলাম মোহাম্মাদ, শেখ আব্দুস সালাম, কাশ্মিরী নাগরিক আব্দুল মাজেদ ভাট, মাওলানা শওকত ওসমান ওরফে শেখ ফরিদ, মুফতি হান্নানের ভাই মুহিবুল্লাহ মফিজুর রহমান ওরফে অভি, মাওলানা আবু সাইদ ওরফে ডাক্তার জাফর, আবুল কালাম আজাদ ওরফে বুলুবুল, মো. জাহাঙ্গীর আলম, হাফেজ মাওলানা আবু তাহের, হোসাইন আহমেদ তামিম, মাইনুদ্দিন শেখ ওরফে আবু জান্দাল, মো. রফিকুল ইসলাম সবুজ, মো. উজ্জ্বল ওরফে রতন ১৯ জনের যাবজ্জীবন: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, খালেদা জিয়ার সাবেক রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, বিএনপির সাবেক এমপি কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ, বিএনপির সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার আরিফুল ইসলাম আরিফ, হরকাতুল জিহাদ নেতা আব্দুল হান্নান ওরফে সাব্বির, হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া, মাওলানা আব্দুর রউফ ওরফে পীর সাহেব, মো. খলিল, মুফতি শফিকুর রহমান, মুফতি আব্দুল হাই, বাবু ওরফে রাতুল বাবু, শাহাদত উল্যাহ ওরফে জুয়েল, আরিফ হাসান সুমন, মহিবুল মুত্তাকিন ওরফে মুত্তাকিন, আনিসুল মুরছালিন ওরফে মুরছালিন, জাহাঙ্গীর আলম বদর, মো. ইকবাল, আবু বকর ওরফে হাফেজ সেলিম হাওলাদার, লিটন ওরফে মাওলানা লিটন। ১১ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড: সাবেক আইজিপি খোদা বক্স চৌধুরী, মামলার প্রথম দিকের তদন্ত কর্মকর্তা বিশেষ পুলিশ সুপার রুহুল আমিন, সিআইডির সিনিয়র এএসপি মুন্সি আতিকুর রহমান ও এএসপি আব্দুর রশীদর ৩ বছরের জেল। সাবেক আইজিপি মো. আশরাফুল হুদা ও আইজিপি শহিদুল হক, খালেদা জিয়ার ভাগ্নে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাইফুল ইসলাম ডিউক, ডিজিএফআইয়ের সাবেক পরিচালক এটিএম আমিন আহমদ ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল (বরখাস্ত) সাইফুল ইসলাম জোয়ারদারের ২ বছরের কারাদণ্ড। পুলিশের সাবেক উপ কমিশনার (পূর্ব) মো. ওবায়দুর রহমান এবং উপ কমিশনার (দক্ষিণ) খান সাইদ হাসানের ২ বছরের কারাদণ্ড।

দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই সনদ তৈরি

হয়েছেন, তারও আগে গত ১৬ বছর ধরে সমস্ত রকম জুলুম নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, গত ৫৩ বছর ধরে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্র, সবার অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র, নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার মতো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, তাদের সবার কাছে আমাদের দায়। সংস্কারের বিষয়ে সংলাপকে আলোচনার অগ্রগতি উল্লেখ করে আলী রীয়াজ বলেন, আমরা সামান্য হলেও অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছি। সেটা ধরে রাখতে না পারলে, বিকশিত করতে না পারলে সমস্ত সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। সেটা যাতে না হয়, সে জন্য সবার প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, আমরা একত্রিতভাবে অর্জনের চেষ্টা করছি। যে অর্জন শুধু আমাদের জন্য নয়, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন গণতান্ত্রিক জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য। এ সময় গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকী বলেন, অংশীজনদের ঐকমত্যের বিষয়গুলোই জুলাই সনদ হিসেবে গৃহীত হবে। দ্বিমত থাকা বিষয়ে জনগণের কাছে যেতে হবে। ঐকমত্যের মধ্য দিয়েই গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পথে বাংলাদেশ হাঁটবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এর আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম ধাপের আলোচনায় বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ অন্য দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে ঐকমত্য কমিশন। রোববার গণসংহতি আন্দোলনের পর বিকেলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সঙ্গে সংলাপে বসবে ঐকমত্য কমিশন।

নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন বাতিলের

ধরে সেখানকার মুসলমানদের ওপর ফিলিস্তিনের গাজার মতো গণহত্যা চালানোর উস্কানি দিচ্ছে বিজেপি নেতারা। আমরা ভারতীয় মুসলমানদের ওপর উগ্রবাদী হিন্দুত্ববাদের সকল আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানাই। ভারত সরকারকে তার নিজ দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানাই।' কেন্দ্রীয় নির্বাহী বৈঠকে মে মাসব্যাপী দেশজুড়ে দাওয়াত ও গণসংযোগ কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গত শনিবার বিকেলে খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রৈমাসিক কেন্দ্রীয় নির্বাহী বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন আমিরে মজলিস মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ। মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদেরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত নির্বাহী বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমির মাওলানা আহমদ আলী কাসেমী, অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফরিদ, যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসাইন, মুহাম্মদ মুনতাসির আলী, এ বি এম সিরাজুল মামুন, ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সল, অধ্যাপক মো: আবদুল জলিল, ডা. এ এ তাওসিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান, অধ্যাপক কাজী মিনহাজুল আলম, মাওলানা সামছুজ্জামান চৌধুরী, মাওলানা শেখ সালাহউদ্দিন, সমাজকল্যাণ ও শিল্পবিষয়ক সম্পাদক আমিনুর রহমান ফিরোজ, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা আবু সালমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মো: জহিরুল ইসলাম, প্রচার ও তথ্য সম্পাদক প্রকৌশলী আবদুল হাফিজ খসরু, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রিফাত হোসেন মালিক, আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাফেজ মাওলানা শায়খুল ইসলাম, উলামাবিষয়ক সম্পাদক মুফতি আলী হাসান উসামা, যুববিষয়ক সম্পাদক তাওহীদুল ইসলাম তুহিন, ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুর রহমান, ডা. আসাদুল্লাহ, খন্দকার শাহাবুদ্দিন আহমদ, মুফতি আবদুল হক আমিনী, বোরহান উদ্দিন সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ আবদুল হান্নান, জিল্লুর রহমান, মাওলানা সাঈদ আহমদ, মাওলানা আফতাব উদ্দিন, অধ্যাপক মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা সাইফুদ্দিন আহমদ খন্দকার, নূর হোসেন, মাওলানা সামসুদ্দিন, মাওলানা আহমদ বেলাল, সিরাজুল ইসলাম, হাফেজ জিন্নত আলী, মাওলানা নেহাল আহমদ, মাওলানা নরুল হক, মাওলানা ফারুক আহমদ ভূঁইয়া, মাওলানা নজরুল ইসলাম মাজহারী, মাওলানা নুরুল আমিন, গোলাম মোস্তফা, মাওলানা আবু সাঈদ, আবুল হোসেন, মাওলানা নাসির উদ্দিন, অ্যাডভোকেট মাওলানা রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ

এলাকা থেকে মো. আজিমকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার সবার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত বলেও জানান তিনি। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

আইন উপদেষ্টার বাসায় পড়ে থাকা

অফিসার দেলোয়ার হোসেনের কাছে বুঝিয়ে দেয়। এরপর খবর পেয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের সিটি-সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে। আইন উপদেষ্টার পার্সোনাল অফিসারের কাছ থেকে ড্রোনটি সংগ্রহ করে তদন্তের জন্য নিয়ে যায়। আরও জানা যায়, ড্রোনটির ওজন ২৪৯ গ্রাম। ড্রোনটিতে ফুটেজ সংগ্রহ করার মতো কোনো মেমোরি কার্ড পাওয়া যায়নি এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে ড্রোনের ব্যাটারি খোলা ছিল। বাসভবনের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ড্রোনটি আইন উপদেষ্টার বাসভবনে অবতরণ করে। এ বিষয়ে রোববার দুপুরে সিটি-সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) শাহজাহান হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ড্রোনটি আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তদন্তের জন্য নিয়ে আসি। আমরা তদন্ত করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ড্রোনটিতে ধ্বংসাত্মক কোনো কিছু পায়নি। এছাড়া ড্রোনে কোনো ধরনের মেমোরি বা ক্ষতিকারক কোনো ডিভাইস পাওয়া যায়নি। এছাড়া আমাদের কাছে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে কোনো ধরনের হামলার উদ্দেশে ড্রোনটি ব্যবহার করা হয়নি। ড্রোনটি চীনের তৈরি। তবে কারা এখানে ড্রোনটি অবতরণ করিয়েছে তা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ডা. জাহাঙ্গীর কবির ও তাসনিম

আইনজীবীরা। তবে সংশোধিত নোটিশে বলা হয়, অনেক খবরে বলা হয়েছে ডা. তাসনিম জারাকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়নি। ডা. তাসনিম জারার নামটি ঘটনাচক্রে রেফারেন্স হিসেবে ডা. জাহাঙ্গীর কবিরের সঙ্গে এসেছে। বিষয়টিকে অনেকেই অতিরঞ্জিত করে অনলাইনে বাণিজ্য করার চেষ্টা করছে। যা অনাকাঙ্ক্ষিত। নোটিশ প্রত্যাহারের বিষয়ে আইনজীবী ব্যারিস্টার পল্লব বলেন, সম্প্রতি ডা. তাসনিম জারা আমার মক্কেলগণ কর্তৃক পূর্বে পাঠানো লিগ্যাল নোটিশের বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। আমার মক্কেলগণ প্রকাশিত বক্তব্যটি গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করেছেন। তাসনিম জারা তরুণ এবং প্রতিশ্রুতিশীল একজন মেধাবী ডাক্তার। তিনি তার বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলেছেন, তার ছবি এবং ভিডিও ব্যবহার করে অসংখ্য ফেক ফেসবুক আইডি এবং ইউটিউব চ্যানেল খুলে অনেকেই প্রতারণা করছে যেগুলো তার নিজের ফেসবুক আইডি বা ইউটিউব চ্যানেল নয়। তিনি দায়িত্বশীল জায়গা থেকে কাজ করেন। ডা. তাসনিম জারার বক্তব্যে নোটিশ প্রেরকগণ সন্তুষ্ট হওয়ায় নোটিশে রেফারেন্স হিসেবে উল্লিখিত ডা. তাসনিম জারার নামটি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একই সঙ্গে ডা. জাহাঙ্গীর কবিরের নামও নোটিশে উল্লেখ থাকায় নোটিশ প্রেরকগণ আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

দেশে নির্বাচনে প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি

চলছে। আমরা বলেছি বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে গার্মেন্টস পণ্য প্রচুর পরিমাণে যায়। আমরা তাদের গার্মেন্টস শিল্পের জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ করে দেবো। সেখানে তারা আরও বেশি বিনিয়োগ করবে। তিনি বলেন, জামায়াত সবসময় নারীদের অধিকার, জঙ্গিবাদ দমনে জামায়াত কী করবে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আমরা এ বিষয়গুলোতে আশ্বস্ত করেছি। নারী সংস্কার কমিশনের পতিতাদের শ্রমিক স্বীকৃতির বিষয়ে বলেছি এটি নারীদের জন্য চরম অপমানজনক। এছাড়া নারীদের অংশগ্রহণ জামায়াতে ৪৩ শতাংশ। যা অন্য সবার চেয়ে বেশি।

আ.লীগের আরেক সাবেক এমপি

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেন। কিন্তু পরাজিত হন। এর আগে, মো. জাফর আলম ২০০৫ সালে চকরিয়া পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

হজযাত্রীদের সেবায় বিশেষ অ্যাপ

হজযাত্রীরা গুগল ম্যাপে নিজেদের বা দলের অন্যান্য সদস্যদের অবস্থান নির্ণয় করতে পারবেন। নামাজের সময়সূচি ও আবহাওয়ার পূর্বাভাসও জানা যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে। এছাড়া, ফ্লাইটের বিস্তারিত তথ্য যেমন ফ্লাইট কোড, বোর্ডিং টাইম, ডিপারচার ও অ্যারাইভাল টাইম, লাগেজের ওজনসীমা ইত্যাদিও জানতে পারবেন হজযাত্রীরা। পাশাপাশি দৈনিক হজ সিডিউল, আবাসন তথ্য যেমন হোটেলের নাম, ঠিকানা, দূরত্ব, ছবি, ভিডিও, চেক-ইন বা চেক-আউট তারিখ ইত্যাদি জানা যাবে এ অ্যাপ থেকে। নতুন অ্যাপটির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরাও তাদের হজযাত্রীকে ট্র্যাকিং করতে পারবেন। এছাড়াও মিনা-আরাফার তাবুর লোকেশন ট্র্যাকিং; হজ প্রি-পেইড কার্ডের ব্যালেন্স; ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রোফাইল তথ্য ও সার্বক্ষণিক ভার্চুয়াল স্বাস্থ্য সহায়তা; বাংলাদেশ মেডিক্যাল সেন্টার ও সৌদি হাসপাতালের তথ্য; গাইডভিত্তিক গ্রুপ যোগাযোগ সুবিধা; কুরআন ও হাদিস লাইব্রেরি, কিবলা নির্দেশনা, ডিজিটাল তাসবিহ, হজ ও উমরাহ সহায়িকা; কোরবানি কুপন সংগ্রহ কেন্দ্রের তালিকা; মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ; হজ এজেন্সির তথ্য যেমন এজেন্সি নাম, লাইসেন্স নম্বর, প্যাকেজ, রেটিং, রিভিউ প্রদান ইত্যাদি সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকবে অ্যাপটিতে। গুগল প্লে স্টোর থেকে খুব সহজেই ডাউনলোড করা যাবে 'লাব্বাইক' অ্যাপটি। ডাউনলোডের পর অ্যাপটিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) যাচাই এর পর ৪ ডিজিটের পিন সেট করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় হজযাত্রীর মোবাইল নম্বর, পিআইডি (পিলগ্রিম আইডি) ও জন্ম তারিখ প্রয়োজন হবে। একজন হজযাত্রী তার পরিবারের সর্বোচ্চ ৩ জন সদস্যকে ইনভাইটেশন পাঠিয়ে অ্যাপে যুক্ত করতে পারবেন। পরিবারের কোনো সদস্যের নাম ও মোবাইল নম্বর দিয়ে ইনভাইটেশন পাঠালে ওই সদস্য তার মোবাইল নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার পর হজযাত্রীর তথ্য জানতে পারবেন। এছাড়াও গেস্ট (সবার জন্য উন্মুক্ত) ইউজার হিসেবেও রেজিস্ট্রেশন করা যাবে অ্যাপটিতে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৪ বা ৫ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ থেকে এবার ৮৭ হাজার ১০০ জন হজযাত্রী সৌদি আরবে যাচ্ছেন। আগামী ২৯ এপ্রিল থেকে শুরু হবে হজ ফ্লাইট।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএনজি আমদানি

ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস (আইইএফএ) এর জ্বালানি বিশেষজ্ঞ স্যাম রেনল্ডস বলেছেন বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে আমেরিকার এলএনজি কেনার জন্য দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষর করা একটি ব্যয়বহুল সিদ্ধান্ত ভুল হবে। কেননা এতে গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এম্বার (এমবাইআর) এর একটি নতুন গবেষণার কথা উদ্ধৃত করে বলা হয়, থাইল্যান্ড, কোরিয়া এবং পাকিস্তানের মতো দেশগুলো তাদের জিডিপির ৫ শতাংশের বেশি খরচ করে জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানিতে। নতুন করে এলএনজি আমদানির খরচ বৃদ্ধি পেলে ফলে জ্বালানি খাত বেড়ে যাবে। সেই সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এশিয়ার টেকসই ভবিষ্যতের জন্য অধিক সম্ভাবনাময়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ খাতে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, যার ৯৯ ভাগ এখনো অব্যবহৃত রয়ে গেছে। মার্কিন শুল্ক ঝড়ের বাধা সত্ত্বেও, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত এগিয়ে যেতে পারে। সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (সিআরইএসি) এর বিশেষজ্ঞ লাউরি মাইল্লিভিরটা বলেছেন, কোনো সন্দেহ নেই যে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের নতুন সৌর খাতের ৭০ শতাংশ ও বায়ু বিদ্যুতের ৬০ শতাংশ দখল করবে। এনার্জি শিফট ইনস্টিটিউটের জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টিনা ও বলেছেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক সংকটগুলো থেকে রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে তোলার দিকে মনযোগী হতে হবে এবং ব্যয়বহুল এলএনজি চুক্তি থেকে বিরত থাকতে হবে। রিনিউয়েবলস ফার্স্ট এর বিশেষজ্ঞ মুহাম্মদ বাসিত গৌরী বলেছেন, গ্লোবাল সাউথের বাজারগুলো বিশেষ করে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা দ্রুত নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে, এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জন্য বড় সুযোগ তৈরি করেছে। এদিকে, থাইল্যান্ড বা বাংলাদেশের মতো দেশগুলো যদি এলএনজি অবকাঠামোতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে, তবে সেখানে বিনিয়োগ আটকে পড়ার শঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা সতর্ক করেছেন, বিশ্বের দ্রুত জ্বালানি খাত পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ক্রমে কমে আসছে। এ অবস্থায় ব্যয়বহুল এলএনজি খাতে বিনিয়োগ বাড়ালে ভবিষ্যতে তা বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বাহাত্তরের সংবিধানের আলোকে

গেছে একটি লুটেরা গোষ্ঠীর হাতে। তারা তাদের লুটপাটকে টিকিয়ে রাখার জন্য জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। অথচ রাষ্ট্রের দায়িত্ব হওয়া উচিত ছিল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য তৈরি করা। "তিনি বলেন, "এ দেশে জনসম্মতি ছাড়া ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষমতা কাঠামো এককেন্দ্রিকভাবে একজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, কোথাও কোনো জবাবদিহিতা নেই।" সাকি মনে করেন, গত জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান দেশের রাজনীতিতে একটি নতুন প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে। তিনি বলেন, "এই অভ্যুত্থান একটি সংস্কারধর্মী ঐক্যমতের আকারে সামনে এসেছে। এখন প্রয়োজন, সেই সংস্কার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিশন গঠন করে প্রস্তাবগুলো সুস্পষ্টভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা, যাতে তারা মতামত দিতে পারে।"

গাজায় ইসরায়েলি হামলায়

অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় ৫১ হাজার ৪৯৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন ১ লাখ ১৭ হাজার ৫২৪ জন। গাজার বিভিন্ন এলাকায় হামাস যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ইসরায়েলি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে। হামাসের সামরিক শাখা আল কাসসাম ব্রিগেড এক বিবৃতিতে বলেছে, শনিবার পূর্ব গাজার শুজাইয়া পাড়ায় একটি বাড়িতে অবস্থানকারী ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে তাদের যোদ্ধারা। এতে বেশ কয়েকজন সেনা হতাহত হয়েছেন। এদিকে চলমান যুদ্ধের মধ্যে হামাস শনিবার একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, পাঁচ বছরের যুদ্ধবিরতির শর্তে সব ইসরায়েলি জিম্মিকে একসঙ্গে মুক্তি দিতে প্রস্তুত হামাস। অপরদিকে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি সতর্ক করে বলেছে, গাজায় তাদের খাদ্য মজুত সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে। তারা তাদের মজুতের সর্বশেষ খাদ্যদ্রব্য স্থানীয়দের মাঝে বিতরণ করেছেন। এমতাবস্থায় গাজায় সীমান্ত ক্রসিং খুলে দেওয়ার জন্য ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ১২টি প্রধান মানবিক সংস্থা।

এস আলমের আরও ৫৬৩ একর জমি

সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পদসমূহ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান নিষ্পত্তির পূর্বে সম্পদ হস্তান্তর বা স্থানান্তর হয়ে গেলে পরে উক্ত টাকা উদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এর আগে গত ২৩ এপ্রিল শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ১৫৯ দশমিক ১৫ একর জমি জব্দের আদেশ দেন ঢাকার আদালত। এসব জমি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে অবস্থিত। আর এসব জমির বর্তমান বাজার মূল্য ৪০৭ কোটি টাকা বলে তদন্তকারী কর্মকর্তা আবেদনে উল্লেখ করেন। তারও আগে গত ১৭ এপ্রিল এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে থাকা এক হাজার ৩৬০টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেন আদালত। এসব হিসাবে দুই হাজার ৬১৯ কোটি সাত লাখ ১৬ হাজার টাকা রয়েছে। গত ১৬ জানুয়ারি এস আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের ৩ হাজার ৫৬৩ কোটি ৯৮ লাখ ২১ হাজার টাকার শেয়ার অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন একই আদালত। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ৩৬৮ কোটি ২৫ লাখ ৬৩ হাজার ৫৩০ টাকা মূল্যের ১৭৫ বিঘা সম্পদ জব্দের আদেশ দেন আদালত। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ৪৩৭ কোটি ৮৫ লাখ ২ হাজার ২২৪টি শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব শেয়ারের মূল্য ৫ হাজার ১০৯ কোটি টাকা। এছাড়াও গত ২৩ ফেব্রুয়ারি তাদের আট হাজার ১৩৩ কোটি ৫৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দেন আদালত। গত ১০ মার্চ এস আলমের এক হাজার ছয় বিঘা জমি জব্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে। গত ৯ এপ্রিল তার ৯০ বিঘা জমি জব্দের আদেশ দেন আদালত। একই দিন আদালত তার ঘনিষ্ঠজনদের নামে থাকা ৩৭৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেন।

ঢাকার বায়ুদূষণ রোধে হাইকোর্টের

থাকলে বিশুদ্ধ বাতাস ধরা হয়। ৫১-১০০ হলে তা সহনীয় বা গ্রহণযোগ্য ও ১০১-১৫০ এর মধ্যে হলে সতর্কমূলক বা সংবেদনশীল মানুষের (শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি) জন্য অস্বাস্থ্যকর। ১৫১-২০০ হলে সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর ও বায়ুমান সূচক ২০১-৩০০ হলে বাতাসকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। ৩০১ বা তার বেশি এ কিউ আই স্কোরকে দুর্যোগপূর্ণ বা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার বায়ু দূষণে তিনটি প্রধান উৎস হলো ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলো। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখ সারা বিশ্বের ১২৪টি দূষিত নগরীর মধ্যে ঢাকা ছিল দূষণের দিক থেকে প্রথম। এই দিন ঢাকার বাতাসের বায়ুমান ছিল ২৫০। দীর্ঘদিন ধরে বায়ু দূষণে ভুগছে ঢাকা। এমতাবস্থায় ঢাকার বাতাস পরিশোধনের জন্য পরিবেশগত দিক বিবেচনায় নিয়ে যদি পরিবেশ রক্ষার ব্যবস্থা নেয়া না হয়, তাহলে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে ঢাকা পরিত্যক্ত নগরীতে পরিণত হবে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয় রিটে। কিন্তু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়ায় হাইকোর্টে রিট করেন আইনজীবী মো. মনির উদ্দিন।

নারায়ণগঞ্জে সাত খুনের আসামিদের

সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সরকার হুমায়ন কবির ও সরকারি কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ জাকিরসহ অন্য আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, সাত খুনের মামলায় ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর নূর হোসেন, র‍্যাব-১১-এর চাকরিচ্যুত সাবেক অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারেক সাঈদ মোহাম্মদ, মেজর আরিফ হোসেন ও লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম মাসুদ রানাসহ ২৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদানের আদেশ দেন। পরে উচ্চ আদালতে আপিল করা হয়। ২০১৮ সালে ২২ আগস্ট ১৫ আসামির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল রেখে অন্যান্য আসামির বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেন উচ্চ আদালত। বর্তমানে মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সাড়ে ছয় বছর ধরে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়ায় বিগত আওয়ামী লীগ সরকারকে দায়ী করেন নিহতের স্বজনরা। নিহত তাজুল ইসলামের ছোট ভাই সাইফুল ইসলাম রাজু বলেন, 'আসামিরা আওয়ামী লীগের নেতা ও আওয়ামী লীগ সরকারের কর্মকর্তা হওয়ায় তাদের রক্ষা করতে এত টালবাহানা করছিল। এ কারণে গত ১১ বছরেও বিচার পাইনি।' নিহত প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলামের ছোট ভাই আব্দুস সালাম বলেন, '১১ বছর ধরে সাত খুনের বিচার পাইনি। এই মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নূর হোসেন ছিল শামীম ওসমানের পালিত লোক। আর নূর হোসেন সব সময় শামীম ওসমানের সঙ্গে ... কিছুদিন আগে জিয়াউল আহসান বলেছে শামীম ওসমান এই সাত খুনের ব্যাপারে সব জানে। আসামিদের রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানাই।' নিহত আইনজীবী চন্দন সরকারের মেয়ে সুস্মিতা সরকার বলেন, 'আমার বাবা হত্যার ১১ বছর হয়েছে। সরকারের কাছে আমার আবেদন হচ্ছে, এই মামলার রায় যেন দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যকর করা হয়।' নিহত কাউন্সিলর নজরুল ইসলামের স্ত্রী ও মামলার বাদী সেলিনা ইসলাম বিউটি বলেন, 'মামলার শুরু থেকেই এখন পর্যন্ত আসামিদের লোকজন আমাদের নানাভাবে হুমকি দিয়ে আসছে। এ ছাড়া মামলা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া আসামিরা সব সময় আমাদের হুমকি-ধমকি দিয়ে আসছে। ফলে আমরা সব সময় আতঙ্কে থাকি, ভয়ে থাকি।' বাদীপক্ষের আইনজীবী সাখাওয়াত হোসেন খান বলেন, 'এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী র‍্যাবকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। র‍্যাবের কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় তাদের সাত জনকে তুলে নিয়ে হত্যা করে গুম করা হয়।' সাবেক এমপি শামীম ওসমান ও র‍্যাবের তৎকালীন অতিরিক্ত মহাপরিচালক জিয়াউল এই মামলার জড়িত রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'মামলার প্রধান আসামি কর্নেল তারেক সাঈদ সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার মেয়ের জামাতা। অন্য আসামিরাও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের আত্মীয়স্বজন। ওই সময় যদি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করা হতো তাহলে সাবেক এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমান ও র‍্যাবের তৎকালীন অতিরিক্ত মহাপরিচালক জিয়াউলের নাম উঠে আসতো। তারাও এই ঘটনায় জড়িত ছিল। তাদেরকে সরকার (আওয়ামী লীগ সরকার) রক্ষা করেছে। যে কারণে তাদের এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়নি।' বিগত সরকার মামলার শুনানি আটকে রেখেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'অ্যাপিলেট ডিভিশনে মামলাটি আটকে আছে। বিগত সময়ে শেখ হাসিনার সরকার এই রায়কে বিলম্বিত করার চেষ্টা করেছে এবং অ্যাপিলেট ডিভিশনে যাতে শুনানি না হয় তা নিশ্চিত করেছে। তবে বর্তমান সরকার এই মামলার রায় দ্রুত কার্যকর করলে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।' নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পিপি আবুল কালাম আজাদ জাকির বলেন, 'আসামিপক্ষরা কোনও রকমের সুবিধা নিতে পারবে না। আশা করি, মামলাটি দ্রুত নিষ্পন্ন হবে।' উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ আদালতে মামলায় হাজিরা দিয়ে ফেরার পথে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের ফতুল্লার লামাপাড়া এলাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-২ নজরুল ইসলাম, তার সহযোগী মনিরুজ্জামান স্বপন, তাজুল ইসলাম, বন্ধু সিরাজুল ইসলাম লিটন, মনিরুজ্জামান স্বপনের গাড়িচালক জাহাঙ্গীর আলম, আইনজীবী চন্দন কুমার সরকার এবং তার ব্যক্তিগত গাড়িচালক ইব্রাহিমসহ সাত জন অপহৃত হন। অপহরণের তিন দিন পর ৩০ এপ্রিল নজরুল ইসলামসহ ৬ জন ও ১ মে সিরাজুল ইসলাম লিটনের লাশ শীতলক্ষ্যা নদীর বন্দরের শান্তিরচর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় নিহত নজরুল ইসলামের স্ত্রী সেলিনা ইসলাম বিউটি ও নিহত আইনজীবী চন্দন সরকারের জামাতা বিজয় কুমার পাল বাদী হয়ে ফতুল্লা থানায় আলাদা দুটি মামলা করেন।

কবি দাউদ হায়দারের নির্বাসিত জীবনের চিরমুক্তি

স্টাফ রিপোর্টার : 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ'- পংক্তিমালা এসেছিল যার কলম হয়ে, সেই নির্বাসিত কবি দাউদ হায়দার চলে গেলেন জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে। গত শনিবার রাতে জার্মানির রাজধানী বার্লিনের একটি বয়স্ক নিরাময় কেন্দ্রে মৃত্যু হয় ৭৩ বছর বয়সী এই কবির। তার ভাতিজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শাওন্তী হায়দার বলেন, স্থানীয় সময়ে রাত ৯টা ২০ মিনিটে মারা গেছেন চাচা। বিস্তারিত পরে আমরা জানাতে পারব। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক আরিফ হায়দার বলেন, তার ভাই দাউদ হায়দার জার্মান সরকারের ব্যবস্থাপনায় থাকায় তার শেষকাজ সেখানকার সরকারি ব্যবস্থাপনায় হতে পারে। বাঙালি কমিউনিটি চাইলে তাদের ব্যবস্থাপনাতেও হতে পারে। ১৯৭৪ সালে দেশ ছাড়ার পর কয়েক বছর কলকাতায় কাটিয়ে ১৯৮৭ সালে সেখান থেকে জার্মানিতে চলে যান দাউদ হায়দার। এরপর থেকে সেখানেই ছিলেন তিনি। চিরকুমার দাউদ হায়দার আগে থেকেই নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। গতবছর ডিসেম্বরে বার্লিনের বাসার সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে তিনি মাথায় আঘাত পান। সে সময় তাকে হাসপাতালের আইসিইউতেও নিতে হয়। এরপর হাসপাতাল ছাড়লেও আর সুস্থ জীবনে ফিরতে পারেননি দাউদ হায়দার। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পাবনায় দাউদ হায়দারের জন্ম। তিনি একাধারে কবি, লেখক এবং সাংবাদিক। ১৯৭৪ এর ২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় তার কবিতা 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায় কালো বন্যায়' প্রকাশিত হলে 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের' অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে ১১ মার্চ তাকে আটক করে পুলিশ। ২০ মে মুক্তি দেওয়া হলেও কবিকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি তখনকার সরকার। পরদিন সকালে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে তাকে একপ্রকার খালি হাতে কলকাতায় পাঠানো হয়। কবি লিখেছিলেন, সে সময় তার কাছে ছিল মাত্র ৬০ পয়সা, কাঁধে ঝোলানো একটি ব্যাগে ছিল কবিতার বই, দুজোড়া শার্ট, প্যান্ট, স্লিপার আর টুথব্রাশ। আমার কোনো উপায় ছিল না। মৌলবাদীরা আমাকে মেরেই ফেলত। সরকারও হয়ত আমার মৃত্যু কামনা করছিল,"লিখেছিলেন দাউদ হায়দার। আরিফ হায়দার বলেন, কবি দাউদ হায়দার ১-২ বছরের নিয়মিত বিরতিতে কলকাতায় আসতেন। "সেখানে ভাই-বোনরা মিলে যেতাম, সবার দেখা হতো। সবশেষ ২০২৪ সালে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, সাধারণত কলকাতা বইমেলায় উনি আসতেন। মাসখানেকের মতো সময়ের জন্য আসতেন। উনি জার্মানিতে একাই থাকতেন। দাউদ হায়দারের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ', 'সম্পন্ন মানুষ নই', 'নারকীয় ভূবনের কবিতা', 'যে দেশে সবাই অন্ধ', 'ধূসর গোধূলি ধূলিময়', 'আমি ভালো আছি, তুমি?' তার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে আরও রয়েছে-'নির্বাসিত', 'সংগস অব ডেস্পায়ার', 'এই শাওনে এই পরবাসে', 'বানিশম্যান্ট', 'আমি পুড়েছি জ্বালা ও আগুনে', 'এলোন ইন ডার্কনেস অ্যান্ড আদার পোয়েমস', 'হোল্ডিং অ্যান আফটারনুন অ্যান্ড আ লিথ্যাল ফায়ার আর্ম', 'অবসিডিয়ান'। দাউদ হায়দারের বহুল আলোচিত আত্মজীবনী 'ইল্লিন ঝিল্লিন'-এ উঠে এসেছে পাবনার দোহারপাড়া গ্রামে কবির বেড়ে ওঠার কাহিনী। অন্যদিকে ষাট দশকের শেষভাগ থেকে তার কবি ও বহুমাত্রায় প্রেমিক হয়ে ওঠার সত্য গল্পের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ সময়ের খণ্ড ছবি আছে তাতে। দাউদ হায়দারের ভাইদের মধ্যে প্রয়াত হয়েছেন নাট্যকার জিয়া হায়দার, কথাশিল্পী রশীদ হায়দার ও কবি মাকিদ হায়দার। অন্যদের মধ্যে রয়েছেন জাহিদ হায়দার, আবিদ হায়দার ও আরিফ হায়দার। তারা সবাই সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। কবি দেশান্তরী হওয়ার গভীর বেদনার কথা লিখেছেন 'তোমার কথা' কবিতায়।

পটুয়াখালীতে ধর্ষণের শিকার জুলাই শহীদকন্যার আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : পটুয়াখালীর দুমকিতে দলবেঁধে ধর্ষণের শিকার সেই কিশোরী গত শনিবার রাতে ঢাকায় আত্মহত্যা করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঢাকার আদাবর থানার ওসি এস এম জাকারিয়া গত শনিবার রাতে বলেন, "মেয়েটি বাসায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল থেকে রাত ১২টার দিকে আমাদের জানানো হয়।" বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় এই কিশোরীর বাবা প্রাণ হারান। পটুয়াখালীর দুমকিতে বাবার কবর জিয়ারত করতে যাওয়ার সময় গত মার্চে ধর্ষণের শিকার হন মেয়েটি। দলবেঁধে ধর্ষণের ঘটনায় ২০ মার্চ দুজনকে আসামি করে মামলা করেন কিশোরী। আসামিদের একজন জনতা কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র শাকিব মুন্সি (১৯) এবং অন্যজন স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণির ছাত্র (১৭)। ওইদিন রাতেই প্রধান আসামি শাকিবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আরেক আসামিকেও পরদিন আইনের আওতায় নেওয়ার কথা পুলিশ জানিয়েছিল। কিশোরীর বাবা ১৯ জুলাই আন্দোলনের সময় রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন। ১০ দিন পর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মামলার বরাতে পুলিশ জানায়, তার বাবাকে পটুয়াখালীতে কবরস্থ করা হয়। বাবার কবর জিয়ারত করার পর নানা বাড়ি যাওয়ার সময় দুমকি থানা এলাকায় আসামিরা মেয়েটির পিছু নেয়। এক সময় হঠাৎ মুখ চেপে ধরে তাকে রাস্তার পাশের একটি বাগানে নিয়ে ধর্ষণ করে তারা। ধর্ষণের ঘটনার ছবি তুলে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ারও হুমকি দেয়। আলোচিত ওই ধর্ষণের ঘটনার বিচার দাবি করে আন্দোলনের নেতারা বিভিন্ন সময় বিবৃতিও দিয়েছেন। মেয়েটি ঢাকার আদাবর থানা এলাকার শেখেরটেকে পরিবারের সঙ্গে থাকছিল। গত শনিবার রাতে সেখানেই সে আত্মাহুতির পথ বেছে নেয় বলে আদাবর থানার ওসি জানান। খবর জেনে রাতে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে জড়ো হন শহীদ পরিবারটির আত্মীয় স্বজনরা। মেয়েটির বাবার একজন চাচাতো ভাই বলছেন, ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর মেয়েটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। বিচার হবে কিনা তা নিয়েও তার মনের মধ্যে শঙ্কা ছিল।

মেট্রোরেল, সড়ক, রেল ও বিদ্যুৎসেবা বন্ধ হলে তাৎক্ষণিক টিভিতে প্রচারের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : বিদ্যুৎ, মেট্রোরেল, সড়ক ও রেলপথের গ্রাহক বা যাত্রীসেবায় কোনও ধরনের বিঘ্ন ঘটলে তা তাৎক্ষণিক টেলিভিশনের স্ক্রলের মাধ্যমে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। গতকাল রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এ সংক্রান্ত একটি দাফতরিক নির্দেশনা জারি করেছেন। নির্দেশনায় বলা হয়, গত শনিবার মেট্রোরেল চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে এবং খুলনা অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঘটনা ঘটে। তবে এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার প্রধানেরা উপদেষ্টাকে কোনও তথ্য দেননি। বরং উপদেষ্টা বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে জানতে পারেন। নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, এখন থেকে যেকোনও গ্রাহক বা যাত্রীসেবা বিঘ্নের ঘটনা দ্রুত টিভি স্ক্রলে প্রচার করতে হবে। একইভাবে, সেবা পুনরায় চালু হলে সেটাও জানাতে হবে এবং এ ধরনের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে, মনে রাখতে হবে, গ্রাহক ও যাত্রীসেবা আমাদের দয়া নয় বরং দায়িত্ব। সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, মেট্রোরেল চলাচল ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিষয়ে সময় মতো ব্যবস্থা না নেওয়ায় এবং জনগণকে অবহিত না করায় উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোর কাছে ব্যাখ্যাও চেয়েছেন। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো যায়, সে জন্য এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আসামিপক্ষে আইনজীবী নিয়োগ

মাগুরার আলোচিত শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় তিন জনের সাক্ষ্যগ্রহণ

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরার আলোচিত সেই শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় প্রথম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়। আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল রোববার সকালে মাগুরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক এম জাহিদ হাসানের আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন মামলার বাদী শিশুটির মা আয়েশা খাতুন, প্রতিবেশী জলি খাতুন ও অসুস্থ শিশুকে বহনকারী ভ্যানচালক রুবেল হোসেন। এ ছাড়া এ দিন লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে আসামিদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন আইনজীবীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অভিযুক্ত হিটু শেখ ইতিপূর্বে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলেও আজ আদালতে সেসহ সকল আসামি নিজেদের নির্দোষ দাবি করায় লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে তাদের পক্ষে সোহেল আহমেদকে আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে নিরাপত্তার কারণে তিনি আদালতে কোনও যুক্তিতর্কে অংশ নেননি। শিশুর পক্ষে মামলায় অংশগ্রহণ করেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পিপি মনিরুল ইসলাম মুকুল। তাকে সহযোগিতা করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গঠিত পাঁচ আইনজীবী প্যানেলের সদস্যরা। প্রসঙ্গত, গত ১৩ মার্চ ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় ধর্ষণের শিকার ৮ বছরের শিশুটি। এর আগে মাগুরা শহরের নিজনান্দুয়ালী গ্রামে বোনের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে ৬ মার্চ ধর্ষণের শিকার হয় সে। সারা দেশে শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে নামেন। স্থানীয় আইনজীবীরাও এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিচার দাবির পাশাপাশি আসামিপক্ষকে কোনও প্রকার আইনি সহায়তা না দেওয়ার ঘোষণা দেন।

প্রথমবার বাংলাদেশ-ভারতে একই সময়ে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা, খুশি হলেও হতাশ জেলেরা

স্টাফ রিপোর্টার : গত ১৫ এপ্রিল দিবাগত রাত থেকে ৫৮ দিনের জন্য বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তবে এবারই প্রথম ভারতের সঙ্গে মিল রেখে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় জেলেরা খুশি হলেও সরকারি সহায়তা না পাওয়ার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা। এতে বিগত দিনের ঋণের বোঝা ও নিষেধাজ্ঞার দিনগুলোতে সংসারের ব্যয় নিয়ে চিন্তিত মোংলা ও সুন্দরবন উপকূলের কয়েক হাজার জেলে। গতকাল রোববার সরেজমিনে মোংলা উপজেলার চাঁদপাই, চিলা ও জয়মনি এলাকায় গিয়ে জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মোংলা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে নিবন্ধিত জেলে রয়েছে সাত হাজার। আর অনিবন্ধিত ১২ হাজার জেলে। তাদের সবারই সাগর এবং সুন্দরবনের লাগোয়া নদ-নদীতে মাছ ধরেই জীবিকা চলে। এ ছাড়া সুন্দরবন উপকূলের শরণখোলায় নিবন্ধিত ২৭ হাজার ও অনিবন্ধিত ৪৫ হাজার, মোড়েলগঞ্জের নিবন্ধিত ২১ হাজার ও অনিবন্ধিত ৪০ হাজার এবং রামপালের নিবন্ধিত তিন হাজার ও অনিবন্ধিত পাঁচ হাজার জেলে রয়েছে। তাদেরও পেশা মাছ ধরা এবং তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। কিন্তু সাগর বা নদ-নদীতে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা শুরু হলে নিবন্ধিত জেলেদের জন্য অবরোধকালীন খাদ্য সহায়তার চাল বরাদ্দ হলেও অনিবন্ধিত জেলেদের জন্য সরকারিভাবে কোনও সহযোগিতা নেই। এসব জেলেদের রয়েছে অন্তত প্রায় ১৫ হাজার মাছ ধরার ছোট-বড় নৌকা। এতে লক্ষাধিক জেলে নিয়মিত সাগরে মাছ শিকার করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করলেও সব রকম সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জানা যায়, বঙ্গোপসাগরে রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ। আরও ১৭৫ প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত বা স্থান পরিবর্তন করেছে। এদিকে, প্রতিবছর ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞার বদলে ভারতের সঙ্গে মিল রেখে ১৫ এপ্রিল মধ্যরাত থেকে ১১ জুন পর্যন্ত ৫৮ দিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সরকার। অবরোধের সময়সীমা কমিয়ে পুনর্বিন্যাস করায় খুশি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত-অনিবন্ধিত জেলেরা। কারণ হিসেবে তারা বলেছেন- আগের বছরগুলোতে বাংলাদেশের জলসীমায় মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা ছিল ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই। আর ভারতীয় জেলেদের ১৫ এপ্রিল থেকে ১৩ জুন। ফলে যখন বাংলাদেশ জেলেরা অবরোধে অলস সময় কাটাতেন, তখন সাগরে দাপিয়ে বেড়াতো ভারতীয় জেলেরা। সমুদ্রসীমা লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের মাছ লুটে নিত ভারতীয় জেলেরা। তবে এবার একই সময় নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ায় বাংলাদেশের উপকূলের জেলেরা খুশি। এ বিষয়ে জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতির মোংলা শাখার সভাপতি বিদ্যুৎ মণ্ডল ও সাধারণ সম্পাদক রশিদ হাওলাদার বলেন, একই সময় নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় এখন আর ভারতীয় জেলেরা হাজার হাজার টন ইলিশসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ চুরি করতে পারবে না। ভারতের জেলেরা ওই মাছ লুট করে নিয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের জেলেরা পরে গিয়ে আর মাছ না পেয়ে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে আসে। সমিতি বা এনজিও থেকে হাজার হাজার টাকা ঋণ করে সাগরে যায়, কিন্তু মাছ পায় না, সব ভারতের জেলেরা নিয়ে যায়। এভাবেই বাংলাদেশের জেলেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মাথার ওপরে বিশাল আকারে দেনার চাপ থাকে তাদের। ভারতের সঙ্গে মিল রেখে প্রথমবারের মতো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় জেলেরা খুশি হলেও সরকারি সহায়তা না পাওয়ার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা। সুন্দরবন উপকূলের জেলে চিন্ময় ঢালী, জামাল শেখ, নাথন বিশ্বাস, মখোশ সরকার, কামাল শেখ, বছির উদ্দিন, নোয়াব আলী ও জাকির হোসেন বলেন, তাদের মতো অনেকেই প্রকৃত জেলে হয়েও নিবন্ধিত না হওয়ায় সরকারি কোনও সহায়তা পায় না। সরকারের দেয়া এ অবরোধের সময়ে একদিকে ঋণের বোঝা, অপরদিকে সংসারের খরচ মেটাতে চিন্তিত তারা। জেলেদের দ্বৈত পেশা না থাকায় বেশি করে সরকারি সহায়তা দেওয়া উচিত। যারা পায় তাদেরও সঠিক সময়ে দেওয়া হয় না। এ ছাড়াও সকল ঋণদাতা এনজিও বা সমিতিকে মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা সময়ে কিস্তি বন্ধ রাখার দাবি জানান তারা। এ প্রসঙ্গে মোংলা উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশের অংশেই বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ বেশি পাওয়া যায়। যার ফলে প্রতিবেশী দেশ ভারতের জেলেরা অবৈধভাবে সমুদ্রসীমা লঙ্ঘন করে এখান থেকে মাছ লুটে নেয়। কিন্তু বর্তমান সরকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবারই প্রথম ভারতের সঙ্গে মিল রেখে বাংলাদেশে ৫৮ দিন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই সময় বাংলাদেশ বা ভিনদেশি কোন জেলে আইন অমান্য করে মাছ শিকারের চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী ও মৎস্য বিভাগ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। এদিকে, নিষেধাজ্ঞার সময় বাংলাদেশের নিবন্ধিত জেলেদের মাথাপিছু ৮৬ কেজি করে চাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। খুব শিগগির জেলেদের মাঝে তা বিতরণ করা হবে এবং অনিবন্ধিত জেলেদের বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানান এই মৎস্য কর্মকর্তা।

শ্রীপুরে স্ত্রীকে হত্যার পর শ্বশুরকে লাশ নিয়ে যেতে বলা সেই স্বামী গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুরে নাদিরা বেগমকে (৩১) হত্যার ঘটনায় প্রধান আসামি স্বামী আমিনুল ইসলাম খোকনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-১ গাজীপুর পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের সদস্যরা। গত শনিবার দুপুর সোয়া ১টায় সিলেট মহানগরীর সুরমা থানাধীন হুমায়ুন রশিদ চত্বর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এদিন রাত ১১ টায় র‍্যাব-১ পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের কমান্ডার (পুলিশ সুপার) কে এম এ মামুন খান চিশতী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতার আমিনুল ইসলাম খোকন ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার সোহাগী ইউনিয়নের জিগাতলা (মাইঝহাটি) গ্রামের ফখরুউদ্দিনের ছেলে। তিনি তার স্ত্রী নাদিরা বেগমকে নিয়ে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের কাপাটিয়াপাড়া গ্রামের কামরুজ্জামানের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। নাদিরা বেগম ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বগাপুতা গ্রামের নজরুল ইসলামের মেয়ে। তিনি স্বামীর সঙ্গে শ্রীপুরের ওই কপাটিয়াপাড়ায় ভাড়া বাসায় থেকে পাথারপাড় এলাকার ক্রাউন ওয়্যারস লিমিটেড পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। র‍্যাব কর্মকর্তা পুলিশ সুপার কে এম এ মামুন খান চিশতী জানান, বৃহস্পতিবার সকাল ৭টায় ভাড়া বাড়ির কক্ষে আমিনুল ইসলাম খোকন তার স্ত্রী নাদিরা বেগমকে গলায়, মাথায় এবং শরীরে বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে হত্যা করে। পরে সে তার শ্বশুর নজরুল ইসলামকে মোবাইল ফোনে হত্যার বিষয়টি জানিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ভিকটিমের বাবা নজরুল ইসলাম শ্রীপুর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনাটিতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলে র‍্যাব-১ গাজীপুর পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের একটি দল ছায়াতদন্ত শুরু করে এবং আসামিকে গ্রেফতারের জন্য গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে। পরে তথ্যপ্রযুক্তি এবং ইন্ট উইং (র‍্যাব সদর দফতরের তথ্যের ভিত্তিতে) আসামীর অবস্থান নিশ্চিত হয়। র‍্যাব-৯-এর সহযোগিতায় সিলেট মহানগরীর সুরমা থানাধীন হুমায়ুন রশিদ চত্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামি আমিনুল ইসলাম খোকনকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামি র‍্যাবের কাছে স্বীকার করেছে সে তার স্ত্রীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়েছিল। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আসামিকে গাজীপুরের শ্রীপুর থানায় সোপর্দ করা হয়।

বিশেষ অভিযানে সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ১৫০৮

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৯৭৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন আরও ৫৩৫ জন। গতকাল রোববার পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) ইনামুল হক সাগর এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৯৭৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন আরও ৫৩৫ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৫০৮ জনকে। অভিযানে ৬ রাউন্ড সীসা কার্তুজ, ৩টি ছোরা, ৩টি চাইনিজ কুড়াল, ২টি চাপাতি, ১টি বিদেশি পিস্তল, ১০পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১ টি মাহিন্দ্রা ১১০ সিসির মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়। বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানিয়েছেন পুলিশ সদর দপ্তরের এই কর্মকর্তা।

পটুয়াখালীতে নিজ ঘর থেকে ছাত্রদল নেতার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : পটুয়াখালীতে মো. সরোয়ার আহমেদ তালুকদার (২৮) নামের এক ছাত্রদল নেতার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের সদস্যদের দাবি তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। গত শনিবার রাত ৮টার দিকে সদর উপজেলার টাউনকালিপুর ইউনিয়নের টেঙ্গাতলা গ্রামে নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত সরোয়ার সদর উপজেলার টাউনকালিপুর ইউনিয়নের টেঙ্গাতলা এলাকার আলতাফ তালুকদারের ছেলে। তিনি কালিকাপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সদর থানা পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে পটুয়াখালী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

সম্পাদকীয়

কুয়েটে ফের অস্থিরতা
স্বাভাবিক পরিস্থিতি কাম্য

আবারও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট)। উপাচার্যকে অপসারণের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করছিলেন ৩২ জন ছাত্র। এর আগে হল খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে সাড়া না পেয়ে তারা সংবাদ সম্মেলন করে উপাচার্যের পদত্যাগে এক দফা দাবির ঘোষণা দেন। উল্লেখ্য, গত ৮ ফেব্রুয়ারি কুয়েটে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। পরদিন প্রশাসনিক ভবনসহ সব একাডেমিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। সেদিন দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় কুয়েটে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি সব আবাসিক হল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এদিকে গত সোমবার সিন্ডিকেট সভায় ৩৭ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় কুয়েট প্রশাসন। ফলে ক্যাম্পাসে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। এ পরিস্থিতির অবসান জরুরি। গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আশা করা হয়েছিল, ছাত্রসমাজ পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে ইতিবাচক ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বেশকিছু ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছিল। পরবর্তীকালে সেই ঐক্যে যে ফাটল ধরে, আমরা এর বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই কুয়েটে। এটি কাম্য নয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিলে এর সুযোগ নিয়ে অপশক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আমরা দেখেছি, গত সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতির নামে পেশিশক্তি ও একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের মহড়া চলেছে। দেশে এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মনোনিবেশ করতে হবে। ক্যাম্পাসে সবসময় শান্তি বজায় রাখতে হবে। বহিরাগতদের তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। বস্তুত শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়, এমন যে কোনো কিছু করা থেকে সবাইকে বিরত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমন দায়িত্ব রয়েছে সব ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীদেরও। আমরা আশা করব, কুয়েটে যে অস্থির পরিস্থিতি বিরাজ করছে, শিগগিরই তার অবসান হবে এবং শুরু হবে একাডেমিক কার্যক্রম। দেশের সব উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে শান্তি ও শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি।

২০ শয্যার হাসপাতাল: অবকাঠামো আছে, সেবা নেই

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিগত এক দশকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাম ও তৃণমূল পর্যায়ে হাসপাতাল নির্মাণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার যে লক্ষ্য সরকার নিয়েছিল, তা ভুক্তভোগীদের জন্য আশার আলো জাগিয়েছে। তবে খানসামা উপজেলার সদরে ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের বাস্তবতা দেখলে একরকম বেদনার ছাপ দেখা যায়। ২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর খানসামা সদরের এই হাসপাতালটি উদ্বোধন করা হয়–কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজও এটি চিকিৎসাসেবা দিতে পারছে না কেবল জনবল নিয়োগ না হওয়ায়।

> স্বাস্থ্যসেবাকে বাস্তবিক অর্থে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে শুধু নির্মাণ নয়, বরং সেবাদান-প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার দিকেই জোর দিতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। খানসামা সদরের এই হাসপাতাল যেন আর একটি 'প্রদর্শনীর অবকাঠামো' হয়ে না থাকে, সেটাই আজ সময়ের দাবি

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও এই হাসপাতালটি বছরের পর বছর তালাবদ্ধ পড়ে থাকায় জনগণের করের টাকায় নির্মিত এই প্রতিষ্ঠানটি যেন এক ওবিলাসী অবকাঠামোয় পরিণত হয়েছে। হাসপাতালটি চালু হলে খানসামার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও আশপাশের উপজেলা যেমন বীরগঞ্জ, দেবীগঞ্জ ও নীলফামারীর মানুষও চিকিৎসাসেবা পেতেন। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় একদিকে যেমন স্থানীয় মানুষ চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, অন্যদিকে দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার ফলে যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে পড়ছে, এমনকি কিছু চুরিও হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন একাধিকবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগের জন্য চিঠি দিলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। এটি শুধু স্থানীয়দের প্রতি অবিচার নয়, বরং জাতীয় সম্পদের অপচয় বলেই গণ্য হওয়া উচিত। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালের আর্থিক কোড চালু করে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। একজন আবাসিক চিকিৎসক থেকে শুরু করে নার্স, টেকনিশিয়ান, নিরাপত্তাকর্মী–সব পর্যায়ে দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ছাড়া হাসপাতালটির কার্যকারিতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে হাসপাতালের বিদ্যমান অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবাকে বাস্তবিক অর্থে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে শুধু নির্মাণ নয়, বরং সেবাদান-প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার দিকেই জোর দিতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। খানসামা সদরের এই হাসপাতাল যেন আর একটি 'প্রদর্শনীর অবকাঠামো' হয়ে না থাকে, সেটাই আজ সময়ের দাবি।

ব্যাটারিচালিত রিকশা: অব্যবস্থাপনার গতি রোধ করবে কে?

চট্টগ্রাম মহানগরীতে দিন দিন বাড়ছে ব্যাটারিচালিত রিকশার অনিয়ন্ত্রিত চলাচল। অলিগলি থেকে শুরু করে শহরের প্রধান সড়ক–সবখানেই এখন এই যানবাহনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দাবি, এসব রিকশা মূল সড়কে চলে না। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, অভিযান চলছে এবং অনুমোদনবিহীন রিকশা আটক করা হচ্ছে। বাস্তবতা অবশ্য একেবারেই ভিন্ন। সিটি কর্পোরেশন ও পুলিশ প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চট্টগ্রামের প্রায় অনায়াসেই চলাচল করছে হাজার হাজার ব্যাটারিচালিত রিকশা। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর এদের চলাচল আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এমনকি মূল সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা এসব রিকশা যানজটের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একই সঙ্গে, এগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ গঠন এবং অপ্রশিক্ষিত চালকদের অনিয়ন্ত্রিত গতি ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা। তাছাড়া, এসব রিকশা যেভাবে উচ্চ ক্ষমতার ব্যাটারিগুলোর চার্জ দেওয়া হয় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহার করে–যা দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতির পেছনে জটিল বাস্তবতা রয়েছে। অনেক গ্যারেজ মালিক রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্যের ছত্রচ্ছায়ায় এসব রিকশা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, ট্র্যাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে যেসব সড়কে এসব রিকশা চলাচল নিষিদ্ধ তা চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবে সেই নির্দেশনা কার্যকর হয়নি। স্থানীয়ভাবে ব্যাটারিচালিত রিকশা একটি রুটি-রুজির উৎস হয়ে দাঁড়ালেও, অব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অবৈধতার কারণে এটি এখন শহরের এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সময় এসেছে, এই সমস্যাকে অস্বীকার না করে বাস্তবভিত্তিক ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার। সবার আগে দরকার–যানবাহন নিবন্ধন, চালকদের প্রশিক্ষণ, ব্যাটারি ব্যবস্থাপনায় বৈধতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শহরের সুনির্দিষ্ট এলাকায় চলাচলের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, যেখানে এসব রিকশা যানজট বা দুর্ঘটনার কারণ নয়। পাশাপাশি অবৈধ চার্জিং পয়েন্টগুলো বন্ধ করতে হবে কঠোর নজরদারির মাধ্যমে।

> স্থানীয়ভাবে ব্যাটারিচালিত রিকশা একটি রুটি-রুজির উৎস হয়ে দাঁড়ালেও, অব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অবৈধতার কারণে এটি এখন শহরের এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সময় এসেছে, এই সমস্যাকে অস্বীকার না করে বাস্তবভিত্তিক ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার

ভূমিকম্প ঝুঁকিতে দেশ : মোকাবিলায় প্রস্তুতি প্রয়োজন

কামরুজ্জামান

পৃথিবীতে যতগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ রয়েছে তারমধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে ভূমিকম্প। এর কারণ হচ্ছে-ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্বসতর্কতা জানতে না পারা। মানুষের দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার হলেও ভূমিকম্প সম্পর্কে বিস্তর গবেষণা ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ চললেও ভূমিকম্পের আগাম সতর্কতা সম্পর্কে এখনও মানুষ সঠিক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়নি। আর এ কারণেই কোনো একটি অঞ্চল বা দেশে ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতি হয় ভয়াবহ। ভূমিকম্প এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা খুব অল্প সময়ে সংগঠিত হয় এবং ভূ-কম্পনের কারণে ভূপৃষ্ঠের ওপরের স্থাপনার ওপর প্রভাব পড়ে। মুহূর্তে বাড়িঘর, দালানকোঠা, বড় বড় ভবন, অট্টালিকা, সেতু, কালভার্ট সবকিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এমনকি ভূমিকম্প সমুদ্রে হলে সুনামির মতো ঘটনাও ঘটে। ভূমিকম্প আসলে কি? পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক শক্তির কারণে আলোড়ন সৃষ্টি হলে ভূপৃষ্ঠে কম্পন অনুভূত হয়। এই কম্পনই হচ্ছে ভূমিকম্প। প্রাকৃতিক শক্তির সৃষ্টি হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরে খনিজ পদার্থের স্থানচ্যুতির কারণে এবং পৃথিবীর প্লেটগুলোর চলমান গতি শক্তির কারণে। আমরা জানি, পৃথিবী সাতটি প্রধান মহাদেশীয় প্লেট এবং ২০টি ছোট ছোট প্লেটে বিভক্ত। এই সব প্লেট সবসময়ই চলমান। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসীমা ভারত, বার্মা ও ইউরেশিয়ান এই তিনটি গতিশীল প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ভূ-অভ্যন্তরে খনিজ পদার্থের স্থানচ্যুতি, প্লেটগুলোর ঘূর্ণন গতি, ভূ-অভ্যন্তরে পানির প্রবেশ, শিলাতে ভাজের সৃষ্টি, ভূ-অভ্যন্তরে উত্তাপের ফলে অতিরিক্ত বাষ্পের উপস্থিতি ভূমিকম্প সৃষ্টির অন্যতম কারণ। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি বাংলাদেশে প্রায়শই ছোট ছোট ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে। ভৌগোলিক সময় পুঞ্জি বিশ্লেষণে দেখা যায়-কোনো একটি এলাকায় বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার পূর্বে ছোট ছোট ভূমিকম্প অনুভূত হতে থাকে। এবং ওই স্থানে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় হতে থাকে। সম্প্রতি ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় বৃহত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট এর কাছাকাছি ভারত ও বার্মা প্লেট এর আশপাশে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। গত ২৮ মার্চ মায়ানমারে ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়। মৃতের সংখ্যা প্রায় ৫০০০ জনের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। থাইল্যান্ডেও এর প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশেও ভূকম্প অনুভূত হয়। প্রাণহানি ছাড়াও মায়ানমারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এরই মধ্যে আবারও বাংলাদেশে মৃদু আকারের আরও একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। মায়ানমারের ভূমিকম্পসহ বাংলাদেশ ও তার আশপাশের এলাকায় যেভাবে ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে এ কথা স্পষ্ট করেই বলা যায়, যে কোনো সময় বাংলাদেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্প সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাধারণত ৬ থেকে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলে এটিকে মাঝারি মাপের ভূমিকম্প বলে বিবেচনা করা হয়। ৭.৫ মাত্রার বা তার ওপরে হলে বলা হয় উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প। এই অঞ্চলে যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে এর মাধ্যমে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প সংগঠিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের দেশে বড় মাপের ভূমিকম্প হলে খুব বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। ঢাকা শহরসহ সিলেট, চট্টগ্রাম ও প্রধান শহরগুলোতে অনেক ভবন ও বিল্ডিং মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে আছে যেগুলো মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হলেই ভেঙে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে ভূমিকম্প মোকাবিলায় এখনও তেমন কোনো প্রস্তুতি নেই। নেই প্রশিক্ষিত জনবল ও বিশেষ বাহিনী। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশে ৭ মাত্রার ওপরে ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরসহ সিলেট ও চট্টগ্রামের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ ভাগ ভবন নিমিষেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। মারা যেতে পারে অন্তত ৫০ থেকে ৬০ হাজার মানুষ। ভূমিকম্প এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ-সংগঠিত হয়ে গেলে অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া তেমন কিছু করার থাকে না। আমাদের দেশ একটি জনবহুল। এদেশের নগরায়নগুলো হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে। এবং আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ অসচেতন। ফলে ভূমিকম্প হলে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ। ভূমিকম্প অনুভূত হলে করণীয় হচ্ছে-উচ্চ ভবন বা বিল্ডিং এ থাকলে দ্রুত নামার জন্য ভবন থেকে লাফিয়ে পড়া যাবে না। ভূমিকম্পের সময় সম্ভব হলে মাথার ওপর শক্তকরে বালিশ অথবা অন্য কোনো শক্ত বস্তু (কাঠবোর্ড, নরম কাপড় চোপড়ের কু-লি) ধরে রাখতে হবে। ঘরের গ্যাস এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করতে হবে এবং এসব থেকে দূরে অবস্থান নিতে হবে। উঁচু ভবন থেকে দ্রুত নামার জন্য লিফট ব্যবহার করা যাবে না। বাসাবাড়ি বিল্ডিং উঁচু ভবন থেকে ঠা-া মাথায় ধৈর্য নিয়ে খোলা জায়গায় বের হয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। কোনোভাবেই তাড়াহুড়ো করা যাবে না। টিনশেড বাসাবাড়ি, আধাপাকা বাড়ি, টিনশেড বিল্ডিং এই জাতীয় বাড়িঘরে অবস্থান করলে ভূমিকম্প অনুভূত হলে তাৎক্ষণিক খোলা জায়গায় বের হয়ে আসতে হবে। তাহলেই হয়তো শারীরিক ক্ষতি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলায় এখনই প্রস্তুতি প্রয়োজন। ঢাকা শহরসহ সিলেট ও চট্টগ্রাম শহরের পুরাতন ও মেয়াদোত্তীর্ণ ভবন চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলা প্রয়োজন। এটা ভবন মালিক করতে পারে অথবা সরকারিভাবে হতে পারে। এই ক্ষেত্রে সরকারের উচিত হবে আর্থিক একটা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। নতুন বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। শহরের আবাসিক ভবন ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মুখ ও পার্শ্ব রাস্তা প্রশস্ত করা প্রয়োজন। বিশেষ রেসকিউ টিম তৈরি করা অতিব জরুরি যারা ভূমিকম্প সংগঠিত হলে দ্রুত উদ্ধার অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারবে। উদ্ধার অভিযানে ব্যবহৃত আধুনিক টেকনোলজি ও সরঞ্জাম সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন। এবং এসবের ব্যবহারে পারদর্শিতা প্রদর্শন প্রয়োজন। ভূমিকম্প হতে থাকলে করণীয় কি হবে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতনতা করা প্রয়োজন। মোট কথা ভূমিকম্প মোকাবিলায় সরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন, প্রয়োজন দিকনির্দেশনা। ভূমিকম্প সংগঠিত হওয়ার আগেই সতর্ক হতে হবে। অন্যথায় হালে পানি পাওয়া যাবে না।

গাজায় রক্তগঙ্গা: বিশ্ব বিবেক কি মরে গেছে?

রাজু আহমেদ

শুধু এই নৃশংসতার জন্য বিশ্ব মানচিত্র থেকে ইসরাইলকে চিরতরে মুছে দেওয়া উচিত। ১৭৪ জন শিশু, ৮৯ জন মহিলা এবং ৩২ জন বয়স্ক নারী-পুরুষ ইসরাইলের এয়ার স্ট্রাইকে শহিদ হয়েছে। এই ধরনের অপরাধ তারা এবারই প্রথম নয় বরং ১৯১৮ সালে ইসরাইল নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্রমাগত করে চলছে। যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলমান-তার মধ্যেও এমন হামলা বর্বরোচিত, কাপুরুষোচিত এবং সকল আন্তর্জাতিক আইনের ব্যত্যয়। দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা, গোটা আরব বিশ্ব শরাব আর নারীতে নিমগ্ন। ঐক্যবদ্ধ আরবের ইসরাইলকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার। অথচ ইসরাইলের সবচেয়ে বড় বন্ধু কে? মুসলিম রাষ্ট্র। সবচেয়ে বড় শত্রু কে? তাও মুসলিম রাষ্ট্র। শত্রুকে দমনের সময় বন্ধুর সমর্থন তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া! মুসলিমদের মধ্যে এই ভেদাভেদের খেসারত দিচ্ছে ফিলিস্তিনের শিশু ও নারী। পশ্চিমা বিশ্বের মানবাধিকারের ওয়াজ ওদের সাইনবোর্ড। ওরা মূলত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং অস্ত্র ব্যবসায়ী। মানবাধিকার মানে মানুষের অধিকার। সেখানে মুসলিম-খ্রিষ্টান ভেদাভেদ নাই। অথচ গাজায় এমন ধ্বংসযজ্ঞ চলমান কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব থেকে কোনো প্রতিবাদ নাই। যা আছে তা বর্বরতার পক্ষে মৌন সম্মতি। সর্বতভাবেই খুনি হত্যাকারীদেরকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনের শিশু-নারীদেরকে খুন করার বৈধ লাইসেন্স পশ্চিমারা ইহুদীদেরকে আগাম দিয়ে রেখেছে। এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নীতিমালা আলাদা। গাজার দুধের শিশুও সন্ত্রাসী এবং তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ- পশ্চিমা মানবাধিকারের সংজ্ঞা! নয়তো এমন বর্বরোচিতভাবে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হচ্ছে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হচ্ছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই এবং খাদ্যের চরম ঘাটতি- পশ্চিমা বিশ্বের মানবাধিকার রক্ষার ধ্বজাধারীরা এসব দেখে না? ফিলিস্তিনের এমন সংকটেও আরব বিশ্বের শায়খ ও শাসকরা নীরব ভূমিকা পালন করছে। কেউ কেউ ইসরায়েল বিষয়ে আমেরিকার নীতির তোষামোদ করে হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ পর্যন্ত করছে না। কোনো কোন মুসলিম দেশ শুধু বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে দায়িত্ব সারছে! যে বায়তুল আকসা মুসলমানদের প্রথম কিবলা সেখানে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের প্রবেশাধিকার সীমিত এবং সংরক্ষিত, গোটা গাজা শহর ধ্বংসের নগরীতে পরিণত হয়েছে অথচ মুসলিম বিশ্বের মোড়লরা স্বৈরতান্ত্রিক মোড়কের রাজতন্ত্র বহাল রাখার জন্য চুপ করে আছে। ইসরায়েলের ইহুদিদের আগ্রাসনে সমগ্র ফিলিস্তিন আজ মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। গত বছরজুড়ে সমগ্র ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী যতগুলো শিশুকে হত্যা করেছে তার চেয়ে অধিক সংখ্যক শিশুকে গত একদিনের এয়ার স্ট্রাইকে শহিদ করেছে। গোটা গাজায় রক্তগঙ্গা বইছে। বিশ্ব মোড়লদের বাধাহীন হয়ে ইসরাইলের এমন আগ্রাসন ও হত্যাযজ্ঞ যদি চলমান থাকে তবে ফিলিস্তিনের মসজিদুল আকসায় আজান দেওয়ার মত মুসলিম সন্তান অবশিষ্ট থাকবে না। গতকালকের কান্না বিজড়িত কণ্ঠের আজান বিশ্বের মুসলিম হৃদয়কে প্রকম্পিত করার কথা। ঘুমন্ত বিবেক এত অল্পে বোধহয় জাগ্রত হয় না? নাকে পানি যেতে কত বাকি পাঞ্জেরি? বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হও। আল্লাহর একত্ববাদ বিশ্বাসী সকল ফেরকার মুসলিমের মধ্যকার স্বার্থ ছেড়ে, দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য ভুলে ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানো সবার জন্য ফরজ। ইসরায়েলের আগ্রাসন মোকাবিলায় সবাইকে বদর কাফেলায় শামিল হতে হবে। গোটা ফিলিস্তিনে মানবাধিকারের যে চরম লঙ্ঘন চলছে তা রুখে না দিলে কিংবা দেওয়ার চেষ্টা না করলে আল্লাহর কাছে প্রত্যেককেই কৈফিয়ত দিতে হবে। গতকাল যে শিশুরা আল্লাহর মেহমান হয়েছে তারা নিশ্চয়ই মুসলিম উম্মাহের চুপ থাকার বিরুদ্ধে স্রষ্টার কাছে নালিশ করবে। যারা মানবতার শত্রু, মুসলমানদের জানের দুশমন এবং মানবতার ঘোর বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। সকল ইসরাইলি পণ্য বয়কট করতে হবে। যারা ইসরাইলকে নানাভাবে সহায়তা করে এবং সমর্থন জানায় তাদেরকেও এড়িয়ে চলতে হবে। শত্রুর বন্ধুও নিঃসন্দেহে শত্রু। মুসলিমকে শত্রু-মিত্র চিনতে হবে। গোটা মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোড়া তথা ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞ, আগ্রাসন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আরব বিশ্বের মুসলিমদের ভোগবাদ ত্যাগ করে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। ইমানের সর্বনিম্ন স্তর ঘৃণা। ফিলিস্তিন ইস্যুতে আজ মুসলিমগণ যেভাবে কাপুরুষোচিত ভূমিকা পালন করছে এমন দুর্বল অবস্থান তাদের পূর্বপুরুষদের ছিল না। আরবের বর্তমান হকিকতের মুসলিমদের ঈমানী জজবা দেখলে তাদের পূর্বপুরুষগণ নিশ্চিতভাবে ধিক্কার দিতো। মানুষের পক্ষের মানব সকল আসুন- নির্যাতিত, নিপীড়িত ফিলিস্তিন বাসীদের পাশে দাঁড়ান। আজ যদি চুপ থাকেন বা এড়িয়ে যান তবে আল্লাহর দরবারে কৈফিয়ত দিতে হবে। মুক্তির জন্য কেবল নামাজ, রোজা, হজ্জ এবং যাকাত যথেষ্ট হবে না বরং জিহাদও জরুরি। বিশ্ববাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান, অচিরেই ইসরাইল কর্তৃক নিরীহ ফিলিস্তিনি, ফিলিস্তিনের অবুঝ শিশু এবং অবলা নারীদের পক্ষে দাঁড়ান। যুদ্ধের আন্তর্জাতিক নীতি অমান্য করে যারা ঘুমন্ত ফিলিস্তিনবাসীর ওপর হামলা করেছে তাদেরকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারের মুখোমুখি করুন। মানবসভ্যতা এভাবে চলতে পারে না। আপনারা চুপ থাকলে আপনাদের মুখোশ উন্মোচিত হবে। মানুষ হত্যার রক্ত ও দায় আপনাদের চরিত্রেও লাগবে। জাতিসংঘে ভূমিকা বহুলাংশে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। নানান দেশে সামান্য সামান্য প্রসঙ্গে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা হয় অথচ ইতিহাসে বিরল এমন ধ্বংসযজ্ঞ চলার পরেও তা রোধ করতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না- এটা লজ্জাজনক। নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ পৃথিবী চাই। শিশুরা অপরাধ মুক্ত। যারা শিশুদের হত্যা করে তাদেরকে থামান এবং দমান। নয়তো এমন নৃশংস অপরাধের ক্ষতিপূরণ দোষী এবং দায়ীদের সাথে সাথে চুপ করে থাকা বিশ্ববাসীকেও শোধ করতে হবে। এমন অন্যায় ও অন্যায্য ধারাবাহিকতায় চলতে থাকলে সমগ্র বিশ্বাসী ও বিশ্ববাসীকে স্রষ্টার গজব স্বরূপ ভয়াবহ প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়ে পতিত হতে হবে।

> মুসলিমকে শত্রু-মিত্র চিনতে হবে। গোটা মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোড়া তথা ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞ, আগ্রাসন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আরব বিশ্বের মুসলিমদের ভোগবাদ ত্যাগ করে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। ইমানের সর্বনিম্ন স্তর ঘৃণা। ফিলিস্তিন ইস্যুতে আজ মুসলিমগণ যেভাবে কাপুরুষোচিত ভূমিকা পালন করছে এমন দুর্বল অবস্থান তাদের পূর্বপুরুষদের ছিল না। আরবের বর্তমান হকিকতের মুসলিমদের ঈমানী জজবা দেখলে তাদের পূর্বপুরুষগণ নিশ্চিতভাবে ধিক্কার দিতো। মানুষের পক্ষের মানব সকল আসুন- নির্যাতিত, নিপীড়িত ফিলিস্তিন বাসীদের পাশে দাঁড়ান। আজ যদি চুপ থাকেন বা এড়িয়ে যান তবে আল্লাহর দরবারে কৈফিয়ত দিতে হবে। মুক্তির জন্য কেবল নামাজ, রোজা, হজ্জ এবং যাকাত যথেষ্ট হবে না বরং জিহাদও জরুরি। বিশ্ববাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান, অচিরেই ইসরাইল কর্তৃক নিরীহ ফিলিস্তিনি, ফিলিস্তিনের অবুঝ শিশু এবং অবলা নারীদের পক্ষে দাঁড়ান

জনতুষ্টিবাদীরা এগিয়ে আছে যেদিক থেকে

রুশাইদ আহমেদ

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিশ্ব রাজনীতিতে অভিষিক্ত হয় জনতুষ্টিবাদ তথা লোকরঞ্জনবাদ। এর ফলে কোনো একক মতাদর্শের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে নানা ইস্যুতে রাজনীতিবিদদের এজেন্ডা নির্ধারণ, বাকযুদ্ধ, প্রচারণা এবং জাতীয়তাবাদের ধুয়ো। ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে এ ধারণা পায় নতুন প্রাণ। জার্মানির এডলফ হিটলার ও ইতালির বেনিতো মুসোলিনির মতো একনায়কের হাত ধরে লোকরঞ্জনবাদ পৌঁছে যায় অনন্য উচ্চতায়। স্বয়ং হিটলারই নিজের আত্মজীবনীতে এ নিয়ে লিখেছিলেন- বাগাড়ম্বরতার মধ্য দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা যতা সহজ, অন্য কোনো উপায়ে তা সম্ভব নয়। নানা ইস্যুতে বাগাড়ম্বর বয়ান উপস্থাপনের কৌশল জনতুষ্টিবাদীদের প্রধানতম হাতিয়ার হলেও নানা ধরনের কট্টর সিদ্ধান্ত ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু দিক থেকে উদারবাদী অর্থাৎ লিবারেলদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন জনতুষ্টিবাদীরা। এডলফ হিটলার ও বেনিতো মুসোলিনি থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভিক্টর অরবান কিংবা নরেন্দ্র মোদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্যই আমাদের সামনে এসে ধরা দেবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিশ্রুতি পালনে আগ্রাসী জনতুষ্টিবাদী রাজনীতিবিদরা সর্বদাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রবণতা লালন করে থাকেন। এর মধ্য দিয়ে তারা জনগণকে দেখাতে চান– নিজেদের অবস্থানে তারা কতা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। এক্ষেত্রে তাদের ভাষ্যে সাধারণত স্থান পায় জাতীয়তাবাদের প্রতিধ্বনি। তাই ক্ষমতায় আরোহণের পর হিটলার যেমন করে জার্মান জাতির বিশুদ্ধতার কথা সবসময় উচ্চারণ করতেন, একইভাবে দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পও মার্কিনীদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অবৈধ অভিবাসন কঠোরভাবে দমন করার। এ লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে প্রবেশের একদিনের মাথায় 'প্রোটেকটিং দ্য মিনিং অ্যান্ড ভ্যালু অব আমেরিকান সিটিজেনশিপ' শীর্ষক নির্বাহী আদেশে ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারির পর যুক্তরাষ্ট্রে জন্মানো বাইরের দেশের শিশুদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তিনি। এ উদাহরণের মতো বিশ্বের সব জনতুষ্টিবাদী রাজনীতিবিদই তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করে থাকেন। কেননা এটি শুধু তাদের অঙ্গীকার পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত ইমেজ গড়ে তোলে না, বরং পরবর্তী ভোটযুদ্ধের রসদও উল্লেখযোগ্য হারে সম্প্রসারিত করে।

জাতীয় অর্থনীতির প্রতি গুরুত্বারোপ বিশ্বজুড়ে সকল পপুলিস্ট রাজনৈতিক শক্তি আবহমানকাল ধরে জাতীয় অর্থনীতি এবং দেশজ উৎপাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করে এসেছে। কারণ যা কিছুই ঘটে যাক না কেন, জনগণ যখন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ অগ্রগতির নেপথ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে দেখতে পায় তারা সেটিকে সাদরে গ্রহণ করে। এ কারণেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রার সুগঠিত বুলি নিয়ে হাজির হন জনতুষ্টিবাদীরা। জনগণকে দেশের অর্থনীতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দেখান তারা। আরোপ করেন নতুন নতুন খাতে কর। বৃদ্ধি করেন আমদানি শুল্ক। উল্লেখ্য, এ পর্যায়ে সকল জনতুষ্টিবাদীদের প্রথম পছন্দ হয়ে দাঁড়ায় মুক্তবাজার অর্থনীতি। ২০১৯ সালে প্রস্তাবিত ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশ এবং মার্কোসুরভুক্ত লাতিন আমেরিকার মুক্তবাজার অর্থনীতির সমর্থক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার চুক্তির প্রতি ব্রাজিলের কট্টর ডানপন্থি সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোর অকুণ্ঠ সমর্থন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে কানাডা, মেক্সিকো ও চীন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ সেটাই প্রমাণ করে। মূল্যবোধের উচ্চকিত জনতুষ্টিবাদীদের আরেকটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হিসেবে তুলে ধরেন। তাদের প্রচারাভিযান এবং নীতি-নির্ধারণে জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সুর অনুরণিত হয় বারবার। তাই ভিক্টর অরবান হাঙ্গেরির ঐতিহ্য ও খ্রিস্টান মূল্যবোধ রক্ষার নামে অভিবাসনবিরোধী আইন প্রণয়ন করেছেন। প্রসার ঘটিয়েছেন দেশটিতে ইসলামোফোবিয়ার। হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে সামনে রেখে গরু হত্যা নিষিদ্ধকরণ থেকে শুরু করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (ঈঅঅ) বাস্তবায়ন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইভাবে ইভানজেলিক্যাল খ্রিস্টানদের কা-ারি হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন ট্রাম্প। আর 'ব্রাজিল সবার ওপরে, ঈশ্বর সবার ওপরে' স্লোগান নিয়ে মাদক ও সমকামিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে হাজির হয়েছেন বলসোনারো।

কারণ এ ধরনের নীতি গ্রহণ ও বুলি আওড়ানোর মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে একধরনের নস্টালজিয়া বা অতীতমুখী আবেগ তৈরি করে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়– দেশ ও সমাজের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে এই মূল্যবোধগুলো রক্ষা করতেই হবে। আর এটিই সহায়তা করে জনতুষ্টিবাদীদের নির্দিষ্ট ভোটব্যাংককে সুসংহত করতে। আমলাতন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস জনতুষ্টিবাদীরা প্রায়শই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তাদের মতে, আমলাতন্ত্র দুর্নীতিগ্রস্ত, জনবিচ্ছিন্ন এবং সময়ের অপচয়কারী। তাই তারা প্রশাসনিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে সরাসরি জনগণের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা উচ্চারণ করেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যখন তিনি প্রশাসনের নানা স্তরে পরিবর্তন এনে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব করেছিলেন তখন এই প্রবণতাই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। একইভাবে, লাতিন আমেরিকার 'ট্রাম্প' বলে খ্যাত বলসোনারোও বারবার আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন ক্ষমতায় থাকতে। আদতে এ ধরনের নীতির মাধ্যমে জনতুষ্টিবাদীরা জনগণের কাছে নিজেদের 'সিস্টেমের বাইরের নেতা' হিসেবে তুলে ধরে জনগণকে অনুভব করান যে, প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে তারা লড়ছেন। এর ফলে তাদের প্রতি জন্ম হয় সাধারণ জনগণের একধরনের সহানুভূতির।

> নানা ইস্যুতে বাগাড়ম্বর বয়ান উপস্থাপনের কৌশল জনতুষ্টিবাদীদের প্রধানতম হাতিয়ার হলেও নানা ধরনের কট্টর সিদ্ধান্ত ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু দিক থেকে উদারবাদী অর্থাৎ লিবারেলদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন জনতুষ্টিবাদীরা। এডলফ হিটলার ও বেনিতো মুসোলিনি থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভিক্টর অরবান কিংবা নরেন্দ্র মোদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্যই আমাদের সামনে এসে ধরা দেবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিশ্রুতি পালনে আগ্রাসী জনতুষ্টিবাদী রাজনীতিবিদরা সর্বদাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রবণতা লালন করে থাকেন। এর মধ্য দিয়ে তারা জনগণকে দেখাতে চান– নিজেদের অবস্থানে তারা কতা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। এক্ষেত্রে তাদের ভাষ্যে সাধারণত স্থান পায় জাতীয়তাবাদের প্রতিধ্বনি। তাই ক্ষমতায় আরোহণের পর হিটলার যেমন করে জার্মান জাতির বিশুদ্ধতার কথা সবসময় উচ্চারণ করতেন, একইভাবে দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পও মার্কিনীদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অবৈধ অভিবাসন কঠোরভাবে দমন করার

জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্ট

জালাল উদ্দিন ওমর

ঢাকা ও চট্টগ্রাম দেশের দু'টি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। ঢাকা সবচেয়ে বড় শহর, এর পরেই চট্টগ্রামের অবস্থান। উন্নত জীবন যাপনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এই দু'টি শহরেই বেশি বিদ্যমান। শহর দু'টিতে অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকা এবং আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। নাগরিক সুবিধা প্রদানে দুই শহরেই সিটি করপোরেশন ও ওয়াসা রয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নে ঢাকায় আছে রাজউক ও চট্টগ্রামে সিডিএ। অথচ জলাবদ্ধতা এখনো শহর দু'টির অন্যতম সমস্যা। জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও শহর দু'টি এখনো জলাবদ্ধতামুক্ত হয়নি। একটু ভারী বৃষ্টিপাত হলেই দুই শহরের অনেক রাস্তাঘাট পানির নিচে তলিয়ে যায়। রাস্তার পাশে বিদ্যমান দোকানপাটে এবং বসতবাড়ির নিচতলায় পানি ঢুকে যায়। এসব পানি ময়লাযুক্ত ও নোংরা। পানির পাম্প এবং মোটরগুলো পানিতে ডুবে নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ির নিচতলায় বিশুদ্ধ পানির ট্যাংকিতে ময়লা পানি ঢুকে তা পানের অযোগ্য হয়ে যায়। রাস্তায় পানি জমায় যানবাহনের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হয় এবং যানজটের সৃষ্টি হয়। নাগরিক জীবনে তখন অবর্ণনীয় যন্ত্রণা নেমে আসে। তাই শহর দু'টি থেকে জলাবদ্ধতা দূর করতে হবে। তার জন্য নগরীর ড্রেনগুলো সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে এবং আধুনিক ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গড়ে তুলতে হবে।

পানি ছাড়া জীবন চলে না, তাই পানির অপর নাম জীবন। যেখানে পানি, সেখানেই জীবনের সৃষ্টি। যেখানে জীবন সেখানেই পানির ব্যবহার। জলাবদ্ধতা মানে রাস্তাঘাটে, মাঠে ময়দানে পানি জমে থাকা। শহুরে জীবনের প্রতিদিনের ব্যবহৃত এবং বৃষ্টির পানি খাল-নদী-সাগর-মহাসাগরে যাওয়ার জন্য প্রতিটি এলাকায় এবং রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ হয়েছে। ঘরবাড়ি, অফিস আদালত, বিপণি বিতান, রেস্তোরাঁ, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ প্রতিটি স্থাপনায় প্রতিদিন প্রচুর পানি ব্যবহার হয়। বাড়িতে দৈনন্দিন নানা কাজে, বাথরুমে, গোসলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়, রান্নাঘরে প্রতিদিন প্রচুর পানি ব্যবহার হয়। এই পানি বিল্ডিং থেকে ড্রেনে, তারপর ড্রেন থেকে নালা-খালে, খাল থেকে নদীতে এবং নদী থেকে সাগরে যায়। শহরের প্রতিটি এলাকার বৃষ্টির পানিও একইভাবে নদী হয়ে সাগরে যায়। শহরের পানি নিষ্কাশনের জন্য এভাবেই ড্রেনেজ সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে। নদী-সাগর-মহাসগর সবই প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং পানির ধারক-বাহক। এরা প্রত্যেকেই একে-অপরের সাথে সংযুক্ত। এসব দিয়েই এক দেশের পানি অন্য দেশে যায় এবং অন্য দেশের পানি আমাদের দেশে আসে। এই পানিই আবার পানিচক্রের মাধ্যমে বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে যায় এবং মেঘ হয়ে বৃষ্টি হয়ে ভূপৃষ্ঠে পড়ে। স্বাভাবিক সময়ে মানুষের নিত্য ব্যবহৃত পানি ড্রেন হয়ে নালা-খালে-নদীতে চলে যায় এবং কোনো জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় না। মানুষের ব্যবহৃত পানির পরিমাণ প্রায় নির্দিষ্ট থাকে এবং তা বহনে ড্রেনগুলো সক্ষম। কিন্তু বর্ষাকাল অথবা অন্য সময়ে বেশি বৃষ্টি হলে, তা বহনের ক্ষমতা ড্রেনগুলোর থাকে না। এই সময় হঠাৎ করে অনেক পানি ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ায় ড্রেনের ওপর বিরাট চাপের সৃষ্টি হয়। কয়েক দিনের বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। এই পানি দ্রুত সময়ে ড্রেন হয়ে নালা-খালে-নদীতে চলে যেতে পারে না এবং তখনই পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘ দিন থেকেই ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের প্রায় প্রতিটি বড় শহরেই জলাবদ্ধতা স্থায়ী সমস্যার রূপ নিয়েছে। একটুখানি বৃষ্টি হলেই শহরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তখন যানজট আরো বেড়ে যায় এবং নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সুতরাং এসব শহর জলাবদ্ধতামুক্ত করা জরুরি। তার জন্য প্রতিটি শহরেই পরিকল্পিত ড্রেনেজ ও পয়ঃনিষ্কাশন সিস্টেম গড়ে তুলতে হবে এবং নিয়মিতভাবে এসব ড্রেনেজগুলো পরিষ্কার করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি সব স্তরের জনগণকে সচেতন এবং দায়িত্ববান হতে হবে। আমরা পলিথিন, প্লাস্টিক বোতল, ছেঁড়া কাপড় ও ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে না ফেলে যত্রতত্র ফেলি, যা শেষ পর্যন্ত ড্রেনগুলোতে গিয়ে পড়ে। ফলে ড্রেনগুলো ময়লা-আবর্জনায় ভরাট থাকে। বৃষ্টির পানি ড্রেন দিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে না এবং পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতা নিরসনে তাই ড্রেনগুলো সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই ড্রেনে ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না।

শহরগুলোর মাঝখানে অনেক খাল রয়েছে, যেগুলো প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। এসব খাল পুনর্খনন করতে হবে। শহরে বিদ্যমান পুকুর, লেক ও জলাশয় ভরাট করা যাবে না। পরিকল্পিত ড্রেনেজ এবং পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করেই ঘরবাড়ি এবং হাইরাইজ বিল্ডিং নির্মাণ করতে হবে। হাউজিং কোম্পানিগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য রাজউক, সিডিএসহ স্থানীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে হবে। প্রতিটি বড় শহরই কোনো না কোনো নদীর তীরে অবস্থিত। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা এসব নদী খনন এবং নদীর তীর দখল বন্ধ করতে হবে। ভরাট হয়ে যাওয়ায় এসব নদী বেশি পানি বহন করতে পারছে না।

সরকারি হিসাবে ঢাকা শহরে ২৩টি খাল থাকলে ও বাস্তবে এসবের অস্তিত্ব নেই। বহু আগেই ভরাট হয়ে গেছে। এসব খাল খনন করে তার সাথে ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংযোগ ঘটাতে হবে, যাতে সহজেই ড্রেন থেকে পানি খালে আসতে পারে। খালগুলোর সাথে আবার নদীর সংযোগ ঘটাতে হবে। তাহলে নগরীর পানি ড্রেন হয়ে খালে এবং খাল হয়ে নদীতে চলে যাবে। এভাবেই পরিকল্পিত ড্রেনেজ সিস্টেম গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য সিটি করপোরেশন বিশেষ পরিকল্পনা নিতে হবে। সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম প্রতিনিয়ত সক্রিয় ও কার্যকর রাখতে হবে, যাতে খালগুলো নিয়মিত খনন এবং পানির প্রবাহ ঠিক রাখা যায়। শহরের আশপাশের নিম্নাঞ্চলগুলো ভরাট করে হাউজিং কোম্পানি কর্তৃক আবাসিক এলাকা তৈরির কারণে শহরের পানি ঠিকমতো নামতে পারছে না। এসব সমস্যা সমাধান করে পরিকল্পিত শহর গড়ে তুললেই কেবল জলাবদ্ধতা কমবে এবং জলাবদ্ধতামুক্ত শহর প্রতিষ্ঠা করা যাবে। বাড়িঘর, আবাসিক এলাকা ও রাস্তা-ব্রিজ যা-ই নির্মাণ করি না কেন, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আগে নিশ্চিত করতে হবে।

এই পৃথিবীই আমাদের বাসস্থান, এখানেই আমাদের বাস করতে হবে। এই পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা মানবজাতির কাছে নেই। সুতরাং এই পৃথিবীকে আমাদের স্বার্থেই বসবাসের উপযোগী রাখতে হবে। তার জন্য পরিকল্পিত শহর গড়তে হবে। প্রবাদ আছে, স্রষ্টা গ্রাম আর মানুষ শহর সৃষ্টি করেছে। আমাদেরকেই এসব শহরকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য সুন্দর এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। এসব শহরকে বিপর্যয়ের হাত থেকে আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে। এ জন্য নগর বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

লেখক : প্রকৌশলী ও উন্নয়ন গবেষক

গাজায় একদিনে নিহত ৩২ ধ্বংসের মুখে মানবতা

আন্তার্জাতিক ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। মঙ্গলবারের এক দিনের হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৩২ জন ফিলিস্তিনি, যাদের মধ্যে রয়েছে শিশু ও নারী। আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক। গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৩ থেকে চলমান আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ হাজার ২৬৬ জনে, আর আহতের সংখ্যা পৌঁছেছে ১ লাখ ১৬ হাজার ৯৯১-এ। মঙ্গলবার ইসরায়েলি বাহিনী গাজার খান ইউনিস শহরে একটি আবাসিক ভবনে হামলা চালায়। আগুনে পুড়ে মারা যান এক পরিবারের ১১ সদস্য। একইদিনে গাজা শহরের পশ্চিমাঞ্চলে বোমা-বর্ষণে নিহত হয়েছেন সাতজন, যারা নিজ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরেও হামলায় প্রাণ গেছে তিনজনের, যাদের মধ্যে ছিল দুই শিশু। ইসরায়েলি বাহিনী গাজা শহরের আল-ডোরা পেডিয়াট্রিক হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রেও গোলাবর্ষণ করেছে। হাসপাতালের সৌরপ্যানেল ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সংকট আরও গভীর হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও টার্গেট করে ধ্বংস করা হয়েছে। এই নিরস্ত্র এবং বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ থাকলেও কার্যকর প্রতিরোধ বা নিন্দা চোখে পড়ছে না। জাতিসংঘের হিসাব বলছে, গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ ইতোমধ্যে বাস্তুচ্যুত, এবং ৬০ শতাংশ অবকাঠামো সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছে। গাজার ভেতরে ঢোকার অপেক্ষায় থাকা প্রায় তিন হাজার ত্রাণবাহী ট্রাক ইসরায়েলের অনুমতির অভাবে সীমান্তে আটকে আছে। খাদ্য, পানি, জ্বালানি ও ওষুধের অভাবে জনগণের দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে। জাতিসংঘের ফিলিস্তিন বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদনকারী ফ্রানচেস্কা আলবানিজে একে "যুদ্ধাপরাধ" বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯ জানুয়ারি কার্যকর হওয়া সাময়িক যুদ্ধবিরতি ইসরায়েলের পুনরায় আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

গত ১৮ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই নতুন ধাপে প্রায় ১,৯০০ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন প্রায় ৫ হাজার। এই বর্বরতা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) দৃষ্টি এড়ায়নি। এরই মধ্যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্যালান্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা: সন্দেহভাজনদের স্কেচ প্রকাশ, আতঙ্কে কাশ্মীর গুলিতে ঝরে গেল ২৬ প্রাণ

আন্তার্জাতিক ডেস্ক: কাশ্মীরের পর্যটন কেন্দ্র পহেলগামে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় অন্তত ২৬ জন নিরীহ পর্যটক প্রাণ হারিয়েছেন। এই মর্মান্তিক হামলায় আহত হয়েছেন আরও বহু মানুষ, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সম্প্রতি বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সংঘটিত এ হামলাকে সবচেয়ে ভয়াবহ বলে আখ্যা দিয়েছে প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটে , পহেলগামের কাছাকাছি পাহাড়ি অঞ্চল বাইসারান এলাকায়। স্থানীয় ট্যুর গাইড ওয়াহিদ জানান, গুলির শব্দ শুনে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং সেখানে মাটিতে পড়ে থাকা রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান। "দেখে মনে হচ্ছিল, তারা আর বেঁচে নেই,"বলেন তিনি। আহতদের অনেকে ঘোড়ায় চাপিয়ে সরিয়ে নিতে দেখা গেছে। এ হামলার সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি তুলে ধরেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তাদের ভাষ্যমতে, বন্দুকধারীরা পুরুষ ও নারী পর্যটকদের আলাদা করে কেবল পুরুষদের লক্ষ্য করেই গুলি চালাচ্ছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানায়, এক নারী যাত্রীর স্বামী মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। অপর এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "জঙ্গিরা গুলির ঝড় বইয়ে দিয়েছিল, স্পষ্টভাবে পুরুষদের লক্ষ্য করে।" হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজন চার ব্যক্তির স্কেচ ও নাম প্রকাশ করেছে ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। এদের মধ্যে রয়েছে আসিফ ফুজি, সুলেমান শাহ, আবু তালহা এবং আদিল। গোয়েন্দারা আরও জানান, হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ছিল 'সাইফুল্লাহ কাসুরি', যিনি 'খালিদ' নামেও পরিচিত। তার নেতৃত্বেই হামলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। প্রমাণ হিসেবে হামলাকারীদের সঙ্গে শুকনো খাবার, ওষুধ এবং ক্যাম্পিং সরঞ্জাম পাওয়া গেছে, যা তাদের দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতির ইঙ্গিত দেয়। ঘটনার পরপরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কাশ্মীরে পৌঁছান। তিনি রাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর সঙ্গে বৈঠক করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ দেওয়া বার্তায় তিনি বলেন, "ভারত সন্ত্রাসবাদের কাছে কখনো মাথা নত করবে না। কাপুরুষোচিত এই হামলার দায়ীদের শাস্তি হবেই।" হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সৌদি সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন এবং এই ঘৃণ্য কাজের তীব্র নিন্দা জানান।

ইস্তাম্বুলে শক্তিশালী ভূমিকম্প: আতঙ্কে কাঁপল শহরবাসী

আন্তার্জাতিক ডেস্ক: তুরস্কের বৃহত্তম এবং জনবহুল শহর ইস্তাম্বুল একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে। ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.২, যা গত কয়েক বছরের মধ্যে শহরটিতে অনুভূত অন্যতম শক্তিশালী কম্পন। ভূমিকম্পটি সৃষ্টি হয় মারমারা সাগরের সিলিভরি অঞ্চলে, যা ইস্তাম্বুল থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। তুরস্কের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (অঋঅউ) এবং জার্মান ভূতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র (এঋত) জানায়, কম্পনটির গভীরতা ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার। ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি হওয়ায় এটি ইস্তাম্বুলসহ আশেপাশের প্রদেশগুলোতেও স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। কম্পনের সময় শহরের বিভিন্ন এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ নিরাপত্তার খোঁজে দ্রুত ভবন ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে আসেন। কেউ কেউ পার্কে গিয়ে জড়ো হন, কেউ বা আশ্রয় নেন উন্মুক্ত জায়গায় বা ভবনের সিঁড়িতে। ইউরোপীয় অংশের কিছু দোকানপাটও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টিজিআরটি জানিয়েছে, একজন ব্যক্তি আতঙ্কে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে আহত হয়েছেন। তুরস্কের পরিবহনমন্ত্রী আব্দুল কাদির উরালোওগ্লু জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে মহাসড়ক, বিমানবন্দর, ট্রেন এবং সাবওয়ে নেটওয়ার্কে কোনো ক্ষয়ক্ষতি শনাক্ত হয়নি। ইস্তাম্বুলের গভর্নরের কার্যালয় জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত কোনো ভবন ধসের খবর নেই, তবে শহরবাসীকে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ভবন বা দুর্বল কাঠামোর কাছাকাছি না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার পর হঠাৎ আকাশচুম্বী প্লেন ভাড়া, বিপাকে পর্যটকরা

আন্তার্জাতিক ডেস্ক: কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই এক নতুন সংকটে পড়েছেন সেখানে আটকে থাকা দেশি-বিদেশি পর্যটকরা। ভয়াবহ সেই ঘটনার পর শ্রীনগর থেকে ভারতের বড় শহরগুলোতে ফ্লাইট ভাড়া এক লাফে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। বাড়তি চাহিদা, সীমিত ফ্লাইট এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে এই ভাড়া বৃদ্ধিকে ''অপ্রত্যাশিত ও চাপ সৃষ্টিকারী'' বলে মন্তব্য করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ও এয়ারলাইনের ওয়েবসাইটগুলোর তথ্যমতে, ২২ এপ্রিল সন্ধ্যায় পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার খবর প্রকাশের পরপরই শ্রীনগর থেকে দিল্লি, মুম্বাইসহ বড় শহরগুলোর ফ্লাইটের টিকিট হু হু করে বিক্রি হয়ে যায়।

শেষ বিদায়ে সাদামাটা অনাড়ম্বর: পোপ ফ্রান্সিসকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত ভ্যাটিকান

আন্তার্জাতিক ডেস্ক: বিশ্বের প্রথম লাতিন আমেরিকান পোপ, রোমান ক্যাথলিক চার্চের সংস্কারক পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রস্তুতি চলছে ভ্যাটিকানে। ক্যাথলিক বিশ্বাসীদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে যাওয়া এই পোপের মরদেহ রাখা হয়েছে সেইন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায়, যেখানে শত শত মানুষ প্রতিদিন এসে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তাদের প্রিয় ধর্মগুরুকে। ৮৮ বছর বয়সে স্ট্রোক ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান পোপ ফ্রান্সিস। মৃত্যুর আগে দীর্ঘ এক দশক ধরে তিনি চার্চের রক্ষণশীল ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। ছিলেন এক অনন্য রূপান্তরের প্রতীক। এই সংস্কারপন্থী পোপের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। ভ্যাটিকান জানিয়েছে, পোপ ফ্রান্সিসের নির্দেশ অনুসারে এবার তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে অনাড়ম্বর এবং সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে। আগের পোপদের মতো জাঁকজমকপূর্ণ তিনস্তরের কফিনের পরিবর্তে তার মরদেহ রাখা হবে একটি সাধারণ কাঠের কফিনে, যার ভেতর থাকবে দস্তার আস্তরণ। ক্যাথলিক ধর্মাচার অনুযায়ী, সাধারণত পোপদের দেহ 'কাটাফাল্ক' নামক উঁচু মঞ্চে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়। তবে ফ্রান্সিসের ইচ্ছায় এবার তা হচ্ছে না। কফিনের ঢাকনা খোলা থাকবে, আর সাধারণ মানুষ সরাসরি এসে শ্রদ্ধা জানাতে পারবে। পোপের মরদেহ সান্তা মার্তা বাসভবন থেকে একটি ধর্মীয় মিছিল সহকারে বুধবার সকালে সেইন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় আনা হয়। এখানে শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সর্বসাধারণ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় সেইন্ট পিটার্স স্কয়ারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেবেন ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনাল কলেজের ডিন জিওভান্নি বাত্তিস্তা রে। এ সময় 'চূড়ান্ত সমর্পণ প্রার্থনা' পাঠের মাধ্যমে পোপকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা হবে।

পোপ ফ্রান্সিস হবেন গত এক শতাব্দীতে প্রথম পোপ, যাকে ভ্যাটিকানের সেইন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার সমাধিস্থলে সমাহিত না করে রোমের সেন্ট মেরি মেজর ব্যাসিলিকায় সমাহিত করা হবে। এই সিদ্ধান্ত তার জীবদ্দশায় দেওয়া ইচ্ছারই প্রতিফলন। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা ও আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপ্রধান। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ভ্যাটিকান যাচ্ছেন। ভ্যাটিকান ঘোষণা করেছে, পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু উপলক্ষে নয়দিনব্যাপী শোক পালন করা হবে। সারা বিশ্বের গির্জাগুলোতেও তার জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

কাশ্মীর হামলার পর নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ঘুরপথে ফিরলেন মোদী পাকিস্তানের আকাশসীমা এড়াল 'এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান'

আন্তার্জাতিক ডেস্ক: কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় অন্তত ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের মৃত্যু ভারতজুড়ে শোক এবং ক্ষোভের ঢেউ তোলে। এই ঘটনার পরপরই সৌদি আরব সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফেরেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে ফেরার সময় তার বিমান 'এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান' নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কায় পাকিস্তানের আকাশপথ এড়িয়ে ঘুরপথে দিল্লি পৌঁছায়, যা এ মুহূর্তে আঞ্চলিক উত্তেজনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির তথ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বহনকারী ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোয়িং ৭৭৭-৩০০ বিমানটি মঙ্গলবার সকালে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে যাওয়ার সময় পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার করলেও, রাতে ফেরার সময় সেটি আরব সাগরের উপর দিয়ে ঘুরে গুজরাট হয়ে দিল্লি পৌঁছায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কাশ্মীর হামলার প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রধানমন্ত্রীর ফ্লাইটে কোনো সম্ভাব্য হুমকির আশঙ্কায় এই বিকল্প রুট গ্রহণ করে। কাশ্মীরের পহেলগাঁও এলাকায় মঙ্গলবার বিকেলে ঘটে যাওয়া এই হামলায় নিহত হন অন্তত ২৬ জন পর্যটক, যাদের অনেকেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত ছিলেন। ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার পর এটিই কাশ্মীরে সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই ঘটনার খবর পাওয়ার পরই সৌদি সফর সংক্ষিপ্ত করে মোদী রাতে দেশে ফিরে আসেন। বুধবার ভোরে নয়াদিল্লির পলাম বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছার পরপরই তিনি বৈঠকে বসেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে। পরে তিনি 'ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি'র জরুরি বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। এনডিটিভি ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়বার (এলইটি) ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ) এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

সেই গৃহকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করলেন পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক : অনলাইনে কুৎসা রটনা করে মানহানির অভিযোগে গৃহকর্মী পিংকি আক্তারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন চিত্রনায়িকা পরীমনি। গতকাল বুধবার ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক নুরে আলমের আদালতে বাদী হয়ে মামলার আবেদন করেন তিনি। আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করে, আগামী ৮ জুলাই এ বিষয়ে তদন্ত করে ভাটারা থানাত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী মো. জুয়েল মিয়া এ তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে, গত মঙ্গলবার ঢাকাই চলচ্চিত্রের চিত্রনায়িকা পরী মণিসহ দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন তার বাসার গৃহকর্মী পিংকি আক্তার। পরী মণি ছাড়া মামলার আরেক আসামি হলেন একই ফ্ল্যাটে বসবাস করা সৌরভ (২৮)। মামলার এজাহারে বাদী অভিযোগ করেন, ২০২৪ সালের মার্চে মামলার বাদী পিংকি আসামীদ্বয়ের বাসায় কাদের এজেন্সি নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহপরিচারিকার কাজের জন্য চাকরি গ্রহণ নেন। একটি বাচ্চাকে দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলে এজেন্সি হতে বাদীকে আসামিদের বাসায় নিয়োগ দেয়া হলেও তাকে দুটি বাচ্চার দায়িত্ব পালন করতে হতো। এছাড়াও বাদীকে দিনে ও রাতে উভয় সময় বাসার রান্নার কাজ করতে হতো। তবুও বাদীর চাকরি একান্ত আবশ্যক হওয়ায় তিনি মুখ বুঝে সহ্য করে আন্তরিকতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তবে চলতি বছরের ২ এপ্রিল দুপুর ১টায় আসামি পরী মণি তার মেকআপ রুম থেকে মাদক গ্রহণ করে বাচ্চার রুমে এসে বাদীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। বাদী গালিগালাজ কেন করছেন জানতে চাইলে পরী মণি বলেন, 'তুই আমার বাচ্চার জন্য দুধ কেন তৈরি করছিস, এখন ওকে সলিড খাবার দিবি।' বাদী বলে, 'বাচ্চার খাওয়ার রুটিন অনুসারে এখন দুধ খাওয়ানোর কথা, তাই আমি দুধ তৈরি করেছি।' এসময় পরী মণি ক্ষিপ্ত হয়ে বাদীর মাথায়, মুখে ও চোখে এলোপাতাড়িভাবে চড়-থাপ্পড় মেরে আহত করে। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী বাদী পিংকি পরী মণির মারধরে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফেরার পর বাদী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

ধানুশের শুটিং সেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

বিনোদন ডেস্ক : ধানুশের সিনেমার শুটিং সেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তামিলনাড়ুর অনুপাপাট্টি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সেখানে ধানুশ তার 'ইডলি কাডাই' সিনেমার শুটিং করছেন। তবে ঘটনার সময়ে শুটিং সংশ্লিষ্ট কেউই উপস্থিত ছিলেন না। সংবাদ সংস্থা এএনআই এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, তামিল নাড়ুর থেনি জেলার অনুপাপাট্টি গ্রামে ধানুশের সিনেমার শুটিং হয়। এজন্য বড় পরিসরে সেট নির্মাণ করা হয়। দোকান, ঘরবাড়ি, রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। এসবই ধানুশের পরবর্তী সিনেমার জন্য করা হয়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কীভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে তার সঠিক কারণও জানা যায়নি বলে এ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। তামিল ভাষার 'ইডলি কাডাই' সিনেমায় ধানুশের বিপরীতে অভিনয় করছেন নিথিয়া মেনন। এটি পরিচালনা ও সহপ্রযোজক হিসেবেও কাজ করছেন ধানুশ। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

যেভাবে ধূমপান ছেড়েছিলেন হৃতিক

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের অন্যতম সুদর্শন অভিনেতা হৃতিক রোশন। ব্যতিক্রমী নাচ ও অভিনয়দক্ষতায় গোটা বলিউড মুগ্ধ করে রেখেছেন এ সুপারস্টার। 'কাহো না পেয়ার হ্যায়' দিয়ে বলিউডে ক্যারিয়ার শুরু করেন হৃতিক। এর পর আর তাঁকে থামতে হয়নি। সিনেমায় চরিত্রের বৈচিত্র্য আর নাচের কারণে বিখ্যাত হৃতিক রোশন। কিন্তু, জানলে হয়তো অবাক হবেন–মাত্র ২১ বছর বয়সে হৃতিককে বলা হয়েছিল, তিনি আর কখনো নাচতে পারবেন না। কারণ, স্কোলিওসিস রোগে আক্রান্ত হন তিনি। পরে সে রোগমুক্তি হয়েছে তাঁর। আর পরে হয়ে ওঠেন বি-টাউনের অন্যতম নৃত্যশিল্পী। ভারতীয় গণমাধ্যম ডিএনএ এক প্রতিবেদনে আরও জানিয়েছে, একসময় তুখোড় ধূমপায়ী ছিলেন হৃতিক রোশন। মজার ব্যাপার হলো, 'হাউ টু স্টপ স্মোকিং' শিরোনামের একটি বই পড়ে ধূমপান ছেড়ে দেন তিনি। হৃতিক রোশনের ডাকনাম 'ডুগ্গু'। এ নাম রেখেছিলেন তাঁর দাদি। আর, হৃতিকের বাবা রাকেশকে তিনি ডাকতেন 'গুড্ডু' নামে। হৃতিকের বাবা, একসময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা, রাকেশ রোশন বর্তমানে বলিউডের নির্মাতা, প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার। সিনেমায় ঢোকার আগে বাবাকে সহায়তা করতেন হৃতিক। ওই সময় চা দেওয়া থেকে শুরু করে মেঝে ঝাড়ু পর্যন্ত হেন কাজ নেই, যা করেননি হৃতিক।

নতুন সিজন নিয়ে নেটফ্লিক্সে ফিরছে ওয়েন্সডে

বিনোদন ডেস্ক : অবশেষে অপেক্ষার অবসান হচ্ছে! 'ওয়েন্সডে' ভক্তদের জন্য এসেছে বিশাল সুখবর। নেটফ্লিক্স ঘোষণা করেছে, মুক্তি পেতে চলেছে ওয়েন্সডে দ্বিতীয় মৌসুমের প্রথম টিজার। জেনা ওর্তেগাভক্তদের জন্য এটা নিঃসন্দেহে বড় খবর। নেটফ্লিক্স ইতিমধ্যেই নতুন সিজনের অফিসিয়াল পোস্টার প্রকাশ করেছে, যেখানে ইঙ্গিত মিলেছে আগের থেকেও গা ছমছমে, রহস্যে মোড়া গল্পের। আগেই জানা গেছে, দ্বিতীয় সিজন হতে চলেছে আরও অন্ধকার, আরও থ্রিলিং। জেনা ওর্তেগা নিজেই জানিয়েছেন, এবার ওয়েডনেসডে চরিত্রটি আরও বেশি ভয়ডরহীন, আরও পরিণত হয়ে ফিরছে। ফিরে আসছেন লুইস গুজমান (গোমেজ অ্যাডামস) ও ক্যাথরিন জেটা-জোন্স (মরটিশা অ্যাডামস)-এই জনপ্রিয় মুখগুলো। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ সংযোজন হচ্ছে পপ সেনসেশন লেডি গাগার যুক্ত হওয়া। ইউরোপীয় সংবাদ মাধ্যমের খবর, গাগার চরিত্রটি হবে রহস্যে মোড়ানো, সঙ্গে গল্পেও নতুন বাঁক নিয়ে আসবে।

বক্স অফিসে ভালো অবস্থানে আছে 'কেসারি চ্যাপ্টার ২'

বিনোদন ডেস্ক : অক্ষয় কুমার অভিনীত 'কেসারি চ্যাপ্টার ২' মুক্তির পর থেকে বক্স অফিসে ধীরে ধীরে গতি পাচ্ছে। মুক্তি পাওয়া ছবিটি প্রথম দিনে আয় করে প্রায় ৭.৭৫ কোটি রুপি। পজিটিভ ওয়ার্ড-অফ-মাউথ বা দর্শকের প্রশংসায় ছবিটি সপ্তাহান্তে আয় বাড়াতে সক্ষম হচ্ছে। গত শনিবার ছবিটি আয় করেছে ৯.৭৫ কোটি রুপি, যা আগের দিনের তুলনায় প্রায় ২৫% বেশি। গত রোববার সেই গতি আরও বাড়ে। দিনশেষে আয় দাঁড়ায় ১২.২৫ কোটি রুপি। তবে চতুর্থ দিন সোমবার কিছুটা পতন হয়েছে। আয় এসেছে ৪.৫৯ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে এই চার দিনে মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৩৪.০৯ কোটি রুপি।

ছবিতে অক্ষয় কুমারকে দেখা গেছে সাহসী ভারতীয় আইনজীবী সি. শঙ্করন নাইয়ারের চরিত্রে। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালতে লড়াই করেন। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন আর মাধবন ও অনন্যা পান্ডে। বক্স অফিস ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে অক্ষয়ের সিনেমাগুলোর মধ্যে 'কেসারি চ্যাপ্টার ২' প্রশংসনীয় 'ট্রেন্ড' এবং দর্শকসংখ্যার দিক থেকে অন্যতম সেরা।

অসুস্থতার গুজব নিয়ে যা বললেন ববিতা

বিনোদন ডেস্ক : কিংবদন্তি অভিনেত্রী ফরিদা আক্তার পপি (ববিতা)। গত সোমবার ঢাকাই সিনেমার এই অভিনেত্রী অসুস্থতার কথা সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে তার ভক্তদের মাঝে বেশ উদ্বেগ দেখা যায়। পরে জানা যায়, অসুস্থ নন ববিতা। মূলত তার নামের একটি ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে এই অপতথ্য ছড়ানো হয়। গণমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ববিতা নিজেই। তিনি বলেন, ?আমি ফেসবুক ব্যবহার করি না। এটা বারবার আমি বলেছি। তারপরেও ফেসবুক থেকে এমন একটি স্পর্শকাতর খবর ছড়ানো হলো- এতে আমি ভীষণ দুঃখ পেয়েছি। ভুয়া অ্যাকাউন্টের বিষয়ে এর আগে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ববিতা। বিষয়টি জানিয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, আমি আইনি পদক্ষেপ নিয়েছি এর আগে, কিন্তু আমার ওই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কে বা কারা চালায় আর এমন খবর ছড়ায়, তা কোনোভাবেই শনাক্ত করা যায়নি। এর আগে মৃত্যুর খবর ছড়ানো হয়েছিল জানিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই অভিনেত্রী বলেন, এর আগে আমার মৃত্যুর খবর ছড়ানো হয়েছিল ফেসবুকে। চিন্তা করেন এমন স্পর্শকাতর খবর শোনার পর আমার আত্মীয় স্বজনের মনের কী অবস্থা হয়? আমি আসলে এ বিষয়ে কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। এসব ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন ববিতা। বর্তমানে তিনি ঢাকার গুলশানের বাসাতেই আছেন। তিনি বলেন, আমি এখন ঢাকাতেই আমার বাসায় আছি, আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছি। আপনারা একটু লিখে দেন যে আমার কোনো ফেসবুক নেই, আর আমি সুস্থ অবস্থায় বাসাতেই আছি। প্রসঙ্গত, কিংবদন্তি নির্মাতা জহির রায়হানের 'সংসার' সিনেমায় শিশুশিল্পী হিসেবে ১৯৬৮ সালে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় ববিতার। এখানে তিনি রাজ্জাক-সুচন্দার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। পরে ফরিদা আক্তার পপি থেকে 'ববিতা' হয় ওঠেন জহির রায়হানের উর্দু সিনেমা 'জ্বলতে সুরুজ কি নিচে'র মাধ্যমে। বলে রাখা যায়, নায়িকা হিসাবে ববিতার প্রথম সিনেমা 'শেষ পর্যন্ত'। এটি মুক্তি পায় ১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট, যেদিন ববিতার মা মারা যান। এতে তার নায়ক ছিলেন রাজ্জাক। আলোচিত সিনেমা 'টাকা আনা পাই' ববিতাকে চলচ্চিত্রের শক্ত আসন দিলেও তার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিনেমা বলা হয়।

২৭২২ ফুট উচ্চতা থেকে লাফ দিলেন ফ্লোরেন্স পিউ!

বিনোদন ডেস্ক : হলিউড অভিনেত্রী ফ্লোরেন্স পিউ অভিনীত 'থান্ডারবোল্টস' সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ হয়েছে। যেখানে পিউয়ের লাফ দেওয়ার দৃশ্যের ঝলকও দেখানো হয়েছে। ট্রেইলারে দেখা গেছে, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম উঁচু ভবন মালয়েশিয়ার কুয়ালালাপুরের 'মার্দেকা ১১৮'-এর ছাদ থেকে নিচে লাফ দিয়েছেন অভিনেত্রী। যে ভবনের উচ্চতা ২ হাজার ৭২২ ফুট। এরপর যা ঘটল, তা আরও এক ভয়াবহ ঘটনা। তবে শেষ পর্যন্ত এ যাত্রায় রক্ষা পান বলে জানান ব্রিটিশ অভিনেত্রী পিউ মার্ভেল। এ সিনেমাটি আগামী ২ মে মুক্তি পাচ্ছে। আকাশ উঁচু ভবন থেকে লাফ দেওয়া অথবা হেলমেট ছাড়া পাহাড়ি রাস্তায় মোটরবাইকে করে শত্রুকে তাড়া করা–এসব ঝুঁকিপূর্ণ দৃশ্যের প্রতিই আগ্রহ কমবেশি সবার। এমনকি অভিনেত্রী পিউয়েরও। কারণ তিনি ক্যারিয়ারজুড়ে বৈচিত্র্য ধরে রাখতে চান। তাই স্টান্টের সহযোগিতা নিতে খুব একটা রাজি নন অভিনেত্রী। তাই সাহসিকতার সেই নমুনা পিউ দেখিয়েছেন 'থান্ডারবোল্টস' সিনেমায়। সম্প্রতি দ্য গার্ডিয়ান লিখেছে, ২৯ বছর বয়সি পিউ এ সিনেমায় কুয়ালালাপুরের উঁচু ভবন 'মার্দেকা ১১৮'-এর ছাদ থেকে নিচে লাফ দিয়েছেন। যার উচ্চতা ২ হাজার ৭২২ ফুট। এই লাফের পর ব্রিটিশ এ অভিনেত্রীর হাড়গোড় ভাঙেনি। কেবল স্বাভাবিক হতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছিল বলে জানিয়েছেন পিউ। ভ্যারাইটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পিউ বলেন, প্রচণ্ড ঝুঁকির এই স্টান্টটি করার অনুমতি তিনি সহজে পাননি।

বিলেতি ধনেপাতার খেত পরিচর্যায় ব্যস্ত মা ও মেয়ে। স্থানীয় হাটে এই ধনেপাতা বিক্রি হচ্ছে কেজি ৭০ টাকায়। মধ্যপাড়া, রাঙামাটি।

কাহারোলে টমেটোর বাম্পার ফলন, উৎপাদন খরচ উঠছে না কৃষকের

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাঠে মাঠে, গাছে গাছে টমেটো পঁচে যাচ্ছে। টমেটোর বাম্পার ফলন হলেও ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না টমেটো চাষীরা। তাই টমেটো ক্ষেত থেকে তুলে শ্রমিকের মুজুরী না পাওয়ার কারণে ক্ষেত থেকে টমেটো তুলছে না। ক্ষেতের মধ্যে টমেটো পঁচে যাচ্ছে। সেতাবগঞ্জ সুগার মিলের জমিতে চাষী নজরুল ইসলাম টমেটো তুলছেন। তিনি জানান, দেড় বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করে খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। গতকাল পর্যন্ত টমেটো বিক্রি করে দাম পেয়েছি ৩৫ হাজার টাকা। অপর চাষী নাজমুল হক বলেন, ১ বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করতে খরচ হয়েছে ৭০ হাজার টাকা। গতকাল বুধবার পর্যন্ত বিক্রি করেছি ২৫ হাজার টাকা। মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেন, ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা প্রতি মণ টমেটো বিক্রি হচ্ছে ক্ষেতের মধ্যে। মুজুরীর টাকা না হওয়ার কারণে অনেক টমেটো চাষী ক্ষেত থেকে টমেটো তুলছেন না। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চলতি গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছিল ৮৫ হেক্টর জমি। তবে আবাদ হয়েছে ৭০ হেক্টর জমিতে। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা মল্লিকা রানী সেহানবীশ জানান, টমেটোর বাম্পার ফলন হয়েছে। কৃষি বিভাগ টমেটো চাষের জন্য কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগীতা ও পরামর্শ দিয়েছেন। বাজারে দাম কম হওয়ার কারণ কাঁচামাল একসঙ্গে এগুলি হচ্ছে। বাইরে বাজারের চাহিদা বেশী থাকলে দাম কমতো না। বাইরে চাহিদা কম থাকার কারণে বাজারে একটু দাম কম। আগাম জাতের টমেটো একসঙ্গেই বাজারজাত হচ্ছে সেই কারণে কিছুটা দাম কমে গেছে। তবে আগামী সপ্তাহের মধ্যে চাহিদা বেড়ে গেলে কৃষকেরা দাম বেশী পাবে এই আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

কাপাসিয়ায় সরকারি ওষুধ মজুত করে নষ্ট করায় তদন্ত কমিটি গঠন

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মজুত করা বিপুল পরিমাণ সরকারি ওষুধ স্টোরে পড়ে থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে নষ্ট হওয়ার ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ কমিটি গঠন করা হয়। আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে কমিটিকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। তদন্ত কমিটিতে রয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপজেলা হেলথ কেয়ার বিভাগের উপপরিচালক ডা. আজিজ, ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক ডা. হারুনুর রশীদ এবং সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. জমির মো. হাসিবুস সাত্তার। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় পরিচালক ডা. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। গত সোমবার বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পরই এই তদন্ত কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। জানা গেছে, বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত বিপুল পরিমাণ সরকারি ওষুধ হাসপাতালের পশ্চিম পাশের একটি কোয়ার্টার ভবনের নিচতলার কক্ষে মজুত করে রাখা হয়েছিল। বিল্ডিংয়ের দুটি ইউনিটের পাঁচটি কক্ষে এসব ওষুধ এলোমেলোভাবে ফেলে রাখা হয়। যথাসময়ে বিতরণ না করায় ওষুধগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। একই স্থানে হাসপাতালের জন্য কেনা বিভিন্ন সরঞ্জামও পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। সংবাদ প্রকাশের পর গত রোববার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ডাঃ তামান্না তাসনীম ওষুধ মজুতের স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, ‘ডিসি স্যারের নির্দেশে সরেজমিনে ওষুধের অবস্থা পরিদর্শনে যাই। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।’ এদিকে অভিযোগ উঠেছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রতিদিন শত শত রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন, যাঁদের অনেকেই গরিব ও অসচ্ছল।

হাটে নেওয়ার জন্য পান গোছাচ্ছেন কয়েকজন শ্রমিক। মহব্বতপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

দক্ষিণাঞ্চলে নদ-নদীতে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব

বরিশাল প্রতিবেদক : জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের ছোট-বড় ১৩২টি নদ-নদীতে নাব্যতা সংকটের পাশাপাশি লবণাক্ততার মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে ভূগর্ভস্থ পানিরস্তরও ক্রমশ নামছে। ফলে এ অঞ্চলে লবণাক্তটার মাত্রা বেড়েই চলেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল নগরীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিএডিসি কমপ্লেক্সে ভূগর্ভস্থ পানিরস্তর এখন প্রায় নয় ফুট নিচে নেমে গেছে। উজানে নিয়ন্ত্রণসহ বৃষ্টির অভাবে প্রবাহ হ্রাসের ফলে সাগরের নোনা পানি বরিশাল অতিক্রম করে চাঁদপুরের ভাটিতে হিজলা উপজেলার মেঘনার মূল প্রবাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। স্বাভাবিক পাঁচশ’ পিপিএম’র স্থলে সাগর পাড়ের কুয়াকাটা থেকে ১১০ কিলোমিটার উজানে বরিশাল মহানগরীর পাশদিয়ে প্রবাহমান কীর্তনখোলা নদীতে এবার সাতশ’ অতিক্রম করেছে। পিরোজপুরের বলেশ্বরে ১২শ’ এবং বরগুনার পাথরঘাটায় তা প্রায় আড়াই হাজারের ওপরে চলে যাচ্ছে। সাথে পানির স্তর ক্রমশ নিচে নামায় চলতি মৌসুমে বরিশাল কৃষি অঞ্চলে আবাদকৃত প্রায় চার লাখ হেক্টরে বোরো ধানের কাঙ্খিত উৎপাদন নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সূত্রে আরও জানা গেছে, গত নভেম্বর মাস থেকে অনাবৃষ্টিতে বোরোধানে অব্যাহত সেচে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। ফলে সেচ ব্যয়ের সাথে উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে বৃষ্টির অভাবের সাথে সীমান্তের ওপারে প্রবাহ নিয়ন্ত্রনের ফলে নাব্যতা সংকট প্রকটাকার ধারন করায় নদ-নদীসমুহে প্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ হয়ে বর্ষা মৌসুমে ভাঙনের তীব্রতা বৃদ্ধিরও আশঙ্কা করছেন নদী বিশেষজ্ঞরা। যেকারণে দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় কোটি মানুষের জন্য অতীতের আশির্বাদ এসব নদ-নদী যথাযথ সংরক্ষন ও উন্নয়নসহ ভাঙনরোধে সময়োচিত পদক্ষেপের অভাবের সাথে প্রকৃতির বিরূপ আচরনে ক্রমশ অভিশাপ হয়ে উঠছে। প্রায় পাঁচহাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এসব নদ-নদী পরিবেশ সংকটে ক্রমশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখিন। একইসাথে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের ১৩২টি নদ-নদীর প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার নৌপথের প্রায় পাঁচশ’ কিলোমিটারে ভয়াবহ নাব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে। একারণে নদ-নদী নির্ভর দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সার্বিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পরতে শুরু করেছে। এমনকি নাব্যতা সংকটে প্রায় আড়াইলাখ টন উদ্বৃত্ত দক্ষিণাঞ্চলের মৎস্য সম্পদের ভবিষ্যতও ক্রমশ বিপদগ্রস্থ করে তুলছে। সারাদেশের আহরিত ইলিশের ৭০ ভাগই যোগান দিয়ে থাকে দক্ষিণাঞ্চল। কিন্তু ক্রমাগত নব্যতা সংকটের রেশ ধরে প্রবাহ হ্রাসসহ দুষনে নদী-নদী থেকে ইলিশ উপকূল ছাড়িয়ে গভীর সমুদ্রে চলে যাবার প্রবনতা মৎস্য বিজ্ঞানীদের মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

অপহৃত সিলেটের ৬ শ্রমিক টেকনাফ থেকে উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি : গত ৫ দিন আগে সিলেট থেকে কক্সবাজারে এসে নিখোঁজ হওয়া সেই ৬ শ্রমিককে টেকনাফের গহীন পাহাড়ী এলাকা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন। তিনি জানান, গত ১৬ এপ্রিল সিলেটের জকি গঞ্জ হতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে আসা ৬ শ্রমিক কক্সবাজার থেকে অপহৃত হওয়ার ঘটনা ঘটে। ঘটে যাওয়া ঘটনার পর থেকে তাদেরকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করার জন্য পুলিশের অভিযানিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। পুলিশ গোপন সংবাদ ও মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে জানতে পারে সেই ৬ শ্রমিক টেকনাফের সদর ইউনিয়নের অন্তর্গত পাহাড়ী এলাকায় রয়েছে। এরপর উক্ত বিষয়টি পুলিশ অবগত হওয়ার পর, গত মঙ্গলবার টেকনাফ মডেল থানায় কর্মরত পুলিশের একটি চৌকস দল রাত সাড়ে ৮টার দিকে সদর ইউপির অন্তর্গত রাজাছড়া এলাকা সংলগ্ন গহীন পাহাড়ী এলাকা থেকে সেই ৬ শ্রমিককে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ঐ এলাকায় মানব পাচার ও অপহরণ চক্রের সাথে জড়িত একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ রয়েছে। সেই সন্ত্রাসীরাই উক্ত অপরাধটি সংঘটিত করেছে। জড়িত অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য পুলিশের অভিযানিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা। এবিষয়ে জানতে চাইলে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরেছি। তাদেরকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করার জন্য টেকনাফ মডেল থানার অফিসার ইনচার্জসহ অভিযানিক পুলিশ সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি মানবপাচারকারী ও অপহরণ চক্রের সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্যও সংশ্লিষ্ট বাহিনীর প্রতি জোর দাবী জানিয়েছেন তিনি।

গাছে ফুটে আছে দৃষ্টিনন্দন নাগলিঙ্গম ফুল। গুহ লক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর।

দেবহাটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপজেলা পুষ্টি বিষয়ক কমিটির সমন্বয় সভা

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : দেবহাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপজেলা পুষ্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হলরুমে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ শফিকুল ইসলাম। ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রজেক্ট অফিসার আবিদা সুলতানার সঞ্চালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ এমএএইচ মঈনুল হাসান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইদ্রিস আলী, ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রজেক্ট ম্যানেজার জগস্ময় বিশ্বাস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসরিন জাহান, দেবহাটা সরকারী বিবিএমপি ইনস্টিটিউশ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মদন মোহন পাল, পারুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক বাবু, সখিপুর ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, নওয়াপাড়া ইউপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোনায়েম হোসেন, কুলিয়া ইউপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রভাস কুমার, দেবহাটা রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি আর.কে.বাপ্পা, সিনিয়র সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান কাজল, দেবহাটা প্রেসক্লাবের সভাপতি মীর খায়রুল আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিটন ঘোষ বাপী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য পরিদর্শক আব্দুল্লাহ গাজী, ওয়ার্ল্ড ভিশনের মনিটরিং অফিসার বিলকিস আরা চৌধুরী, কমিউনিটি ক্লিনিকের সাপোর্ট গ্রুপের সভাপতি মোঃ সালাহউদ্দিন, সুশীলনের ডেভলপমেন্ট অফিসার মিজানুর রহমান, উত্তরনের সফল প্রকল্পের ডব্লিউসিএফ মশিয়ার রহমান, উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের সীমান্ত দাশ, আশার আলোর প্রতিনিধি আল আমিন, আইডিয়ালের প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। সভায় জানানো হয়, সরকারী ২২টি দপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত পুষ্টি কমিটির মাধ্যমে সকল মানুষের পুষ্টি নিশ্চিতে কাজ করা হচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন, খাদ্যের নিরাপত্তা, নির্দিষ্ট পরিমানে খাওয়া, শিশুদের খাদ্য গ্রহনে সতর্কতা অবলম্বন গ্রহনের সাথে সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পুষ্টি বিষয়ে বিষদ আলোচনা করা হয়। এছাড়া বিগত সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা ও করনীয় নির্ধারন করা হয়।

রংপুরে ইয়ং টাইগার্স অনুর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

রংপুর প্রতিনিধি : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পৃষ্টপোষকতায় ও রংপুর বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে রংপুরে ইয়ং টাইগার্স অনুর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (২০২৪-২৫) এর উদ্বোধন করা হয়। কালেক্টরেট ক্রিকেট গার্ডেন মাঠে ইয়ং টাইগার্স অনুর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষনা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রংপুর বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শহিদুল ইসলাম এনডিসি। অনুষ্ঠানে রংপুর বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব ও রংপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মোঃ আব্দুল ফারুকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোঃ মজদি আলী বিপিএম, রংপুর মহানগর বিএনপির আহবায়ক মোঃ সামসুজ্জামান সামু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা ক্রীড়া অফিসার মোঃ মাসুদ রানা, ক্রিকেট খেলা উপ কমিটির ভেনু ম্যানেজার মোঃ রুবায়েত হোসেন খান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন লিটন পারভেজ মান্না। উদ্বোধনী খেলায় অংশ গ্রহন করেন খুলনা ডিভিশন বনাম ঢাকা ডিভিশন সাউথ।

রাজিবপুরে মাদকসেবীকে কারাদণ্ড

চররাজিবপুর, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের চর রাজিবপুর উপজেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে ৪ গ্রাম গাঁজাসহ ১ যুবককে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রাজিবপুর উপজেলার বিভিন্ন মাদকপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফজলে এলাহী। এসময় উপস্থিত ছিলেন, রাজিবপুর থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) আমিনুল ইসলাম। অভিযানে বালিয়ামারী বাজারের একটি দোকানে তল্লাশি চালিয়ে মোজাহিদ(৩০) নামের এক ব্যক্তিকে ৪ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার চর মেহন্দা গ্রামের জালাল মিয়ার ছেলে। ইউএনও ফজলে এলাহী জানান, মোজাহিদ কয়েক মাস ধরে বালিয়ামারী বাজারে একটি ভাড়া দোকানে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন।

শৈলকুপায় দুর্ধষ ডাকাতি

শৈলকুপা, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের চর গোলক নগর গ্রামে ডাকাতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। গভির রাতে আইনুদ্দিন শেখের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। বাড়ির মালিক আইনুদ্দিন শেখ জানান, গত মঙ্গলবার সারাদিনে আমাদের বাড়ির সব সদস্যদের শারীরিক অবস্থা খারাপ ছিল। সন্ধ্যা লাগার সাথে সাথেই আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গভীর রাতে ১০/১২ জনের একটি অস্ত্রধারী ডাকাত দল ঘরের গ্রিলের তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে বাড়ির সবাইকে জিম্মি করে আট ভরি স্বর্ণ, নগদ সাড়ে ৩ লাখ টাকা ও ব্যাংকের কাগজপত্র নিয়ে যায় ডাকাত সদস্যরা বলে অভিযোগ করেন। আইনুদ্দিন শেখের ছেলের স্ত্রী সুম্মা খাতুন জানান, সকাল থেকেই আমি অসুস্থ। রাত দুইটার দিকে ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমার ঘরে তিনজন লোক তারা আমাকে জিম্মি করে বাক্স ভেঙ্গে স্বর্ণলঙ্কার ও নগদ টাকা নিয়ে যায়।

দৌলতপুর সীমান্তে ১২ পিস স্বর্ণের বারসহ আটক ১

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ১ কেজি ৩৪০ গ্রাম ওজনের ১২ পিস স্বর্ণের বারসহ একজন আটক করেছে বিজিবি। ভারত সীমান্ত লাগোয়া খারিজাথাক এলাকা থেকে সোনার বার সহ শ্রী রপন মন্ডল (৪৫) নামে এক চোরা কারবারী কে আটক করা হয়। আটক শ্রী রপন মন্ডল মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার রমজান বেগ গ্রামের মৃত সুধির মন্ডলের ছেলে। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের আনুমানিক সিজার মুল্য প্রায় ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর পক্ষ থেকে লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিজিবি জানায়, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তের চরচিলমারী বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৫৭/৩-এস হতে আনুমানিক ৩০০ গজ উত্তরে, শূণ্য লাইন হতে ১০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে খারিজাথাক মাঠ নামক স্থানে বিজিবির নায়েক মোঃ শাহজালাল এর নেতৃত্বে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় চোরাকারবারী শ্রী রপন মন্ডলের নিকট হতে ১২ পিস স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। যার ওজন আনুমানিক ১ কেজি ৩৪০ গ্রাম। এই ঘটনার সাথে জড়িত খারিজাথাক এলাকার মুজা সরকারের ছেলে নুর আলম সরকার (৩৭) নামে আরেকজন পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ মাহ-বুব মুর্শেদ রহমান বলেন, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং চোরাচালান প্রতিরোধসহ সব ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। আটককৃত শ্রী রপন মন্ডলকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তরসহ উদ্ধারকৃত স্বর্ণ কুষ্টিয়া জেলা ট্রেজারী অফিসে জমা করা হয়েছে। এব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চুক্তিবদ্ধ না হওয়ায় ঘোড়াঘাটে ৩৭ চালকলের নিবন্ধন বাতিল

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার আমন মৌসুমে চাল সরবরাহে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ না হওয়া ৩৭টি চালকলের নিবন্ধন বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ। জেলা খাদ্য কর্মকর্তা সুবির নাথ চৌধুরীর স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে নিবন্ধন বাতিল করা চালকলের তালিকা প্রকাশ করা হয়। ঘড়োঘাট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি আমন মৌসুমে সরকারের খাদ্য সংগ্রহ অভিযানে জেলার সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষমাত্রা ১ হাজার ১৭৫ টন আর আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষমাত্রা ছিল ৪৬টন। এ ছ়ড়া ধান সংগ্রহের লক্ষমাত্রা ছিল ৮০১টন। সরকারের এই অভিযানে ধান ও চাল সরবরাহের জন্য উপজেলার ৭২টি সিদ্ধ চালকল ও ২টি আতপ চালকল চুক্তিবদ্ধ হয়।

মাছের চিপস ও শুটকির গুড়ো তৈরি করে আলোচনায় নাজমা

কক্সবাজার প্রতিনিধি : সামুদ্রিক মাছ দিয়ে সুস্বাদু চিপস বানিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন কক্সবাজারের পালংকি কন্যা। মুলত পালংকি কন্যা একটি প্রতিষ্ঠানের নাম এর পেছনে রয়েছেন একজন মেধাবী স্বপ্নবাজ তরুনী নাজমা আক্তার রেশমি। ২০১৯ সাল থেকে চেষ্টা শুরু কিভাবে স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে তা আরো বেশি জনপ্রিয় করা যায় সাথে বানিজ্যিক ভাবেও লাভবান হওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যে গড়ে তোলেন পালংকি কন্যা নামের একটি ছোট প্রতিষ্ঠান। কক্সবাজারে যখন নারী উদ্দোক্তাদের উত্থান হচ্ছে তখন নাজমারও উদ্দোক্তা হওয়ার ইচ্ছা জাগে। শুরু থেকেই ভিন্ন ধর্মী ও অন্যান্যদের থেকে আলাদা কিছু নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা তার। প্রথম শুরু করে নিজের বাড়ির গাছের ডুমুর ফলের আচার দিয়ে। বেশ সাড়া জাগায় এই ব্যাতিক্রমী আচার। চাহিদা অনুযায়ী ডুমুর ফল সংগ্রহ করতে না পারায় মনোযোগ দেন শুটকি মাছ নিয়ে কাজ করার। কিন্তু প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবেন না ভেবে আবার নতুন ও আলাদা কিছু করার পিছনে ছুটেন এই নারী উদ্দোক্তা। এরপর বাংলাদেশে প্রথম তিনি তৈরি করেন শুটকি মাছের পাউডার। শুটকির গুনগত মান স্বাদ ঠিক রেখে ভিন্নভাবে শুটকিকে তুলে ধরেন তিনি। শুটকি গুঁড়ার ব্যাপক চাহিদার কারণে তিনি আরো বেশি আগ্রহী হন সামুদ্রিক মাছ দিয়েই আরো ভিন্ন কি কি করা যায় যা দিয়ে মানুষের পুষ্টি ও স্বাদের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বানিজ্যিক ভাবেও লাভবান হওয়া যাবে। সর্বশেষ তিনি তৈরি করেন মাছের চিপস। এই চিপস পুষ্টি গুনে যেমন সমৃদ্ধ তেমনি স্বাদেও অতুলনীয়। মুখরোচক খাবারের মধ্যে এই চিপস অন্যতম বলা চলে। বিশেষ করে শিশুদের জন্য যথাযথ একটি খাবার। সামুদ্রিক মাছ দিয়ে বাংলাদেশে তিনিই প্রথম চিপস তৈরি করেন। এছাড়াও দক্ষিণ চট্টগ্রামের জনপ্রিয় খাবার বালাচাও তৈরি করেন তিনি যা একেবারে স্বাস্থ সম্মত। মাছের চিপস তৈরি, শুঁটকি মাছের পাউডার তৈরিসহ সফল উদ্দোক্তা হিসেবে পেয়েছেন অনেক সম্মাননা। তবে সরকার বা উন্নয়ন সংস্থা থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেলে মাছের চিপসটি আরো উন্নতভাবে তৈরি করে কক্সবাজার সহ দেশের চাহিদা পুরনে সক্ষম হবে বলে জানান এই উদ্দ্যোত্তা।

বকশীগঞ্জে নিহত রিপনের লাশ উত্তোলনে পরিবারের বাধা

বকশীগঞ্জ, জামালপুর প্রতিনিধি : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার অভিযোগে দায়ের করা রিপন হত্যা মামলার তদন্ত কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য আদালতের নির্দেশে লাশ উত্তোলন করতে এসে পরিবারের বাঁধার কারণে ফিরে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ। আদালতের নির্দেশে বকশীগঞ্জ উপজেলার বাট্টাজোর ইউনিয়নের পানাতিপাড়া গ্রামে নিহত রিপন মিয়ার লাশ উত্তোলন করতে আসেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বহী ম্যাজিস্ট্রেট আসমা-উল হুসনা ও তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম। এসময় রিপনের বড় ভাই মামলার বাদী সরকার আকতার হোসেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে লাশ উত্তোলনে বাঁধা প্রদান করেন। পরে বাদীর বাঁধার মুখে লাশ উত্তোলন না করেই ফিরে আসেন। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসমা উল হুসনা জানান, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে আমরা রিপন মিয়ার লাশ উত্তোলন করতে এসেছিলাম। কিন্তু রিপনের বড় ভাই ও মামলার বাদী সরকার আকতার হোসেন বাঁধা প্রধান করেন।

কৃত্রিম মানব শরীরসহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা

বরিশাল প্রতিবেদক : কৃত্রিম মানব শরীরসহ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে হাতেকলমে চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নিতে পারবে শিক্ষার্থীরা। ফলে সহজেই সিপিআর, নরমাল ডেলিভারী, বেসিক ও অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট সম্পর্কে সহজেই জ্ঞান অর্জন করতে পারবে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীরা। উন্নত বিশ্বের এ অত্যাধুনিক উপকরণ পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজের প্রধান অংশিজন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক সিমুলেশন ল্যাবের উদ্বোধণ করে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. ফয়জুল বাশার বলেন, মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীরা এ ল্যাব থেকে বিভিন্ন অপারেশনসহ তাৎক্ষণিক সেবা দেওয়ার পদ্ধতি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। কৃত্রিম মানবদেহে শিক্ষার্থীদের করা কাটাছেড়া কিছুক্ষণ পর তা মিলিয়ে আগের রূপে ফিরে যাবে। ফলে শিক্ষার্থীরা সহজেই এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন না করা পর্যন্ত একাধিকবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে। যার ফলাফল উঠবে পাশে থাকা কম্পিউটারের মনিটরে। তিনি আরও বলেন, এ ল্যাব থেকে শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সফল হলে দ্রুত দক্ষতা অর্জন করে রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে পারবে। পাশাপাশি হাসপাতালে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের চাঁপ কমবে। অধ্যক্ষ ডা. ফয়জুল বাশার আরও বলেন, অত্যাধুনিক এ উপকরণগুলোর মধ্যদিয়ে কমসময়ে ও কার্যকরী পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা নিতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

তাই রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিতে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, শেখানোর পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সিমুলেশন একটি আধুনিক কৌশল। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা বাস্তবজীবনের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে জীবন্ত দেহের পরিবর্তে কৃত্রিম উপকরণ বা পরিবেশ ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী আব্দুর রহমান বলেন, ক্যাম্পাসের মধ্যেই এখন হাতে কলমে একাধিকবার কৃত্রিম মানবদেহ কাটাছেড়া করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবো। উন্নত বিশ্বে এ মডেল ব্যবহারের মধ্যদিয়ে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমে আরও গতি আসবে। আটটি কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত অত্যাধুনিক সিমুলেশন ল্যাব গত মঙ্গলবার সকালে উদ্বোধণ করেছেন বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. ফয়জুল বাশার।

সারিয়াকান্দিতে সড়কের কাজ রেখে ঠিকাদারের পলায়নে দুর্ভোগ

সারিয়াকান্দি, বগুড়া প্রতিনিধি : বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে পৌর এলাকার দেলুয়াবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে কৈয়েরপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত সড়কের পুনর্নির্মাণ ও মেরামত কাজ অসমাপ্ত রেখেই ঠিকাদারের পলায়ন করায় এলাকাবাসী যাতায়াতে অবর্ণনীয় দুর্ভোগে পড়েছেন। বছর খানেক ধরে ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ৬ গ্রামেরথ প্রায় ৮ হাজার বাসিন্দারা এই দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সড়কটিতে ৩টি কালভাট নির্মাণ করা হলেও দুই পাশে মাটি না থাকায় যেন এতিম অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে কালভার্ট গুলো। সড়কে এলোপাথারী ভাবে মাটি খোরাখুরি করায় এখন পূর্বের মত এখন পায়ে হেটে চলাচল করাও যায় না। সড়কের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে ছিলেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার দুর্নীতিবাজ, সম্পদের পাহাড়গড়া সাবেক সাংসদ সাহাদারা মান্নান।

নিচু জমিতে বৃষ্টির পানি জমেছে। শিকারের আশায় বক। শ্রীপুর, গাজীপুর।

শেষ মুহূর্তের গোলে জয় পেলো ম্যানসিটি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ৯৪ মিনিট পর্যন্ত স্কোরলাইন সমান ১-১। এরপরই অবিশ্বাস্য গোল ম্যানচেস্টার সিটির মাথিউস নুনেসের। পর্তুগাল তারকার গোলে অ্যাস্টন ভিলাকে স্তব্ধ করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গুরুত্বপূর্ণ ২-১ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করেছে ম্যানসিটি। এতে আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার দৌড়ে আরও এগিয়ে গেল পেপ গার্দিওলার দল। গত মঙ্গলবার রাতে ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সপ্তম মিনিটেই এগিয়ে যায় স্বাগতিক সিটি। ওমর মারমুশ ভিলার রাইট-ব্যাক ম্যাটি ক্যাশকে পেছনে ফেলে বল দেন এগিয়ে আসা বার্নার্দো সিলভার উদ্দেশ্যে। বল পেয়ে শট নেন সিলবা। ভিলা গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ বল স্পর্শ করলেও সেটা জালে ঢুকতে বাধা দিতে পারেননি। ১৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ভিলাকে সমতায় ফেরান র্যাশফোর্ড। ডি-বক্সের ভেতর ম্যানসিটির রুবেন দিয়াজ পেছন থেকে ভিলার জ্যাকব র্যামসিকে ডান পা দিয়ে ক্লিপ করেন। ফলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। র্যাশফোর্ড ধীরস্থিরভাবে গোলকিপার স্টেফান ওর্তেগাকে বোকা বানান। বলের উল্টো দিকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ওর্তেগা। ম্যাচজুড়ে ভিলার ৭টি শটের বিপরীতে ১৪টি শট নেয় সিটি। ৯৪ মিনিটে জেরেমি ডকু বাঁ দিক থেকে বল নিয়ে এগিয়ে এসে ব্যাক পোস্টে থাকা নুনেসের উদ্দেশ্যে বল বাড়ান। সেখান থেকে শট করে নুনেস দলের জয় নিশ্চিত করেন। ম্যাচ শেষে স্কাই স্পোর্টসকে নুনেস বলেন, 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুব কঠিন একটি ম্যাচ ছিল, কঠিন প্রতিপক্ষ। আমরা জানতাম জিততেই হবে, সেই মানসিকতা নিয়েই এসেছিলাম এবং সেটাই হয়েছে। পারফেক্ট টাইমিং।' ৩৪ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে সিটি। অন্যদিকে সিটির মাঠ ইতিহাদে টানা ১৫তম ম্যাচ হারা ভিলা সমান ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করচে সপ্তম স্থানে। স্কাই স্পোর্টসকে বলেন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা বলেন, 'আমরা সাধারণত শেষ মুহূর্তে গোল করতে অভ্যস্ত না, তাই আমি খুবই খুশি শেষের সেই গোলটির জন্য। কারণ আমরা এখন শেষ চার-পাঁচটি ম্যাচে আছি এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ালিফাই করার লড়াইয়ে আছি।'

ফিক্সিংয়ের অভিযোগ নিয়ে যা বললো রাজস্থান

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আইপিএলে গত বুধবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে সুপার ওভারে গিয়ে হারে রাজস্থান রয়্যালস। এর তিনদির পর গত শনিবার লখনৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে মাত্র ২ রানের জন্য হেরে যায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। পরিস্থিতি দেখে মনে হয়েছিল, দুটি ম্যাচেই জিততে পারতো রাজস্থান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলটির হেরে যাওয়া অস্বাভাবিক ঠেকেছে রাজস্থান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (আরসিএ) অ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক জয়দীপ বিহানির কাছে। এরপরই রাজস্থানের বিপক্ষে ম্যাচ পাতানোর অভিযোগ আনেন তিনি। গতকাল বুধবার এক চিঠিতে জয়দীপ বিহানির এমন অভিযোগের জবাব দিয়েছে রাজস্থান। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দাবি, টিকিট নিয়ে অসন্তোষের কারণেই এমন অভিযোগ বিহানির। ভারতীয় গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি মৌসুমে আগের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক টিকিট পেয়েছে আরসিএ। যার ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সাধারণত প্রতিটি ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালস আরসিএকে প্রায় ১ হাজার ৮০০ টিকিট দিত। কিন্তু ২০২৫ সালে এই সংখ্যা কমিয়ে ১ হাজার ২০০ তে নামিয়ে আনা হয়েছে। রাজস্থানের অভ্যন্তরীণ সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, 'মৌসুম শুরুর আগেই বিসিসিআই আমাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল, যেহেতু আরসিএ ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাই আমরা সব ব্যবস্থা নিয়ে রাজস্থান স্টেট স্পোর্টস কাউন্সিলের (আরএসএসসি) সঙ্গে কাজ করবো। আরসিএ অ্যাডহক কমিটির এক অসন্তুষ্ট সদস্য এবং তার সহযোগীরা অতিরিক্ত পরিমাণ টিকিট দাবি করছেন, যা আমরা মেনে নিচ্ছি না। পুরো নাটকের মূল কারণ এটিই।' রাজস্থান জয়দীপ বিহানির অভিযোগ অস্বীকার করার পর বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তাও আরসিএর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন, 'আরসিএ বর্তমানে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সামনে নির্বাচন থাকায় অনেক নাটক চলছে। সবাই মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। বিসিসিআই-এর দুর্নীতি দমন ইউনিট সারাক্ষণ কাজ করছে যাতে খারাপ জিনিস ক্রিকেট থেকে দূরে থাকে। এই অভিযোগগুলোর কোনো ভিত্তি নেই।' রাজস্থান ম্যানেজমেন্টও এ বিষয়ে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 'আমরা অ্যাডহক কমিটির আহ্বায়কের করা সব অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান করছি। এ ধরনের প্রকাশ্য মন্তব্য শুধু ভুল এবং বিভ্রান্তিকরই নয় বরং রাজস্থান রয়্যালস, রয়্যাল মাল্টি স্পোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড, রাজস্থান স্পোর্টস কাউন্সিল এবং বিসিসিআই-এর সুনাম এবং বিশ্বাসযোগ্যতার ওপরও গুরুতর আঘাত হেনেছে। এটি ক্রিকেটের সততার ওপরও আঘাত।' রাজস্থান এ পর্যন্ত ৮ ম্যাচের মাত্র ২টি জিতেছে। ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের অষ্টম স্থানে আছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

দিল্লির সামনে পাত্তা পেলোনা লখনৌ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বোর্ডে পুঁজি ১৫৯ রানের। আইপিএলের মতো রানবন্যার টুর্নামেন্টে এই সংগ্রহ নিয়ে যে লড়াই করা কঠিন, সেটা নিশ্চয়ই আগেই বুঝে গিয়েছিল লখনৌ সুপার জায়ান্টস। তাই হলো। দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে পাত্তাই পেলো না লখনৌ। ঘরের মাঠের দলকে ৮ উইকেট আর ১১ বল হাতে রেখে সহজেই হারিয়েছে দিল্লি। ৮ ম্যাচে এটি ষষ্ঠ জয় দিল্লির, নবম ম্যাচে চতুর্থ হার দেখলো লখনৌ। ১৬০ রানের লক্ষ্য তাড়ায় করুন নায়ার ১৫ করে ফিরলেও আরেক ওপেনার অভিষেক পোরেল আর পরের দুই ব্যাটার লোকেশ রাহুল ও অক্ষর প্যাটেলের ব্যাটে সহজ জয় পায় দিল্লি। পোরেল ৩৬ বলে ৫১ রানে আউট হন। রাহুল ৪২ বলে ৩টি করে চার-ছক্কায় ৫৭ আর অক্ষর ২০ বলে ৩৪ রানে অপরাজিত থাকেন। এর আগে ওপেনিং জুটিতে ঝোড়ো সূচনার পরও চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়তে পারেনি লখনৌ সুপার জায়ান্টস। ৬ উইকেটে ১৫৯ রানেই থেমে গেছে তাদের ইনিংস। ঘরের মাঠে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ওপেনিংয়ে দুর্দান্ত সূচনা পায় লখনৌ।

রিশাদের স্পিন ঘূর্ণিতে বাজিমাত

স্পোর্টর্স ডেস্ক : মুলতান সুলতানের বিপক্ষে রিশাদ হোসেন মূল্যবান দুটি উইকেট পেলেও দিয়েছেন ৪৫ রান। এই ম্যাচে লাহোর কালান্দার্স অধিনায়ক শাহিন আফ্রিদি ব্যবহার করেছেন ৭ বোলার। একমাত্র আব্বাস আফ্রিদি ছাড়া বাকি সবারই রানরেট ছিল ৭ এর বেশি। তাই রিশাদের ৪৫ রান খরচকে খুব একটা দৃষ্টিকটু লাগছে না। এরপরও টাইগার লেগ স্পিনারের হাতাশার বড় কারণ আছে। তার দল লাহোর যে হেরেছে ৩৩ রানে। ঘরের মাঠ মুলতান স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিধান্ত নেন সুলতানের অধিনায়ক মুহাম্মদ রিজওয়ান। ইয়াসির খানের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ২২৮ রানের পাহাড় গড়েছিল মুলতান। এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানের ৪৪ বলে ৮৭ রানের ইনিংসটি সাজানো ছিল ৬টি করে চার ও ছক্কায়। জবাবে লাহোর ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৫ রানে থামে। ৩৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে লাহোরকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়েছেন উবাইদ শাহ। এই ১৯ বছর বয়সী ক্রিকেটার পাকিস্তান জাতীয় দলের পেসার নাসিম শাহর ছোট ভাই। রিশাদ এই ম্যাচে প্রথম বল করতে আসেন সপ্তম ওভারে।

বার্সেলোনার বিপক্ষে ফিরে আসার লক্ষ্য এমবাপ্পের

স্পোর্টর্স ডেস্ক : গত সপ্তাহে আর্সেনালের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে রিয়াল মাদ্রিদের ছিটকে যাওয়া ম্যাচটিতে গোঁড়ালির ইনজুরিতে পড়েন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তার পর লা লিগায় অ্যাথলেটিক বিলবাওর বিপক্ষে ১-০ গোলে জেতা ম্যাচে খেলেননি। খেলবেন না গেতাফের বিপক্ষেও। তবে কোপা দেল রের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিপক্ষে ফিরে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন ফরাসি স্ট্রাইকার। এমন তথ্য জানিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি বলেছেন, 'এই ম্যাচের জন্য তারা (এমবাপ্পে ও ফারল্যান্ড মেন্ডি) প্রস্তুত নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা অনুশীলনের মধ্যে আছে। আমি মনে করি শনিবারের ম্যাচের আগেই তারা দুজন ফিট হয়ে উঠতে পারবে।' সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বিলবাওর বিপক্ষে ১-০ গোলে জেতা ম্যাচটিতে বেশ কিছু মাদ্রিদ সমর্থকের তোপের মুখে পড়েছিলেন এমবাপ্পে। বড় স্ক্রিনে তাকে দেখা গেলেই কিছু সমর্থক দুয়ো দিতে উদ্যত হয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে রিয়ালের লজ্জাজনক বিদায় অনেকেই মেনে নিতে পারেনি। এই মুহূর্তে লা লিগায় শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। আনচেলত্তি বলেছেন, 'ইনজুরির বিষয়টি এমবাপ্পেকে হতাশ করেছে। কারণ সে দলকে পুরোটা সময় সহযোগিতা করতে পারেনি। শনিবারের ম্যাচে ফিরে আসার জন্য এমবাপ্পে নিজের শতভাগ দিয়ে চেষ্টা করছে।' এমবাপ্পে না থাকায় বিলবাওর বিপক্ষে একজন অতিরিক্ত মিডফিল্ডার খেলিয়ে আরও বেশি রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়েছিল রিয়াল। যার কারণ হিসেবে আনচেলত্তি বলেছেন, 'আমি মনে করি এবারের মৌসুমে যা সমস্যা

হয়েছে তা সকলেই দেখেছে। নিজেদের খেলার কৌশলও পরিবর্তন করেছি। বিভিন্ন সময়ে দলের ভারসাম্য খুঁজতে গিয়ে আমরা কঠিন সমস্যায় পড়েছি। আশা করছি, সবকিছু কাটিয়ে ভালোভাবে মৌসুমটা শেষ করতে পারবো।'

ঘাম ঝরানো জয়ে শিরোপা স্বপ্ন টিকে রইলো বার্সার

স্পোর্টর্স ডেস্ক : লি লিগায় মায়োর্কার বিপক্ষে কষ্টার্জিত ১-০ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। গত মঙ্গলবার রাতের এই জয়ে শিরোপার লড়াইয়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে টেবিলটপাররা। লিগে আরও মাত্র পাঁচ ম্যাচ বাকি। আগামী শনিবার কোপা দেল রে ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের মুখোমুখি হবে বার্সা। গুরুত্বপূর্ণ ওই ম্যাচ

সামনে রেখে এস্তাদি অলিম্পিক লুইস স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার কয়েকজনকে বিশ্রাম দিলেও মায়োর্কার বিপক্ষে পুরো ম্যাচে আধিপত্য দেখায় হানসি ফ্লিকের দল। তবে মায়োর্কার গোলকিপার লিও রোমান দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে বার্সার আক্রমণ প্রতিহত করেন। যে কারণে প্রথমার্ধে কোনো গোল করতে পারেনি বার্সা। বিরতির পরপরই গোলের খরা কাটায় কাতালানরা। ৪৬ মিনিটে দানি ওলমো বক্সের ভেতরে অল্প জায়গায় বল পেয়ে মায়োর্কার ডিফেন্ডাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগেই অতি দ্রুত বাঁ পায়ের শটে বল জালে জড়ান। এই জয়ে ৩৩ ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ৭৬। এক ম্যাচ কম খেলে ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল। মায়োর্কা ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে। ম্যাচ শেষে বার্সেলোনা মিডফিল্ডার গাভি মোভিস্টার প্লাসকে বলেন, 'তাদের গোলকিপার দুর্দান্ত খেলেছে। আমাদের সুযোগ ছিল, আমরা তা কাজে লাগিয়েছি। এটাই ফুটবল। আমরা চেষ্টায় অবিচল ছিলাম, কঠোর পরিশ্রম করেছি, এগিয়ে গিয়েছি এবং শেষমেশ গোল পেয়েছি। পুরো ম্যাচে আমরা ভালো খেলেছি এবং যারা সুযোগ পেয়েছে তাদের জন্য আমি খুব খুশি।' লা লিগার শীর্ষ গোলদাতা রবার্ট লেওয়ানডস্কি চোটের কারণে স্প্যানিশ কাপ ফাইনাল এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগ মিস করবেন। ফ্লিক এ ম্যাচে শুরু থেকেই বেঞ্চে রেখেছিলেন জুলস কুন্দে, রাফিনহা, পাউ কুবারসি এবং ফ্রেংকি ডি ইয়ংকে। তরুণ লামিন ইয়ামাল পুরো ম্যাচে বিপজ্জনক ছিলেন। কিন্তু গোলকিপার রোমান তাকে একাধিকবার ঠেকিয়ে দেন। ১৭ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ উইঙ্গারের তিনটি দুর্দান্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন মায়োর্কা গোলরক্ষক। ফেরান তোরেস ও এরিক গার্সিয়ার শটও ঠেকান রোমান। ২৮ মিনিটে গাভির একটি ডিফ্লেক্টেড শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। এক মিনিট পর কর্নার থেকে রোনাল্ড আরাউহো সহজ সুযোগ মিস করেন। মায়োর্কা পাল্টা আক্রমণে কিছু সুযোগ তৈরি করেছিল। হাফটাইমের আগে মাতিও মোরের একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। লা লিগায় বার্সেলোনার পরের ম্যাচ আগামী শনিবার টেবিলের তলানির দল রিয়াল ভায়াদোলিদের বিপক্ষে। এরপর ১১ মে নিজেদের মাঠে রিয়ালের মুখোমুখি হবে, যা লিগ শিরোপা

ইসলাম

পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে যেসব দোয়া পড়বেন

ধর্ম ডেস্ক : পরীক্ষা মানেই টেনশন। পরীক্ষা মানেই চিন্তা। এমন মনে করেন অনেক মানুষই। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন পৃথিবীতে প্রেরণই করেছেন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে জন্মের পর থেকেই আল্লাহ রব্বুল আলামিন বান্দাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। দুনিয়ার পরীক্ষা যতটা সহজ আখিরাতের পরীক্ষা ততটা সহজ নাও হতে পারে। সেজন্য সর্বাবস্থায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়া নবীদের শিক্ষা। আপনার প্রস্তুতি যদি ভালো থাকে তখন পরীক্ষা কঠিন মনে হবে না। এজন্যই দুনিয়ার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়া জরুরি। আর প্রস্তুতির পাশাপাশি আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা তো অবশ্যই রাখতে হবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার আগে দুই রাকাত 'সালাতুল হাজত' পড়ে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বের হওয়া যেতে পারে। কারণ রসুলুল্লাহ সা. যখন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন 'সালাতুল হাজত' বা প্রয়োজন পূরণের নামাজ পড়তেন। (আবু দাউদ ১৩১৯)

পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার দোয়া পরীক্ষার হলে প্রবেশের পর যাতে আপনার স্মরণশক্তি ভাল থাকে তার জন্য এই দোয়াটি পড়তে থাকুন। এর ফলে আপনার স্মরণশক্তি ঠিক থাকবে। আপনি যা পড়ে এসেছেন মনে থাকবে। স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দোয়া আরবি উচ্চারণ: বাংলা উচ্চারণ: রব্বি জিদনি ইলমা (৩ বার)। **পরীক্ষা ভালো হওয়ার আমল** পরীক্ষায় ভালো করতে চায় সবাই। কিন্তু সবাই ভালো করতে পারে না। কিন্তু কী জন্য পারে না? অনেকে বলেন যে তার মেধা নেই, আল্লাহ মানুষকে যে মেধা দিয়েছেন তার শিকি ভাগও গোটা জীবনে খরচ করে না। তাই প্রথমে পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। গুছিয়ে লেখা শিখতে হবে। যারা ভালো ছাত্র তাদের পরীক্ষার খাতা সংগ্রহ করে তাদের লেখার ধরন, স্টাইল শিখতে হবে। ভালো পড়াশোনা করেও অনেকে ভালো ফলাফল না করার কারণই হলো তার লেখা সাজানো গোছানো মার্জিত হয় না। সর্বোপরি আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইতে হবে। পরীক্ষায় যাওয়ার আগে অবশ্যই দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়তে হবে। **পরীক্ষা ভালো করার ৭ দোয়া** ১. উচ্চারণ: 'রাব্বি যিদনী ইলমা' অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো।' (সুরা তোহা ১১৪) ২. উচ্চারণ: 'রব্বিশ রাহলী

সদরী ওয়া ইসসিরলী আমরী, ওয়াহলুল ওকৃদাতাম মিল লিসানি ইয়াফকাহু কওলি' অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।' (সুরা তোহা: ২৫-২৮) ৩. উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা আইয়িদনি বেরুহিল কুদুস। অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করো।' (বুখারি ৪৫৩, মুসলিম ২৪৮৫, মেশকাত ৪৭৮৯) ৪. উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মানফা-নি বিমা আল্লামতানি, ওয়া আল্লিমনি মা ইয়ানফাউনি ওয়া জিদনি ইলমা, ওয়া আউজুবিল্লাহি মিন হালি আহলিন নারি। অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে তুমি যা শিখিয়েছ, তা দিয়ে আমাকে উপকৃত করো, আমার জন্য যা উপকারী হবে, তা আমাকে শিখিয়ে দাও এবং আমার ইলম (জ্ঞান) বাড়িয়ে দাও এবং আমি জাহান্নামিদের অবস্থা থেকে হেফাজতের জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (তিরমিজি ৩৫৯৯, ইবনে মাজাহ ২৫১, ইবনু আবি শায়বা ১০/২৮১) ৫. উচ্চারণ: 'রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির ওয়াতাম্মিম বিল খাইর' অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি সহজ করে দাও, কঠিন করো না এবং কল্যাণের সাথে সমাপ্ত করে দাও।' (বায়হাকি কুবরা ৭০০৩, ১১২৯৯) ৬. উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা ফাক্কিহনি ফিদ দীন' অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে দীনের জ্ঞান দান করুন।' (বুখারি: ১৪৩) ৭. উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা লা-সাহলা ইল্লা মা জায়ালতাহু সাহলান, ওয়া আনতা তাজআলুল হুজনা সাহলান ইজা শিইতা।' অর্থ: 'হে আল্লাহ, আপনি যা সহজ করে দেন তা ছাড়া কোনো কিছুই সহজ নেই। আর আপনি চাইলে পেরেশানি-যুক্ত কাজও সহজ করে দেন।'

যে জন্য ইহুদিরা লাল গরু জবাই করতে চায়

ধর্ম ডেস্ক : পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ তিন ধর্ম খ্রিষ্টান, ইহুদি এবং ইসলামের অনুসারীদের কাছে প্রিয় আল আকসা। মক্কা-মদিনার পর মুসলমানদের কাছে তৃতীয় পবিত্রতম স্থান এটি। ইহুদিদের কাছে এটি 'টেম্পল মাউন্ট'। তাদের বিশ্বাস, ইহুদি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহিম (আ.) তার পুত্র ইসমাঈলকে (আ.) উৎসর্গ করার জন্য এখানেই নিয়ে এসেছিলেন। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, এটাই সেই জায়গা যেখানে যীশু খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন আর এখানকার গুহাতেই তার দেহ রাখা হয়েছিল। **ইহুদিদের লাল গরুর ইতিহাস কী?** ইহুদিদের একটি পবিত্র গ্রন্থ তালমুদ। এ গ্রন্থের ব্যাখ্যানুযায়ী, কিয়ামতের আগে ইহুদিদের ত্রাণকর্তার আগমন ঘটবে। তারা তাকে বলে মাসিহ। মাসিহের আবির্ভাবের তিনটি প্রধান শর্ত আছে। ১. সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের ইসরাইলে জড়ো হতে হবে। ২. একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ৩. সোলাইমানি মন্দির আগে যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই সেই মন্দির তৈরি করতে হবে। এটাকে তারা বলে 'থার্ড টেম্পল'। ইহুদিরা বিশ্বাস করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই তারা প্রথম দুটি শর্ত পূরণ করতে পেরেছে। অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ইহুদিরা ইসরাইলে জড়ো হয়েছে, সার্বভৌম রাষ্ট্রও গঠন করে ফেলেছে। এখন তৃতীয় শর্ত বাকি আছে। সেই শর্ত পূরণ করতে হলে আল-আকসা মসজিদ ভাঙতে হবে আর সেখানেই সোলাইমানি মন্দির বা থার্ড টেম্পল গড়তে হবে। এটা করার জন্য তাদের প্রয়োজন লাল গরু। ধর্মগ্রন্থের ভাষ্যমতে, লাল গাভী জন্ম হওয়ার পর তিন বছর বয়সে উপনীত হলে তারা সেটিকে জবাই করে রক্ত ও আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাই মেখে ইহুদি সম্প্রদায় পবিত্র হবে। এই গাভির রক্ত ও ছাই মাখা ছাড়া ইহুদিরা পবিত্র হবে না। এটাই তারা বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী লাল গাভীর মাধ্যমে তারা পবিত্র হওয়ার পরই বর্তমান বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত কুব্বাতুস সাখরা যাকে বলে The Dome of the Rock ভেঙ্গে সেখানে তারা একটি হাইকাল বা এবাদত গৃহ নির্মাণ করবে। এটিকে তারা বলে 'থার্ড টেম্পল'। এর আগে আরও দুইবার হাইকাল বা টেম্পল নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রথমবার নির্মাণ করেছিলেন নবী সুলাইমান আলাইহিস সাল্লাম। কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়। এখন তাদের পবিত্র হওয়া ছাড়া এ টেম্পল নির্মাণ করা যাবে না। তাই তারা বিশ্বের সর্বত্র এই লাল গাভী খুঁজে বেড়াচ্ছে। বহু খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে আমেরিকার নিউ জার্সিতে অবস্থিত একটি গো খামারে এক লাল গাভীর সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু গাভীর মালিক সেটি ইহুদিদের কাছে কোন মতেই, মিলিয়ন ডলার দিয়েও বিক্রয় করতে রাজি নয়। পরে মোট পাঁচটি লাল গাভি তারা একত্রিত করেছে। ইহুদিদের সংগঠন 'বনেহ ইসরাঈল' তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে লিখে রেখেছে '৫টি লাল গাভি খুঁজে পাওয়া গেছে'। তবে সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় হলো, তারা ২৮ কিংবা ২৯ মার্চ এ গাভি বলি দিবে। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে গায়ে মেখে দুনিয়ার নাপাক ইহুদিরা পাক হবে। তারপর তারা যে কোনোভাবে আল-আকসা ধ্বংস করে তাদের 'টেম্পল' তৈরি করবে।

যেসব নবিগণ ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন

ধর্ম ডেস্ক : বোইতুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন এলাকা বা ফিলিস্তিনকে কোরআনে 'বরকতময়' ও 'পবিত্র ভূমি' বলা হয়েছে। নবিজিকে (সা.) এক রাতের ভ্রমণে আল আকসায় নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সুরা ইসরা: ১) হজরত মুসা (আ.) ও তার অনুসারী বনি ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছিলেন মূর্তিপূজক আমালেকাদের কাছ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে। কোরআনে এই ঘটনার বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা এই ভূমিকে 'পবিত্র ভূমি' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, স্মরণ কর, যখন মুসা তার জাতিকে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্য হতে নবি করেছিলেন ও তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাউকেও যা তিনি দেন নাই তা তোমাদেরকে দিয়েছিলেন। হে আমার জাতি, আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করো না; করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (সুরা মায়েদা: ২০, ২১) বাইতুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন এলাকা, ফিলিস্তিন অথবা পুরো শামকে কেন 'বরকতময়' ও 'পবিত্র ভূমি' বলা হয়েছে এ বিষয়ে কোরআনের ব্যাখ্যাকাররা বলেন, 'বায়তুল মুকাদ্দাস, ফিলিস্তিন ও শাম আল্লাহর বহু নবি-রাসুলের স্মৃতিধন্য হওয়ায় এই অঞ্চলকে 'পবিত্র ভূমি' ও 'বরকতময়' বলা হয়েছে।

নববধূর সঙ্গে দেখা করার সময় যে দোয়া পড়বেন

ধর্ম ডেস্ক : বিয়ের মাধ্যমে দুইজন অপরিচিত মানুষ একটি পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সম্পর্ক শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়ে দুই পরিবারের মাধ্যমে। বিয়ের এই পবিত্র সম্পর্ক নিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা রুম, আয়াত : ২১) আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিয়ে সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা বিয়েতে সামর্থ্য নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে– যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেন। (সূরা নুর, আয়াত : ৩২-৩৩) বিয়ের রাত নিয়ে নববিবাহিতরা অনেক পরিকল্পনা করে থাকেন। এই রাতের সব পরিকল্পনার সঙ্গে রাসূল সা.-এর সুন্নতগুলো অনুসরণ করা জরুরি। নববিবাহিত স্বামী প্রথম রাতে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় স্ত্রীর কপালের চুল ধরে দাম্পত্য জীবেনর বরকতের জন্য এই দোয়াটি পড়বেন– উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জাবালতাহা 'আলাইহি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা 'আলাইহি। অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল চাই এবং তার সেই কল্যাণময় স্বভাব প্রার্থনা করি, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হ'তে এবং সেই মন্দ স্বভাবের অনিষ্ট হতে, যা দিয়ে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ'। (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হাদিস : ২৪৪৬) এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল হয়ে দাম্পত্য জীবন যাপন করার ইঙ্গিত রয়েছে।

ইসলামের সাতটি কবিরা গুনাহ

ধর্ম ডেস্ক : শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সারাদিন মানুষ বিভিন্ন ধরনের গুনাহের কাজ করে। কিছু গুনাহ শাস্তির দিক বিবেচনায় লঘু আবার কিছু গুরুতর। গুরুতর গুনাহগুলো ইসলামে কবিরা গুনাহ বলা হয়। এখানে এমন সাতটি কবিরা গুনাহের কথা তুলে ধরা হলো- ১. শিরক। ২.অন্যায়ভাবে কোনো সতী নারীকে অপবাদ দেওয়া। ৩. যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া। ৪. অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ গ্রাস করা। ৫.সুদ খাওয়া। ৬. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। ৭. জাদু করা। এই গুনাহগুলোর সম্পর্কে হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ৭টি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাকো। তারা জানতে চাইলেন, হে

আল্লাহর রাসুল! সেগুলো কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'আল্লাহর সঙ্গে শিরক তথা অংশীদার স্থাপন করা।' জাদু করা, কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা, আল্লাহ যা হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল খাওয়া, জিহাদ থেকে পলায়ন করা, সতি নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া।' (বুখারি) **শিরক,** ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় শিরক বলা হয়, কোনো জিনিসকে আল্লাহর সত্তা, গুণ অথবা কোনো কর্মের সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে। অন্যভাবে বলা যায়- আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাকে শিরক বলা হয়। আর মুশরিক অর্থ- যে আল্লাহর ক্ষমতায় অন্য কারো অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করল। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করার ব্যাপারে নিষেধ কোরআনে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন লোকমান উপদেশস্বরূপ তার ছেলেকে বলল- হে ছেলে! আল্লাহর সাথে শরিক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরিক করা মহা অন্যায়।'